ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত সম্পর্কীয় সমস্ত হাদীস পাঠ করে জানা যায় যে হযরত আলী (রা) এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাতের যে সবিস্তার বিবরণ দিয়েছেন এবং রুকূ, সিজ্‌দা, কিয়াম ইত্যাদি অবস্থায় পঠিতব্য দু'আর যে বিবরণ দিয়েছেন, তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রাত্যহিক ফরয সালাতের পঠিত ধারাবাহিক দু'আ ছিল না। বরং তিনি কখনো কখনো এরূপ দু'আ করে থাকবেন। আর এটাও সম্ভব যে , তিনি তাহাজ্জুদ সালাতে এরূপ পাঠ করতেন । ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তাহাজ্জুদ সালাতের ধারাবাহিকতায়ই উল্লেখ করেছেন।

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যে সর দু'আ বর্ণিত হয়েছে তা থেকে কিছুটা হলেও অনুমান করা যায় যে, সলাতরত অবস্থায় তাঁর অন্তরের অবস্থা কিরূপ হতো এবং কত একাগ্রতা সহকারে তিনি সালাত আদায় করতেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে এসবের কিঞ্চিৎ হলেও নসীব করুন। সালাতে বিশেষত তাহাজ্জুদ সালাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আরো বহু দু'আ পাঠের বিষয় প্রমাণিত। ইনশা'আল্লাহ্ সে বিষয় যথা স্থানে বর্ণনা করা হবে। এসব দু'আয় এক ধরনের প্রাণ রয়েছে। যদি এ বিষয় নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ফরয সালাতে এসব দু'আ পাঠ করলে মুক্তাদীরা বিরক্তভাব দেখাবে না তাহলে ইমামের এসব দু'আ পাঠ করতে পারেন। নফল সালাতে এসব অবশ্যই এসব দু'আ পাঠ করা উচিত। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

" وَ فِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ "

"এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।" (৮৩, সূরা মুতাফ্‌ফিফীনঃ ২৬)

সালাতে কিরা'আত পাঠ

কিয়াম, রুকূ ও সিজ্‌দার ন্যায় কিরা'আত পাঠও সলাতের অপরিহার্য মৌলিক বিষয়। আর তা কিয়াম অবস্থায় পাঠ করা হয়। একথা সর্বজন বিদিত যে, কিরা'আতের বিন্যাস হচ্ছে এরূপ ঃ তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলার পর হামদ্-সানা, আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা এবং নিজ দাসত্ব প্রকাশের কোন বিশেষ পূর্বোল্লিখিত তিন মাসূরা দু'আর কোন একাটি দু'আ করে আল্লাহ্ সমীপে নিজকে পেশ করতে হবে। এর পর কুরআন মাজীদের সর্বপ্রথম সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করতে হবে যাতে আল্লাহ্‌র গুণ কীর্তন বর্ণনার পাশাপাশি তাঁর গুণবাচক নাম এবং বিশেষ অর্থবোধক বাক্যমালা স্থান পেয়েছে। এতে সর্ববিধ শিরক অস্বীকার করে তাওহীদের স্বীকৃতি রয়েছে। সিরাতে মুস্তাকীম তথা সরল প্রতিষ্ঠিত পথ প্রাপ্তির

লক্ষ্যে বিনয় ও নম্রভাব প্রকাশ করে আবেদন করা হয়েছে। মোটকথা, সালাতে সর্বদাএ সূরা (আল-ফাতিহা) পাঠ করা হয়। এ সূরায় আল্লাহ্‌র বিশেষ মাহাত্ম্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পাওয়ায় এ সূরার পাঠ আবশ্যিক করা হয়েছে। এও বলা হয়েছে যে, এ সূরা ব্যতীত সালাত (পূর্ণাঙ্গ) হয় না। এ সূরা পাঠের পর মুসল্লীকে এমর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ,সে যেন এ সূরার সাথে অন্য কোন সূরা কিংবা কুরআন মাজীদের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে নেয়। কেননা তাতে তার হিদায়াতের কোন না কোন দিক নির্দেশনা অবশ্যই থাকবে। হয়ত বা তাতে আল্লাহ্‌র তাওহীদ ও তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা স্থান পাবে অথবা আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, সৎকাজ ও অসৎকাজের পুরষ্কার ও শাস্তির বিষয় স্থান পাব অথবা বাস্তব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত কোন বিষয়ের আলোচনা থাকবে অথবা কোন শিক্ষণীয় বিষয় স্থান পাবে। মোদ্দাকথা, পাঠকের জন্য কোন না কোন নির্দেশনা অবশ্যই থাকবে। এ যেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হিদায়ত প্রাপ্তির দু'আর اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ তাৎক্ষণিক জবাব যা তার মুখ থেকে বেরুচ্ছে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা ফাতিহা পাঠের পর কোন না কোন সূরা অথবা আয়াত পাঠ করা হবে। সালাত যদি তিন অথবা চার রাক'আত বিশিষ্ট হয় তবে তৃতীয় ও চতুর্থ রাক'আতে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। কিন্তু এর সাথে অন্য কোন সূরা মিলানোর কোন প্রয়োজন নেই এ কেবল ফরয সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । সুন্নাত বা নফল সালাতের সকল রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা কিংবা আয়াত পাঠ করা জরুরী।

এ ভূমিকা পাঠের পর নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পাঠ করা যাক, যার মধ্যে কতিপয় হাদীসে সালাতে কিরা'আত সম্পর্কিত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাণী স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে চাইতে বড় কথা হল, সালাতে কিরা'আত পাঠের বিষয়ে তাঁর আমলের বর্ণনা স্থান পেয়েছে, কোন্ সালাতে তিনি কী পরিমাণ কিরা'আত পাঠ করতেন এবং কোন্ কোন্ সূরা তিনি বেশি বেশি পাঠ করতেন তাও স্থান পেয়েছে।

١١١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ صَلٰوةَ اِلاَّ بِقِرَاءَةٍ ، قَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ فَمَا اَعْلَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْلَنَّاهُ وَمَا اَخْفَاهُ اَخْفَيْنَاهُ لَكُمْ - رواه مسلم

১১১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিরা'আত ছাড়া সালাত আদায় হয় না। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সালাতে জোরে কিরা'আত পাঠ করেছেন, তোমাদের জন্য আমরা তা জোরে আদায় করি এবং যে সালাতে চুপিচুপি কিরা'আত পাঠ করেছেন আমরাও তোমাদের জন্য তা চুপিচুপি আদায় করি। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীসে সালাতে কোন নির্দিষ্ট সূরা পাঠের বিষয় উল্লিখিত হয়নি বরং সাধারণভাবে কিরা'আত পাঠকে সালাতের রুক্‌ন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব সালাতে এবং যে সব রাক'আতে জোরে কিরা'আত পাঠ করতেন, আমরাও সে সব সালাতে ও রাক'আতে জোরে কিরা'আত পাঠ করি এবং যেসব সালাতে ও রাক'আতে তিনি চুপিচুপি কিরা'আত পাঠ করতেন, আমরাও সেসব সালাতে ও রাক'আতে চুপিচুপি কিরা'আত পাঠ করি।

١١٢- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ - رواه البخارى ومسلم (وفى رواية لمسلم لَمِنْ لَمْ يَقْرَءُ بِأُمِّ القُرْآن فَصَاعِدًا)

১১২. হযরত উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না তার সালাত আদায় হয় না। (বুখারী ও মুসলিম)

তবে মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে কিছু পাঠ করে না তার সালাত আদায় হয় না।

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীস থেকে পরিষ্কার জানা গেল যে, সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ আবশ্যিক অঙ্গ। এরপর কুরআন মাজীদের অন্য কোন সূরা কিংবা আয়াত পাঠ করাও জরুরী। তবে এতে ব্যাপক স্বাধীনতা রয়েছে, কারণ যেখান থেকে ইচ্ছা তা পাঠ করা যেতে পারে।

সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের ব্যাপারে ইমামগণের অভিমত

বিশেষজ্ঞ আলিমগণের মধ্যে ইমাম শাফিঈ এবং আরো কতিপয় ইমাম এই হাদীস এবং অনুরূপ হাদীসের আলোকে মনে করেন যে, মুসল্লী একা হোক, কি ইমাম হোক কিংবা মুক্তাদী হোক, জোরে কিরা'আত সম্পন্ন সালাত হোক কি চুপিচুপি আদায়যোগ্য সালাত হোক সর্বাবস্থায় সূরা ফাতিহা পাঠ করা অত্যাবশ্যক।

ইমাম মালিক ও ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) এবং আরো কতিপয় আলিম আলোচ্য হাদীস এবং এ বিষয় সম্পর্কিত অন্যান্য হাদীস বিবেচনা করে মত

প্রকাশ করেন যে, মুসল্লী যদি মুক্তাদী হয় এবং সালাতের কিরা'আত যদি জোরে পাঠযোগ্য হয়, তবে ইমামের কিরা'আত মুক্তাদীর পক্ষে যথেষ্ট হবে। সুতরাং এমতাবস্থায় মুক্তাদীর কিরা'আত পাঠের প্রয়োজন নেই। অপরাপর অবস্থাসমূহে মুসল্লীর জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা জরুরী।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও এ অভিমতের প্রবক্তা। তবে তিনি আর একটু অগ্রসর হয়ে বলেন, নিঃশব্দ কিরা'আত সম্বলিত সালাতেও ইমামের কিরা'আত মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট। উল্লিখিত ইমামগণ যে সকল দলীলের ভিত্তিতে উপরিবর্ণিত অভিমত পোষণ করেন, তন্মধ্যে একটি হাদীস ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

١١٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا جُعِلَ الاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا - رواه أبوداؤد والنسائى وابن ماجة

১১৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম নিয়োগ করা হয় অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং ইমাম তাক্‌বীর বললে তোমরাও তাক্‌বীর বলবে। তবে ইমাম যখন কিরা'আত পাঠ করে তখন তোমরা নীরব থাকবে। (আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ ইমামের কিরা'আত পাঠের সময় মুক্তাদীর নীরবে কিরা'আত শুনার বিষয়টি সম্পর্কে যে নির্দেশন এসেছে হুবহু সে শব্দমালাসহ অন্যান্য কতিপয় সাহাবীও তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। যেমন, সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে এ বিষয়ে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম (র) তাঁর কোন এক ছাত্রের প্রশ্নের জবাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীসকে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই নির্দেশনার মূলে রয়েছে কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত–

وَاِذَا قُرِءَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ -

"যখন কুরআন পাঠ করা হয়ে তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শুনবে এবং নিশ্চুপ হয় থাকবে যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়"। (৭, সূরা আরাফঃ ২০৪) ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) শব্দহীন কিরা'আত সম্বলিত সালাতেও ইমামের কিরা'আত মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট বলে অভিমত পোষণ করেন। তার সপক্ষে বিশেষভাবে তিনি হযরত জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেন।

এই হাদীস ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম তাহাভী, দারু কুতনী প্রমুখ ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) থেকে সনদ সহ বর্ণনা করেছেন। মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ এর এক রিওয়ায়াতে নিম্নোক্ত শব্দ যোগে বর্ণিত হয়েছে

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الاِمَامِ فَاِنَّ قِرَأَةَ الاِمَامِ لَهُ قِرَأَةٌ

"জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে সালাত আদায় করে, ইমামের কিরা'আতই তার কিরা'আত।"

জ্ঞাতব্য ঃ ইমামের পেছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করা জরূরী কিনা এ বিষয়টি ঐ সব বিতর্কিত বিষয়ের অন্যতম। যাকে কেন্দ্র করে বর্তমান শতাব্দীতে উভয়পক্ষে শতাধিক পুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে কিন্তু সংখ্যক কতিপয় বিশেষজ্ঞ এর সুক্ষ্মাতিসূক্ষ বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ। কিন্তু মা'আরিফুল হাদীস যে সকল মানুষের উদ্দেশ্যে প্রণীত, তাতে এহেন মতভেদজনিত বিষয় কেবল অপ্রয়োজনীয় নয় বরং কোন কোন দিক থেকে ক্ষতিকরও বটে। এধরনের মতভেদজনিত মাসআলার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক প্রবীন ইমামের প্রতি সুধারণা পোষণ করা চাই, অন্তর থেকে তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা চাই এবং তাঁদের এভাবে মূল্যায়ন করা উচিত যে প্রত্যেকেই কুরআনও সুন্নাহ্ এবং সাহাবা কিরামের কর্মধারার উপর গভীর গবেষণা করার পর তাঁদের কাছে যা অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য মনে হয়েছে তাঁরা তা ভাল উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের কেউই মিথ্যাশ্রয়ী নন। তবে উম্মাতের ঐক্য ও সংহতি রক্ষাকল্পে মূর্খতা, প্রবৃত্তির দাসত্ব ও ফিতনার সয়লাবের এই যুগে কোন এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমল করা বাঞ্ছনীয়। মোটকথা মা'আরিফুল হাদীস গ্রন্থে তর্ক-সমালোচনা থেকে আত্মরক্ষার পথ বেছে নেয়া হয়েছে। আল্লাহ্র শোকর, পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও আস্থার সাথে অধম (গ্রন্থকার) এই অভিমত পেশ করছে যে, গোটা ভারত উপমহাদেশের গর্বের ধন ও মহান শিক্ষক হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্(র) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে মতভেদ জনিত মাসআলার যে ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান দিয়েছেন। বর্তমানে যুগে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে তাই আবার ঐক্যবদ্ধ করতে পারে।

ফজরের সালাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কিরা'আত

١١٤- عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ وَنَحْوِهَا وَكَانَتْ صَلٰوتُهُ بَعْدَ تَخْفِيْفًا - رواه مسلم

১১৪. হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে) বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ফজরের সালাতে সূরা কাফ কিংবা অনুরূপ সূরা পাঠ করতেন। পরে তাঁর সালাত সংক্ষিপ্ত হতো। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ ব্যাখ্যাকারগণ হাদীসের শেষ অংশের দু'টি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ১. ফজরের সালাত ব্যতীত তাঁর অপরাপর সালাত যথাক্রমে যুহর, আসর মাগরিব ও এশা সংক্ষিপ্ত ও হাল্কা হতো এবং ফজর ব্যতীত এসব সালাতে কম কিরা'আত পাঠ করতেন। ২. প্রাক ইসলামী যুগে যখন সাহাবীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল এবং নবী করীম ﷺ এর পেছনে বিশেষত প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণ জামা'আতে শরীক হতেন, তাই স্বভাবত তিনি সালাত দীর্ঘ করতেন। তারপর যখন মুসল্লী সংখ্যা বেড়ে গেল এবং তাদের মধ্যে দ্বিতীয় -তৃতীয় মর্যাদার মু'মিনগণ শরীক হতে লাগল তখন তিনি তুলনামূলকভাবে সালাত সংক্ষিপ্ত ও হাল্কা করতে লাগলেন। জামা'আতে মুসল্লী সংখ্যা ক্রমে বেড়ে যাওয়ার ফলে এই আশংকা দেখা দেয় যে, তাদের মধ্যে কতিপয় রোগী, দুর্বল, বয়োবৃদ্ধ হতে পারে, যাদের জন্য দীর্ঘ কিরা'আত খুব কষ্টকর। যদিও উভয় ব্যাখ্যাই বাস্তব ক্ষেত্রে সঠিক। তথাপি অধমের ধারণায় দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি সত্যের অধিক নিকটবর্তী।

١١٥- عَنْ عَمْرُو بْنِ حُرَيْثٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ - رواه مسلم

১১৫. আম্র ইব্ন হুরায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (স) কে ফজরের সালাতে সূরা "وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ" আত্ তাকবীর পাঠ করতে শুনেছেন। (মুসলিম)

١١٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ صَلَّى النَّارُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَتّٰى جَاءَ ذِكْرُ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ اَوْ ذِكْرُ عِيْسٰى اَخَذَتِ النَّبِىَّ ﷺ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ - رواه مسلم

১১৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সায়িব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কার আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করেন এবং (তাতে) সূরা। আল-মু'মিনূন পাঠ করেন। যখন মূসা ও হারূন (আ) অথবা ঈসা (আ) এর উল্লেখ সম্পর্কিত আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন। তখন নবী করীম ﷺ এর কাশিএলো, ফলে তিনি রুকূতে চলে যান। (মুসলিম)

١١٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ - رواه مسلم

১১৭. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একবার) ফজরের সালাতের দুই রাক'আতে যথাক্রমে সূরা আল কাফিরূন ও সূরা ইখ্লাস তিলাওয়াত করেন। (মুসলিম)

١١٨- عَنْ مَعَاذِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِىِّ قَالَ اِنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فِىْ الصُّبْحِ اِذَا زُلْزِلَةُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَهِمَا فَلاَ اَدْرِىْ اَنَسِىَ اَمْ قَرَأَ ذَالِكَ عَمَدًا - رواه أبو داؤد

১১৮. হযরত মু'আয ইব্ন আবদুল্লাহ্ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জুহাইনা গোত্রের জনৈক লোক তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ফজরের উভয় রাক'আতে সূরা যিলযাল পাঠ করতে শুনেছেন। তবে (তিনি আরো বলেন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভুলে এরূপ করেছিলেন না স্বেচ্ছায় এরূপ করেছিলেন তা আমি বলতে পারি না। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী দুই রাক'আতে পৃথক পৃথক দু'টি সূরা পাঠ করতেন। তাই যখন তিনি একবার উভয় রাক'আতে সূরা যিলযাল পাঠ করেন তখন সাহাবীর সন্দেহ হয় যে, তিনি ভুলে এরূপ করেছেন, না এরূপ করাও জায়িয আছে, একথা লোকদের অবহিত করার জন্য স্বেচ্ছায় এরূপ করেছেন।

١١٩- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِىْ رَكْعَتَىْ الْفَجْرِ قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَااُنْزِلَ اِلَيْنَا وَالَّتِىْ فِىْ اٰلِ عِمْرَانَ «قُلْ يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ» - رواه مسلم

১১৯. ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো কখনো ফজরের দুই রাক'আতে সূরা বাকারা قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ এবং সূরা আলে ইমরানে قُلْ يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى وَمَااُنْزِلَ اِلَيْنَا الخ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الخ পাঠ করতেন। (মুসলিম)

١٢٠- عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ اَقُوْدُ لِرَسُوْلِ للّٰهِ ﷺ نَاقَتَهُ فِىْ السَّفَرِ فَقَالَ لِىْ يَاعُقْبَةُ اَلاَ اُعَلِّمُكَ خَيْرًا سُوْرَتَيْنِ قُرِئَتَا فَعَلَّمَنِىْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - قَالَ فَلَمْ يَرَنِىْ سُرِرْتُ بِهِمَا جِدًّا فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلٰوةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ اِلْتَفَتَ اِلَىَّ قَالَ يَا عُقْبَةُ كَيْفَ رَأَيْتَ - رواه أحمد وأبوداؤد والنسائى

১২০. উক্বা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উটের লাগাম ধরে চলছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ হে উক্বা! আমি কি তোমাকে দু'টি উত্তম সূরা শিক্ষা দিব না, যা পাঠ করা হয়? তারপর তিনি আমাকে সূরা 'ফালাক' এবং সূরা 'নাস' শেখালেন। কিন্তু এতে আমি তেমন সন্তুষ্ট হয়েছি বলে তিনি মনে করলেন না। এরপর যখন তিনি ফজরের সালাত আদায়ের জন্য আসেন তখন এই দু'টি সূরা দ্বারা আমাদের সালাতের ইমামতি করেন। সালাত শেষে তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেনঃ হে উক্বা! কী দেখলে, কেমন মনে হলো? (আহ্মাদ, আবূ দাউদ ও নাসায়ী)

١٢١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِىْ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِاَلم تَنْزِيْل فِى الرَّكْعَةِ الاُوْلَى وَفِى الثَّانِيَةِ هَلْ اَتَى عَلَى الاِنْسَانِ - رواه البخارى ومسلم

১২১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর দিন ফজরের সালাতের প্রথম রাক'আতে সূরা আস-সাজ্দা এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা আদ-দাহ্র পাঠ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাতে যে সব কিরা'আত পাঠ করতেন সে ব্যাপারে উল্লিখিত হাদীসসমূহে যে সব বর্ণনা এসেছে এবং এছাড়াও হাদীস গ্রন্থসমূহে যে সকল রিওয়ায়াত পাওয়া যায় সে সবকে সামনে রাখলে মনে হয় যে, তিনি অন্যান্য সালাতের তুলনায় ফজরের সালাতে দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ করতেন। কিন্তু কখনো কখনো তিনি ফজরের সালাতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখ্লাস, আবার কখনো সূরা ফালাক ও নাস এর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূরাও পাঠ করতেন। এভাবে আলোচ্য হাদীসসমূহ থেকে এও জানা যায় যে, তিনি সাধারণত প্রত্যেক রাক'আতে পৃথক পৃথক সূরা পাঠ করতেন। কিন্তু কখনো কখনো এরূপ

হতো যে, কোন সূরা থেকে কয়েকটি আয়াত পাঠ করে নিতেন। এমনিভাবে কখনো এরূপও হতো যে, তিনি দুই রাক'আতে একই সূরা পাঠ করতেন।

জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে সূরা আস-সাজ্‌দা ও আদ-দাহর পাঠ করার হিক্‌মত বর্ণনা করে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (র) বলেছেন ঃ এ দুই সূরায় চমৎকারভাবে কিয়ামত, পুরস্কার ও শাস্তির বিবরণ বিধৃত হয়েছে। উল্লেখ্য, হাদীসের দ্বারাও একথা প্রমাণিত যে, কিয়ামত জুমু'আর দিন অনুষ্ঠিত হবে। সম্ভবতঃ এজন্যই তিনি জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে এ দুই সূরা পাঠ করা পসন্দ করতেন।

যুহর ও আসরের সালাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিরা'আত

١٢٢- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ فِىْ الْاُوْلَيَيْنِ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا وَيُطَوِّلُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلَى مَالاَ يُطِيْلُ فِىْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَهٰكَذَا فِى الْعَصْرِ وَهٰكَذَا فِى الصُّبْحِ - رواه البخارى ومسلم

১২২. হযরত আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও তার সাথে দু'টি সূরা এবং শেষ দুই রাক'আতে কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। কখনো কখনো আমরা আয়াত শুনতে পেতাম। যুহরের প্রথম রাক'আতে দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ করতেন। কিন্তু দ্বিতীয় রাক'আতের কিরা'আত (প্রথম রাক'আতের ন্যায়) দীর্ঘ হতো না। অনুরূপ তিনি আসর ও ফজরের সালাতেও করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো যুহরের শব্দহীন কির'আত সম্বলিত সালাতে এক আধ আয়াত এমনভাবে পাঠ করতেন যা পেছনের লোকেরা শুনতে পেত। কোন কোন ভাষ্যকার লিখেছেনঃ কখনো কখনো আল্লাহ্‌র প্রেমে ডুবে থাকার কারণে তাঁর এ অবস্থা হতো, আবার কখনো শিক্ষাদানের লক্ষ্যে স্বেচ্ছায় এরূপ করতেন। তাঁর উদ্দেশ্য থাকত, তিনি অমুক সূরা পাঠ করছেন তা অবহিত করা অথবা নিজ কাজের মাধ্যমে এ মাসআলা স্পষ্ট করে দেওয়া যে, শব্দহীন কিরা'আত সম্বলিত সালাতে এক আধ আয়াত এমন শব্দে পাঠ করা যায় পেছনের মুক্তাদী শুনতে পায় এবং এতে সালাতের কোন ক্ষতি হয় না।

١٢٣- عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ بِاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَفِى رِوَايَةٍ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى وَفِى الْعَصْرِ نَحْوَ ذَالِكَ وَفِى الصُّبْحِ اَطْوَلَ مِنْ ذَالِكَ - رواه مسلم

১২৩. হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের সালাতে সূরা আল-লায়ল পাঠ করতেন। অন্য বর্ণনা মতে সূরা আলা পাঠ করতেন। আসরের সালাতে অনুরূপ সূরা এবং ফজরের সালাতে তার চেয়েও দীর্ঘ সূরা পাঠ করতেন। (মুসলিম)

মাগরিবের সালাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কিরা'আত

١٢٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ بِحم الدُّخَانَ - رواه النسائى

১২৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের সালাতে সূরা আদ্-দুখান পাঠ করতেন। (নাসায়ী)

١٢٥- عَنْ جُبَيْرِبْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ - رواه البخارى ومسلم

১২৫. হযরত জুবাইর ইব্‌ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মাগরিবের সালাতে সূরা আত-তূর পাঠ করতে শুনেছি। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٦- عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسِلاَتِ عُرْفًا - رواه البخارى مسلم

১২৬. হযরত উম্মুল ফাযল বিনত হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মাগরিবের সালাতে সূরা মুরসালাত পাঠ করতে শুনেছি। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٧- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبِ بِسُوْرَةِ الاَعْرَافِ فَرَّقَهَا فِىْ رَكْعَتَيْنِ - رواه النسائى

১২৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাগরিবের সালাতের দুই রাক'আতে পুরো সূরা আ'রাফ ভাগ করে পাঠ করেন। (নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বোল্লিখিত চারটি হাদীসে মাগরিবের সালাতে যে সকল সূরার কিরা'আতের কথা বিধৃত হয়েছে, তার মধ্যে ক্ষুদ্রতম (قصار) কোন সূরা স্থান পায়নি। বরং তাতে দীর্ঘ (طوال) সূরাসমূহের কথা বর্ণিত হয়েছে। এমনকি হযরত আয়েশা (রা) এর হাদীসে সূরা আ'রাফের বর্ণনা এসেছে যা প্রায় সোয়া পারা স্থান জুড়ে আছে। মোটকথা এ চারটি হাদীস দ্বারা পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাগরিবের সালাতে দীর্ঘ দীর্ঘ সূরা পাঠ করেছেন। কিন্তু পরে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যাবে যে, তিনি বেশির ভাগ সময় মাগরিবের সালাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূরা পাঠ করতেন। তাই অধিকাংশ আলিমের মতে, উল্লিখিত চারটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক মাগরিবের সালাতে যে দীর্ঘ সূরা পাঠের বিষয় উদ্ধৃত হয়েছে তা ছিল মূলতঃ ঘটনাচক্রের ব্যাপার। তাঁর সাধারণ আমল অনুযায়ী তিনি মাগরিবের সালাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূরা পাঠ করতেন। যেমন হযরত উমার (রা) কর্তৃক হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর উদ্দেশ্যে লেখা চিঠি থেকে জানা যায়। ইনশাআল্লাহ একটু পরেই হযরত ফারূক-ই-আযম (রা) এর এ চিঠির বর্ণনা আসবে।

এশার সালাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কিরা'আত

١٢٨- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْعِشَاءِ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ، وَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ رواه البخارى ومسلم

১২৮. হযরত বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম ﷺ কে এশার সালাতে সূরা আত্-তীন পাঠ করতে শুনেছি। আমি কাউকে তাঁর চাইতে সুমধুর কণ্ঠে কিরা'আত পাঠ করতে শুনি নি (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বুখারী ও মুসলিমের কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত বারা ইব্ন আযির (রা) সূত্রে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা মূলতঃ সফরকালীন সময়ের। নবী করীম ﷺ এশার সালাতের কোন এক রাক'আতে সূরা আত্-তীন পাঠ করেছিলেন।

١٢٩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ يَاْتِىْ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتَى قَوْمَهُ فَاَمَّ هُمْ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ فَقَالُوْا لَهُ اَنَا فَقْتَ يَا فَلَانُ ؟ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ وَلاَتِيَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاُخْبِرَنَّهُ فَاَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا اَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَاِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتَى قَوْمَهُ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَامُعَاذُ اَفَتَّانٌ اَنْتَ ؟ اِقْرَأْ وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ، وَالضُّحٰى وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشَى ، وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى -رواه البخارى ومسلم

১২৯. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) নবী করীম ﷺ এর সাথে সালাত আদায় করতেন এবং নিজ গোত্রের লোকদের সালাতের ইমামতি করতেন। এক রাতে তিনি নবী করীম ﷺ এর সাথে এশার সালাত আদায় করেন। তারপর নিজ গোত্রের লোকদের কাছে আসেন এবং তাদের সালাতের ইমামতি করেন। এতে তিনি সূরা বাকারা পাঠ করা শুরু করেন। ফলে জনৈক ব্যক্তি সরে গিয়ে সালাম ফিরায় এবং একাকী সালাত আদায় করে চলে যায় (বিষয়টি অস্বাভাবিক ছিল, কেননা মুনাফিক ছাড়া কেউ জামা'আত ছাড়া সালাত আদায় করত না)। লোকেরা তাকে বলল, তুমি কি মুনাফিক হয়ে গেছ? সে বলল, না আল্লাহ্র শপথ! আমি মুনাফিক নই। আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট যাব এবং তাঁকে বিষয় জানাব। তারপর সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গেল এবং বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা দিনে উটের সাহায্যে পানি সেচের কাজ করি ও সারাদিন পরিশ্রম করি। (রাতে) মু'আয (রা) আপনার সাথে ইশার সালাত আদায় করে আসেন এবং (সালাতে ইমামতি করতে গিয়ে) সূরা বাকারা পাঠ করা শুরু করেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মু'আযের দিকে তাকান এবং বলেন, হে মু'আয! তুমি কি মানুষকে ফিতনায় ফেলতে চাও? তুমি (এশার সালাতে) সূরা শাম্স, আদ্-দুহা, আল-লায়ল ও সূরা আ'লা পাঠ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীস থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, হযরত মু'আয (রা) একবার মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর পেছনে মুক্তাদী হিসেবে এবং অন্যবার নিজ গোত্রের লোকদের ইমামতি করার মধ্য দিয়ে দুইবার এশার সালাত আদায় করতেন। কিন্তু অধিকাংশ আলিমদের মতে, তিনি একবার নফল হিসেবে সালাত আদায় করতেন। ইমাম শাফিঈ (রা) এর মতে, হযরত মু'আয (রা) মসজিদে নব্বীতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে মুক্তাদী হিসেবে যে সালাত আদায় করতেন তা ছিল মূলতঃ তার ফরয সালাত। আর নিজ গোত্রের লোকদের তিনি নফলের নিয়্যাতে সালাতে ইমামতি করতেন। এর ভিত্তিতে তিনি বলেন, নফল আদায়কারী ইমামের পেছনে ফরয সালাত আদায়ে কোন দোষ নেই। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মালিক (র)-এর মতে, নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়কারীর সালাত কোনভাবেই আদায় হবে না। হযরত মু'আয (রা) এর ঘটনা বর্ণনা করতে যেয়ে তাঁরা বলেন, তিনি ফরযের নিয়্যাতেই নিজ গোত্রের লোকদের সালাতের ইমামতি করতেন আর মসজিদে নব্বীতে জামা'আতের সময়ে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে উপস্থিত থাকায় তাঁর বিশেষ বরকত লাভের এবং শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে নফলের নিয়্যাতে তাঁর পেছনে সালাত আদায় করতেন। এ মাস'আলার উভয় পক্ষ থেকে চমৎকার আলোচনা পর্যালোচনা বিধৃত রয়েছে। ফাতহুল বারী, উমদাতুল কারী এবং ফাতহুল মুলহিমে এ বিষয়ে সবিস্তার বিবরণ দেখে নিতে পারেন।

এ হাদীস থেকে আলোচ্য বিষয়বস্তু ও শিরোনাম সম্পর্কিত যে, নির্দেশনা লাভ করা যায় তা হচ্ছে এই যে, মুক্তাদীর সালাতে কষ্ট হয় এমন দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ না করাই ইমামের কর্তব্য। বিশেষতঃ দুর্বল, অসুস্থ ও পেশাজীবী লোকদের প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত জরুরী।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বিভিন্ন সালাতে পঠিত কিরা'আত

(١٣٠) عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَحَدٍ اَشْبَهَ صَلٰوةً رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فُلَانٍ قَالَ سُلَيْمَانُ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَكَانَ يُطِيْلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْاُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِى الْعِشَاءِ بِوَسْطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِى الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ - رواه النسائ

১৩০. হযরত সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (সে সময়কার এক ইমাম সম্পর্কে) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাতের (এই ইমামের মত) আর কাউকে অনুরূপ সালাত আদায় করতে দেখিনি। সুলায়মান বলেন, আমিও তাঁর পেছনে সালাত আদায় করেছি। তিনি যুহরের প্রথম দুই রাক'আত দীর্ঘ এবং শেষ দুই রাক'আত সংক্ষেপ করতেন। আর তিনি আসরের সালাতকে সংক্ষেপ করতেন এবং মাগরিবের সালাতে কিসারে মুফাস্সাল, এশায় আওসাতে মুফাস্সাল এবং ফজরে তিওয়ালে মুফাস্সাল পাঠ করতেন। (নাসায়ী)

ব্যাখ্যাঃ "মুফাস্সাল"-কুরআন মাজীদের শেষ মনযিল তথা 'সূরা হুজুরাত' থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাসমূহকে মুফাস্সাল বলা হয়। এতে আবার তিনটি ভাগ রয়েছে। যথা– সূরা 'হুজুরাত' থেকে 'বুরূজ' পর্যন্ত সূরাসমূহকে তিওয়ালে মুফাস্সাল, সূরা 'বুরূজ' থেকে সূরা 'বায়্যিনাই' পর্যন্ত সূরাসমূহকে আওসাতে মুফাস্সাল এবং সূরা 'বায়্যিনাহ' থেকে সূরা 'নাস' পর্যন্ত সূরাসমূহকে কিসারে মুফাস্সাল বলা হয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে যে ব্যক্তির সালাতকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সালাতের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে তার নাম অজ্ঞাত। বর্ণনাটি এরূপ-রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সালাতের সাথে তাঁর সালাতের রয়েছে অপূর্ব মিল এবং তাঁর সালাতের সাথে তুলনীয় হতে পারে এমন কোন ব্যক্তির পেছনে আমি আর কখনো সালাত আদায় করিনি।

হযরত আবূ হুরায়রা ও সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার কেউই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন নি। কিন্তু ভাষ্যকারগণ অনুমান করে উক্ত ব্যক্তির নাম চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু তারা গ্রহণযোগ্য কোন তথ্য উপহার দিতে পারেন নি। হাদীসের বিষয়বস্তু যেহেতু পরিষ্কার তাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম অজ্ঞাত থাকায় আসল উদ্দেশ্য যেমন ব্যাহত হবে না। তেমনি এই মাস'আলার উপর কোন প্রভাবও পড়বে না।

হযরত সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সালাতের যে সবিস্তার বিবরণ দিয়েছেন সে মতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (রা) অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির আমলের যে বিবরণ পেশ করেছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বিভিন্ন সালাতের কিরা'আত ঠিক ঐরূই ছিল। অর্থাৎ যুহরে দীর্ঘ ও আসরে হাল্কা কিরা'আত, মাগরিবে কিসারে মুফাস্সাল, এশায় আওসাতে মুফাসস্াল এবং ফজরে তিওয়ালে মুফাস্সাল পাঠ করতেন।

হযরত উমার (রা)-এ পর্যায়ে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর উদ্দেশ্য যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তাতেও বিভিন্ন সময়ের সালাতের কিরা'আত সম্পর্কে একই নির্দেশনা প্রকাশ পেয়েছে। মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক গ্রন্থে নিম্নবর্ণিত শব্দযোগে হযরত উমর (রা)-এর পত্রের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে ঃ

كَتَبَ عُمَرُ اِلَى اَبِىْ مُوْسٰى اَنِ اقْرَأْ فِى الْمَغْرِبِ ..... بِطِوَالَ الْمُفَصَّلِ

হযরত উমর (রা), হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর উদ্দেশ্য একপত্রে লেখেন, "তুমি মাগরিবের সালাতে কিসারে মুফাস্সাল, এশায় আওসাতে মুফাস্সাল এবং ফজরে তিওয়ালে মুফাস্সাল পাঠ করবে।"

ইমাম তিরমিযী (র) এই পত্রের বরাত দিয়ে যুহরে আওসাতে মুফাস্সাল পাঠ করার বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। (তিরমিযীর যুহর ও আসরের কিরা'আত অনুচ্ছেদ)

হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী এবং আমল অনুধাবন করেই আবূ মূসা আশ'আরীর কাছে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। এই পত্রের উপর ভিত্তি করে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ ইমাম বিভিন্ন সময়ের সালাতে হযরত উমর (রা)-এর পত্রকে দিক নির্দেশনারূপে স্বীকৃতি দিয়ে তা কার্যে পরিণত করাকে সর্বোৎকৃষ্ট আমল বলে অভিহিত করেছেন।

জুমু'আ ও দুই ঈদের সালাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিরা'আত

١٣١- عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ اَبَاهُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ وَخَرَجَ اِلَى مَكَّةَفَصَلَّى لَنَا اَبُوْهُرَيْرَيْةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ فِى السَّجْدَةِ الْاُوْلَى وَفِى الْاٰخِرَةِ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ - رواه مسلم

১৩১. হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান আবূ হুরায়রা (রা) কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে মক্কায় চলে যান। সে মতে আবূ হুরায়রা (রা) আমাদের নিয়ে জুমু'আর সালাত আদায় করেন। তিনি প্রথম রাক'আতে সূরা জুমু'আ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা মুনাফিকূন পাঠ করেন। তারপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জুমু'আর দিন এ সূরা দু'টি পাঠ করতে শুনেছি। (মুসলিম)

١٣٢- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْعِيْدَيْنِ وَفِى الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ، قَالَ وَاِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةُ فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأَبِهِمَا فِى الصَّلَوتَيْنِ - رواه مسلم

১৩২. হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় ঈদের ও জুমু'আর সালাতে সূরা গাশিয়া ও সূরা আ'লা পাঠ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, ঈদ ও জুমু'আ একই দিনে একত্র হলে উক্ত সূরা দু'টি তিনি উভয় সালাতে পাঠ করতেন। (মুসলিম)

١٣٣- عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ اَبَا وَاقِدِ اللَّيْثِىِّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا ق وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ - رواه مسلم

১৩৩. হযরত উবায়দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) আবূ ওয়াকিদ লায়সীকে জিজ্ঞেস করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে কোন সূরা পাঠ করতেন। তিনি বলেন, তিনি উভয় ঈদের সালাতে সূরা কাফ ও সূরা কামার পাঠ করতেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দুই রাক'আত সালাতে সূরা জুমু'আ ও সূরা মুনাফিকূন অথবা সূরা আ'লা ও সূরা গাশিয়া পাঠ করতেন। উভয় ঈদের সালাতে তিনি সূরা আলা ও সূরা গাশিয়া পাঠ করতেন অথবা কখনো কখনো সূরা কাফ ও সূরা কামার পাঠ করতেন।

১. কোন কোন ভাষ্যকার লিখেছেন, হযরত উমর (রা)-এর এই জিজ্ঞাসা তাঁর অজানার কারণে বা ভুলে যাওয়ার কারণে ছিল না, কেননা তাঁর সম্পর্কে একথা চিন্তা করা যায় না। তার প্রশ্নের কারণ হয়ত হযরত আবূ ওয়াকিদ লায়সীর ইল্ম ও স্মরণ শক্তি সম্পর্কে অবগত হওয়া অথবা তাঁর মুখ থেকে অপরকে শুনানো অথবা নিজ জানা বিষয় সত্যায়িত করা। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং জুমু'আ ও দুই ঈদের সালাতের কিরা'আত সম্পর্কীয় এ পর্যন্ত যেসব হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তার আলোকে পাঠক নিশ্চয়ই নিম্নোক্ত দু'টি বিষয় অনুধাবন করেছেন।

১. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাধারণ আমল ছিল এরূপ যে, তিনি ফজরে তিওয়ালে মুফাস্সাল কিরা'আত পাঠ করতেন, যুহরে কিছু নাতিদীর্ঘ কিরা'আত পাঠ করতেন, আসরে সংক্ষিপ্ত হাল্কা কিরা'আত পাঠ করতেন, মাগরিবেও অনুরূপ হাল্কা কিরা'আত পাঠ করতেন এবং এশার সালাতে আওসাতে মুফাস্সাল কিরা'আত পাঠ পসন্দ করতেন। তবে কখনো কখনো ব্যতিক্রমও হতো।

২. কোন সালাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিশেষ কোন সূরা পাঠের নির্দেশ দেননি এবং নিজে কার্যত এরূপ করেনও নি। তবে হ্যাঁ, কোন কোন সালাতে বিশেষ বিশেষ সূরা পাঠের বিষয়টি তাঁর থেকে প্রমাণিত।

হযরত শাহওয়ালী উল্লাহ্ (র) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায়' বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন কোন সালাতে বিশেষ গুরুত্ব ও উপকারিতা লক্ষ্য করে বিশেষ সূরা পাঠ করা পসন্দ করতেন। কিন্তু না তিনি অকাট্যভাবে নির্দিষ্ট করে গেছেন আর না অন্যকে তা করার তাগিদ দিয়েছেন। সুতরাং সালাতে যদি কেউ তাঁর অনুসরণ করে, তবে তা উত্তম, আর কেউ যদি তা না করে তবে তাতে কোন দোষ নেই।" (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ঃ দ্বিতীয় পর্ব)

সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে 'আমীন' বলা

সূরা ফাতিহা পাঠ করা প্রত্যেকে সালাতের প্রত্যেক রাক্'আতের ক্ষেত্রেই জরুরী। কেননা তার প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহ্র পশংসা ও গুণকীর্তন, চতুর্থ আয়াতে তাওহীদের স্বীকারোক্তি ও দু'আ এবং তার পরবর্তী তিন আয়াতে আল্লাহ্র কাছে সৎপথে প্রাপ্তির আবেদন করে সূরা সমাপ্ত হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই সূরা পাঠ সমাপনান্তে 'আমীন' পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি যখন কেউ ইমামের পেছনে সালাত আদায় করে এবং ইমাম সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে 'আমীন' বলেন তখন মুক্তাদীকেও তার সাথে 'আমীন' বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসল্লীদের 'আমীন' বলার সাথে সাথে ফিরিশ্তারাও 'আমীন' বলে থাকেন।

١٣٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمَّنَ الاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَاْمِيْنُهُ تَاْمِيْنَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - رواه البخارى ومسلم

১৩৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইমাম যখন 'আমীন' বলবে তোমরাও তখন 'আমীন' বলবে।

কেননা যে ব্যক্তি ফিরিশতাদের 'আমীন' বলার সাথে একই সময় 'আমীন' বলবে, তার পূর্ববর্তী পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কারো 'আমীন' বলা ফিরিশ্তাদের আমীনের অনুরূপ হওয়ার ভাষ্যকারগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এর মধ্যে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে আমীন ফিরিশ্তাদের সাথেই বলতে হবে, আগেও নয় পরেও নয়। আর ফিরিশতাদের আমীন বলার সময় হচ্ছে তখনই যখন ইমাম আমীন বলেন। উপরিউক্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাণীর সারমর্ম হচ্ছে এই যে, ইমাম যখন সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে 'আমীন' বলেন, তখন মুক্তাদীদেরও তাঁর সাথে 'আমীন' বলা উচিত। কেননা আল্লাহর ফিরিশতাগণও ঐ সময় 'আমীন' বলে থাকেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, মুক্তাদী যখন ফিরিশতাদের সাথে 'আমীন' বলে, তখন আল্লাহ্ তাদের পূর্ববর্তীকৃত পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন।

١٣٥- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّيْتُمْ فَاَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمُّكُمْ اَحَدُكُمْ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ - يُجِبْكُمُ اللّٰهُ - رواه مسلم

১৩৫. হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যখন সালাতে দাঁড়াবে তখন (প্রথমেই) কাতার সোজা করে নিবে। এরপর তোমাদের কেউ যেন সালাতের ইমামতি করে। যখন সে তাক্বীর বলে তখন তোমরাও তাক্বীর বলবে এবং যখন সে 'গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন' বলে তখন তোমরা আমীন (কবুল করুন) বলবে। আল্লাহ্ তোমাদের দু'আ কবূল করে নিবেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ 'আমীন' মূলতঃ দু'আ কবূলের আবেদনপত্র এবং বান্দার পক্ষ থেকে এই স্বীকারোক্তি একথা বলার অধিকার আমার নেই যে, আল্লাহ্ আমার দু'আ কবূল করবেনই, তাই যাঞ্চনাকারীর ন্যায় আবেদন করতে হবে– হে আল্লাহ্! তুমি তোমার অনুগ্রহ দ্বারা আমার চাহিদা মেটাও এবং আমার দু'আ কবূল কর। তাই 'আমীন' শব্দটি সংক্ষিপ্ত হলেও আল্লাহ্র অনুগ্রহপ্রাপ্তির একটি স্বতন্ত্র দু'আও বটে। সুনানে আবূ দাউদে আবূ যুহায়র নুমায়রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা একবার রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে বের হলাম এবং এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌছলাম যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট কাতর প্রার্থনা করছিল। এ

সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদি সে মোহর লাগায়, তবে সে নিজের জন্য জান্নাত অবধারিত করে নিল। লোকদের মধ্যকার এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, কিসের দ্বারা সে মোহর লাগবে? তিনি বললেন ঃ 'আমীন' দ্বারা।"

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, দু'আ শেষে আমীন বললে দু'আ কবূলের আশা করা যেতে পারে।

'আমীন' কি সশব্দে না নিঃশব্দে পাঠ করতে হবে

সালাতে 'আমীন' সশব্দে পাঠ করা হবে না নিঃশব্দে এ বিষয়টি অযাচিতভাবে বিতর্কিত হয়ে উঠেছে। অথচ সালাতে সশব্দে ও নিঃশব্দে 'আমীন' বলার বিষয়টি যে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কোন আলিম ব্যক্তির পক্ষে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। একইভাবে একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সশব্দে ও নিঃশব্দে 'আমীন' পাঠকারীর মধ্যে সাহাবী ও তাবিঈ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এটাই স্পষ্ট প্রমাণ যে এ দু'টি ধারাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে প্রমাণিত এবং তাঁর জীবদ্দশায় উভয় পদ্ধতি কার্যকর ছিল। একথা অসম্ভব যে, তিনি তাঁর জীবদ্দশায় 'আমীন' সশব্দে পাঠ করেন নি অথচ তাঁর ইন্তিকালের পর সাহাবা কিরাম সশব্দে 'আমীন' বলা শুরু করে দেন। একইভাবে এটাও অসম্ভব যে, তাঁর জীবদ্দশায় কখনো তাঁর সম্মুখে কেউ কার্যত নিঃশব্দে 'আমীন' বলেনি অথচ তাঁর ইন্তিকালের পর সাহাবা কিরাম নিঃশব্দে 'আমীন' পাঠ শুরু করে দেন। মোদ্দাকথা, সাহাবী ও তাবিঈগনের মধ্যে উভয়বিধ আমল কার্যকর থাকাই প্রমাণ করে সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে উভয়বিধ আমল কার্যকর ছিল।

পরবর্তী যুগের কিছু সংখ্যক প্রাজ্ঞ আলিম নিজ গবেষণার আলোকে মনে করেছেন যে, আমীন মূলতঃ সশব্দে পাঠ করতে হবে এবং নবী যুগে এর উপরই বেশির ভাগ আমল করা হতো। যদিও কখনো কখনো ব্যতিক্রম ও পরিলক্ষিত হতো। তাই তারা সশব্দে আমীন পাঠ করা উত্তম এবং নিঃশব্দে পাঠ করা জায়িয বলেছেন। এর বিপরীত অন্য একদল মুজতাহিদ ইমাম নিজ নিজ গবেষণা অনুযায়ী মনে করেছেন যে, 'আমীন' যেহেতু কুরআনের শব্দ নয়, তাই তা নিঃশব্দে পাঠ করাই বাঞ্ছনীয় এবং নবী যুগেও সাধারণভাবে নিঃশব্দেই পাঠ করা হতো, যদিও কখনো কখনো সশব্দ পাঠ করা হতো। মোদ্দাকথা, এই ইমামগণের গবেষণা ও বিশ্লেষণের দাবি হল নিঃশব্দে পাঠ করা উত্তম এবং সশব্দ পাঠ করা জায়িয। বলাবাহুল্য ইমামদের মতবিরোধ মূলতঃ উত্তম হওয়ার বিষয় নিয়ে আবর্তিত। উভয় প্রকার পাঠ জায়িয হওয়ার বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। এ বিষয়ে আমাদের পূর্ববর্তী আলিমগণ গবেষণা ও বিশ্লেষণের আলোকে যা বিশুদ্ধ মনে

করেছেন, তাই গ্রহণ করেছেন আল্লাহ্ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং আমাদের সবাইকে সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বনের তাওফীক দিন।

রাফি ইয়াদাঈন (সালাতে হাত উত্তোলন)

'রাফি ইয়াদাইন' (সালাতে তাক্বীরে উলার সময় হাত উত্তোলন ছাড়াও হাত উত্তোলন) বিষয়ক মাসআলা ও পূর্বোক্ত মাসআলার অনুরূপ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাক্বীরে তাহ্রীমা ব্যতীত রুকূতে যাবার সময়, রুকূ থেকে উঠার সময় বরং সিজ্দা থেকে উঠার সময় এবং তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়ানোর সময় যে রাফি ইয়াদাইন করতেন এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। যেমন, এ বিষয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর, ওয়ায়িল ইব্ন হুজ্র এবং আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) ও অন্যান্য সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অনরূপভাবে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কেবল তাক্বীরে তাহ্রীমার সময় হাত উত্তোলন করতেন, পুরো সালাতে আর কখনো হাত উত্তোলন করতেন না। যেমন, এ বিষয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ, রাবা ইব্ন আযিব (রা) প্রমুখ সাহাবা সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একইভাবে সাহাবা কিরাম একটি বিরাট জনগোষ্ঠির মধ্যে উভয়বিধ আমল পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং মুজতাহিদ আলিমগণের মধ্যে কেবল উত্তম ও অগ্রাধিকার নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে উভয়বিধ পদ্ধতি জায়িয ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।

١٣٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ اِذَا فَتَحَ الصَّلٰوةَ وَاِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذٰلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَالِكَ فِى وَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَالِكَ فِى السُّجُوْدِ - رواه البخارى ومسلم

১৩৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত শুরু করতেন তখন দুই হাত উভয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। তারপর যখন রুকূর জন্য তাক্বীর বলতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন তখনও একইভাবে দুই হাত উঠাতেন এবং বলতেন। 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদা' তবে সিজ্দায় যাবার সময় এরূপ করতেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ- হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসে তাক্বীরে তাহ্রীমা ছাড়াও রুকূতে যাবার সময় ও উঠার সময় রাফি ইয়াদাইনের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে এবং একই সাথে সিজ্দায় রাফি ইয়াদাইন না করার বিষয় স্পষ্ট

উল্লেখ রয়েছে। তাঁরই অপর এক বর্ণনায় তৃতীয় রাক'আতের জন্য উঠার সময় রাফি ইয়াদাঈনের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে এবং এ রিওয়ায়াত সহীহ্ বুখারীতে স্থান পেয়েছে।

মালিক ইব্ন হুয়াইরিস এবং ওয়ায়িল ইব্ন হুজ্র (রা) বর্ণিত হাদীসসমূহেও (যা ইমাম নাসায়ী ও আবূ দাঊদ (র) বর্ণনা করেছেন) সিজ্দার সময় রাফি' ইয়াদাঈনের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে যা হযরত ইব্ন উমর (রা) বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীসে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে।

ঘটনা হচ্ছে এরূপ উপরে যেসব বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা মূলতঃ সবই বিশুদ্ধ। মালিক ইব্ন হুয়াইরিস এবং ওয়ায়িল ইব্ন হুজ্র (রা) এর বর্ণনার আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিজ্দায় যাবার সময় এবং সিজ্দা থেকে উঠার সময় রাফি ইয়াদাঈন করতেন। কিন্তু হযরত ইব্ন উমর (রা) এর বর্ণনায় আছে যে, তিনি সিজ্দায় রাফি ইয়াদাইন করতেন না। উভয় বর্ণনার মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, কখনো কখনো তিনি যে আমল করেছেন তা মালিক ইব্ন হুয়াইরিস ও ওয়ায়িল ইব্ন হুজ্র (রা) প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু ইব্ন উমর (রা) এই ঘটনা দেখেন নি। তাই তিনি নিজ জ্ঞান মতে জানিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিজ্দায় রাফি ইয়াদাঈন করতেন না। তবে এ যদি তার সব সময়ের অথবা বেশির ভাগ সময়ের আমল হতো, তবে তা ইব্ন উমর (রা) এর মত সাহাবী তা জানবেন না, তা অসম্ভব ব্যাপার।

١٣٧- عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَلاَ اُصَلِّىْ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلاَّ فِىْ اَوَّلِ مَرَّةٍ - رواه الترمذى وأبوداؤد والنسائى

১৩৭. হযরত আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন মাসঊদ (রা) আমাদের বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর ন্যায় সালাত আদায় করে দেখাব না? সে মতে তিনি সালাত আদায় করলেন, কিন্তু প্রথমবার (তাক্বীরে তাহ্রীমার সময়) ছাড়া আর কোথাও রাফি ইয়াদাইন করেন নি। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসাঈ)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রবীণ ও সম্মানিত সাহাবীদের অন্যতম, যিনি তাঁর নির্দেশন অনুযায়ী প্রথম কাতারে তাঁর নিকটে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের শেখানোর লক্ষ্যে

অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ন্যায় সালাত আদায় করে দেখান। উল্লেখ্য, তার এ সালাতে তাক্বীরে তাহ্রীমা ব্যতীত কোন পর্যায়ে রাফি ইয়াদাইন ছিল না।

হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, হযরত ইব্ন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসে যে রুকূতে যাবার সময় ও উঠার সময় রাফি ইয়াদাইনের উল্লেখ রয়েছে তাও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সব সময়ের অথবা বেশির ভাগ সময়ের আমল ছিলনা। যদি ব্যাপারটি এরূই হতো, তবে ইব্ন মাসঊদ (রা) যিনি প্রথম সারিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন, তিনি নিশ্চয়ই তা জানতেন এবং শিক্ষাদান কালে রাফি ইয়াদাইন আদৌ বর্জন করতেন না। উল্লিখিত হাদীসমূহ সামনে রেখে প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মাত্র এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সালাতে কখনো রাফি ইয়াদাইন করতেন আবার কখনো করতেন না। অর্থাৎ ব্যাপারটি এরূপ হতো যে, কখনো তিনি তাঁর পুরো সালাতে কেবল তাক্বীরে তাহ্রীমা ব্যতীত অন্য কোন সময় হাত উঠাতেন না। আবার কখনো তাক্বীরে তাহ্রীমা ছাড়াও রুকূতে যাবার সময় এবং উঠার সময় রাফি ইয়াদাইন করতেন আবার কদাচিৎ সিজ্দায় যাবার সময় আবার কখনো সিজ্দা থেকে উঠার পর রাফি ইয়াদাইন করতেন। হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) দীর্ঘদিন তা প্রত্যক্ষ করে মনে করেছিলেন যে মূলতঃ তাক্বীরে তাহ্রীমা ব্যতীত সালাতে রাফি ইয়াদাইন নেই। পক্ষান্তরে হযরত ইব্ন উমর (রা) সহ বিপুল সংখ্যক সাহাবী মনে করেছিলেন যে, সালাতের মূলে রাফি ইয়াদাইন রয়েছে। বলাবাহুল্য চিন্তা-গবেষণার পথ পরিক্রমায় তাবিঈদের মধ্যেই এ দ্বিমত থেকে যায়।

ইমাম তিরমিযী (র) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বর্ণিত হাদীস সনদসহ বর্ণনা করার পর ঐ সকল সাহাবী আমল উল্লেখ করেছেন যাঁদের সূত্রে রাফি ইয়াদাইন সম্বলিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন-"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু সংখ্যক সাহাবী যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর, জাবির, আবূ হুরায়রা, আনাস (রা) প্রমুখ রাফি ইয়াদাইনের বিষয়টি গ্রহণ করেছেন। একইভাবে তাবিঈ এবং তাঁদের পরবর্তী একদল ইমাম এ অভিমত পোষণ করেন।

রাফি ইয়াদাইন বর্জনের পক্ষে হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করার পর এ বিষয়ের উপর বারা ইব্ন আযিবের বরাতে অন্য একটি হাদীস বর্ণনা করে ইমাম তিরমিযী (র) লিখেছেন ঃ

"বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবী রাফি ইয়াদাইন বর্জনের পক্ষে অভিমত দিয়েছেন। একইভাবে তাবিঈ ও তাঁদের পরবর্তী ইমামগণও এ মত পোষণ করেন"।

মোদ্দাকথা, 'আমীন' সশব্দে ও নিঃশব্দে পাঠ করার ন্যায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ থেকে রাফি ইয়াদাইন করার এবং না করার উভয়বিধ বিবরণ রয়েছে। সাহাবা কিরামের মধ্যে প্রাধান্য দানের এবং গ্রহণের ব্যাপারে এ জন্য দ্বিমতের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের কিছু সংখ্যক নিজ গবেষণা ও অভিজ্ঞতার আলোকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমল পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা ব্যতীত সালাতে মূলতঃ রাফি ইয়াদাইন নেই; তবে তা কখনও ঘটনাচক্রে করেছেন। সাহাবীদের মধ্যে ইব্‌ন মাসঊদ (রা) পরবর্তীদের মধ্যে ইমাম আযম আবূ হানীফা, সুফিয়ান সাওরী (র) প্রমুখ এই অভিমত গ্রহণ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ও হযরত জাবির (রা) সহ অপরাপর সাহাবাগণ সম্পূর্ণ বিপরীত অভিমত পোষণ করেন। পরবর্তীদের মতে ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ (র) সহ অপরাপর মনীষীবৃন্দ এই অভিমতের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। উভয়বিধ অভিমতের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে কেবল ফযীলতের ব্যাপারে। রাফি ইয়াদাইন অবলম্বন এবং বর্জন জায়িয হওয়ার বিষয়ে উভয়পক্ষ ঐকমত্য পোষণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বাড়াবাড়ি ও বে-ইনসাফি থেকে হিফাযত করুন এবং সত্যাশ্রয়ী হওয়ার তাওফীক দিন।

রুকূ ও সিজ্‌দা

সালাত কি? এর জবাবে বলা যায় যে, আন্তরিকতার সাথে কথা ও কাজের এক বিশেষ পদ্ধতিতে নিজ দাসত্ব ও বিনয় প্রকাশ করে অসীম ক্ষমতা ও মাহাত্ম্যের অধিকারী আল্লাহ্‌র সামনে পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা। এটাই হচ্ছে সালাতে দাঁড়ানো বৈঠক রুকূ ও সিজ্‌দা এবং তাতে যা কিছু পাঠ করা হয়, সবকিছুর মূল বিষয়। তবে দাসত্ব ও বিনয়ের সর্বাধিক প্রকাশ ঘটে সালাতের রুকূ-সিজ্‌দায় মাথা উঁচু করে রাখা, অহঙ্কার বা নিজের বড়ত্ব প্রদর্শনের লক্ষণ। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে মাথা অবনমিত করাও ঝুঁকিয়ে দেওয়া, বিনয়-নম্রতা প্রকাশের লক্ষণ । রুকূর ন্যায় মাথা অবনমিত করা এবং গভীর শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করা কেবল মহান স্রষ্টা ও সর্বময় ক্ষমতার আধার আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। আর সিজ্‌দা হচ্ছে বিনয় প্রকাশের সর্বশেষ সোপান। সিজ্‌দার মাধ্যমে বান্দাহ্ তার দেহের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ মাটিতে রাখে। এদিক থেকে রুকূ ও সিজ্‌দা সালাতের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ রুকূন। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূ ও সিজ্‌দা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে

বিশুদ্ধ পন্থায় আদায় করার ব্যাপারে সবিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। এবং এগুলোতে আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর পবিত্রতা ও গুণগান ঘোষণার ব্যাপারে বাণী প্রদান করেছেন এবং কার্যত তা করেও দেখিয়েছেন। এ ভূমিকার পর এ পর্যায়ে কিছু সংখ্যক হাদীস করা যেতে পারে।

ভালভাবে রুকূ ও সিজ্‌দা আদায় করার গুরুত্ব

(١٣٨) عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُجْزِءُ صَلٰوةُ الرَّجُلِ حَتّٰى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ - رواه أبوداؤد والترمزى والنسائى وابن ماجة والدارمى

১৩৮. হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসল্লীর সালাত ততক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরি আদায় হয় না যতক্ষণে পর্যন্ত রুকূ ও সিজ্‌দার পিঠ সোজা না রাখে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী নাসায়ী, ইব্‌ন মাজাহ্ ও দারেমী)

١٣٩- عَنْ طَلَقِ بْنِ عَلِىٍّ الْحَنَفِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلٰى صَلٰوةِ عَبْدٍلاَ يُقِيْمُ فِيْهَا صُلْبَهُ بَيْنَ خُشُوْعِهَا وَسُجُوْدِهَا- رواه أحمد

১৩৯. হযরত তাল্‌ক ইবন আলী হানিফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সালাতের রুকূ ও সিজ্‌দায় পিঠ সোজা রাখে না। আল্লাহ্ তা'আলা তার সালাতের প্রতি সুদৃষ্টি দেন না। (আহ্‌মাদ)

ব্যাখ্যা ঃ- মুসল্লীর সালাতের প্রতি আল্লাহ্‌র দৃষ্টি না দেওয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, এ ধরনের সালাত তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। নতুবা আসমান-যমীনে এখন কোন বস্তু নেই যা তার দৃষ্টি সীমার অগোচরে রয়েছে। উপরিউক্ত হাদীস দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যথা নিয়মে রুকূ ও সিজ্‌দা আদায় করে না তার সালাত গ্রহণ করা হবে না- এটাই হচ্ছে উভয় হাদীসের মূল দিক নির্দেশনা।

١٤٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِعْتَدِلُوْا فِى السُّجُوْدِ وَلاَ يَبْسُطْ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ اِنْبِسَاطَ الْكَلْبِ - رواه البخارى ومسلم

১৪০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সিজ্‌দার সময় অংগ প্রত্যঙ্গসমূহ সঠিক রাখবে কুকুরের ন্যায়ে দুই হাত বিছিয়ে দিবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সঠিকভাবে সিজ্‌দা করার অর্থ হচ্ছে, ধীরস্থিরভাবে প্রশান্ত মনে সিজ্‌দা করা এবং মাথা যমীনে রেখে তাৎক্ষণিকভাবে যেন তা উঠিয়ে নেয়া না হয়। কিছু সংখ্যক ব্যাখ্যাকার সঠিকভাবে সিজ্‌দা করার মর্ম এই বুঝেছেন যে, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনভাবে রাখা চাই যেভাবে তা রাখা উচিত। এই হাদীসের দ্বিতীয় দিক নির্দেশনা হচ্ছে সিজ্‌দার সময় কনুই দু'টি খাড়া করে রাখা। এ পর্যায়ে তিনি এ জন্য কুকুরের উপমা দিয়েছেন যাতে এরূপ বৈঠকের কদর্য রূপ শ্রোতাগণ সহজে বুঝে নিতে পারে।

١٤١- عَنِ الْبَرَاءِبْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدْتَّ فَضَعْ وَارْفَعْ كَفَّيْكَ مِرْفَقَيْكَ -رواه مسلم

১৪১. হযরত বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তুমি যখন সিজ্‌দা করবে, তখন তোমার দুই হাতের তালু যমীনে রাখবে এবং দুই কনুই যমীন থেকে উঠিয়ে রাখবে। (মুসলিম)

١٤٢- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَبْدُوَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ - رواه البخارى ومسلم

১৪২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ যখন সিজ্‌দা আদায় করতেন, তখন তাঁর উভয় হাত পাঁজর থেকে এতখানি পৃথক রাখতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পেত। (বুখারী ও মুসলিম)

١٤٣- عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَاِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ - رواه أبوداؤد

১৪৩. হযরত ওয়ায়িল ইব্‌ন হুজ্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দেখেছি– তিনি যখন সিজ্‌দা করতেন তখন হাতের তালু যমীনে রাখার পূর্বে হাঁটু রাখতেন এবং যখন সিজদা থেকে উঠতেন তখন হাঁটুর পূর্বে হাত উঠাতেন। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাহ)

١٤٤- عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَاَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ - رواه البخارى ومسلم

১৪৪. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি সাতটি অঙ্গ দিয়ে সিজ্‌দা করতে আদিষ্ট হয়েছি। আর তা হচ্ছে কপাল, দুই হাত, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের অগ্রভাগ, আর কাপড় ও চুল যেন না সামলাই । (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে যে সাতটি অঙ্গের উল্লেখ রয়েছে তা সিজ্‌দার অঙ্গ বলে খ্যাত। সিজ্‌দায় এসব অঙ্গ যমীনে লাগানো চাই। কিছু সংখ্যক লোক সিজ্‌দায় যেয়ে নিজ কাপড় ও চুল যাতে ধূলি মলিন না হয় সেজন্য চেষ্টা করে। একাজ সিজ্‌দার উদ্দেশ্য ও প্রাণ বিরোধী। তাই হাদীসে এ বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে।

রুকূ ও সিজ্‌দায় কী পাঠ করবে?

١٤٥- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اجْعَلُوْهَا فِىْ رُكُوْعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اجْعَلُوْهَا فِىْ سُجُوْدِكُمْ - رواه أبو داؤد وابن ماجة والدارمى

১৪৫. হযরত উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'ফা সাব্বিহ্ বিস্‌মি রাব্বিকাল আযীম' আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ একে তোমরা রুকূর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কর। তারপর 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা' আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা একে তোমাদের সিজ্‌দায় স্থান দাও। (আবূ দাউদ, ইবন মাজাহ ও দারেমী)

١٤٦- عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَفِىْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلَى - رواه النسائى

১৪৬. হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছেন। নবী করীম ﷺ রুকূতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল

আযীম' এবং সিজ্‌দায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' পাঠ করতেন। (নাসায়ী, ইব্‌ন মাজাহ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও দারিমী)

١٤٧- عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ اِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَقَالَ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهُ وَذَالِكَ اَدْنَاهُ وَاِذَا سَجَدَ فَقَالَ وَاِذَا سَجَدَ فَقَالَ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلَى ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُوْدُهُ وَذَالِكَ اَدْنَاهُ - رواه الترمذى وأبوداؤد وابن ماجة

১৪৭. আওন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রুকূ করবে তখন রুকূতে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' (তোমার মহান প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি) বলার আর তাহলেই তার রুকূ পূর্ণাঙ্গ হবে, তবে এটা হল সর্বনিম্ন পরিমাণ। যখন সে সিজ্‌দা করবে তখন সিজ্‌দায় তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' বলবে। আর তাহলেই তার সিজ্‌দা পূর্ণাঙ্গ হবে, তবে এটা হল সর্বনিম্ন পরিমাণ। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইব্‌ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের মর্ম হচ্ছে এই যে, রুকূ সিজ্‌দায় যদি তিনবারের কম তাসবীহ্ পাঠ করা হয় তাতেও রুকূ-সিজ্‌দা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে কিছুটা অপূর্ণতা থেকে যায়, পূর্ণরূপে আদায়ের জন্য কমপক্ষে তিনবার তাসবীহ্ পাঠ করা জরুরী এবং এর চেয়ে বাড়িয়ে বলা আরো ভালো। তবে রুকূ-সিজ্‌দা এমন দীর্ঘ ইমামের জন্য সমীচীন নয় যা মুক্তাদীদের কষ্টের কারণ হয়। বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে ইমাম আবূ দাঊদ ও নাসায়ী (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস (রা) উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) সম্পর্কে বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের সাথে এই যুবকের সালাতের পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। ইব্‌ন যুবায়র (র) বলেন, আমরা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের রুকূ- সিজ্‌দার তাসবীহ্‌র পরিমাণ আন্দায করলাম যে তিনি প্রায় দশবার তসবীহ্ পড়েন। এ ঘটনা থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও রুকূ সিজ্‌দায় প্রায় দশবার তাসবীহ্ পাঠ করতেন। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি সালাতে ইমামতি করে সে যেন কমপক্ষে তিনবার এবং বেশির পক্ষে দশবার তাসবীহ্ পাঠ করে।

উল্লিখিত তিনটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' এবং সিজ্‌দায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' পাঠ করার ব্যাপারে উম্মাতকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং তাঁর নিজের আমল এ এরূপই ছিল। অন্যান্য হাদীসে রুকূ-সিজ্‌দারত অবস্থায় তাসবীহ্'র এ শব্দগুচ্ছের স্থলে অন্যান্য দু'আ ও তাসবীহ্ পাঠ করার বিষয় ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে প্রমাণ রয়েছে, যেমন হাদীস থেকে জানা যাবে।

١٤٨- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ - رواه مسلم

১৪৮. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ তাঁর রুকূ ও সিজ্‌দায় 'সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালায়িকাতি ওয়ার রূহ্' (আল্লাহ্ অতি পবিত্র, প্রশংসাই, তিনি ফিরিশতাকুল ও রূহের (জিব্‌রাঈল (আ.) এর প্রতিপালক) পাঠ করতেন। (মুসলিম)

(١٤٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ، يَتَاَوَّلَ الْقُرْاٰنَ - رواه البخارى ومسلم

১৪৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ তাঁর রুকূ ও সিজ্‌দায় প্রায়ই سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ- "হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তোমার প্রশাংসা পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ্, আমাকে ক্ষমা কর।" (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসের শেষ বাক্য يَتَاَوَّلُ الْقُرْاٰنَ এর মর্ম হচ্ছে এই যে, সূরা নাসরে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে 'ফা সাব্বিহ্ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্‌তাগফিরহু' (তুমি প্রশংসা কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চেয়ে নিও।) আয়াত দ্বারা যে তাঁর সপ্রশংস গুণকীর্তন করার এবং মাগফিরাত কামনার নির্দেশ দিয়েছেন তা কার্যে পরিণত করার লক্ষ্যেই মূলত। তিনি রুকূও সিজ্‌দায় আল্লাহ্‌র সপ্রশংসা গুনাগুণ ও ক্ষমা চেয়ে নিতেন। হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে এও বর্ণিত আছে যে, সূরা নাস্‌র অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কেবল রুকূ ও সিজ্‌দায়-ই নয় বরং আল্লাহ্ সপ্রশংস গুণকীর্তন ও ক্ষমা চাওয়া সম্বলিত বাণী বেশি বেশি পাঠ করতে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাঁর অনুসরণের তাওফীক দিন।

١٥٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِىْ عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُبَتَانِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ - رواه مسلم

১৫০. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এর রাতে আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বিছানায় পেলাম না। তারপর তাঁর খোঁজে বের হলাম। এক পর্যায়ে আমার হাত তাঁর পায়ের তালু স্পর্শ করল আর তখন তিনি মসজিদে সালাতরত ছিলেন এবং উভয় পা খাড়া অবস্থায় ছিল। তিনি সিজ্‌দারত অবস্থায় পাঠ করছিলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ..... عَلَى نَفْسِكَ

"হে আল্লাহ্! আমি ক্ষমা চাই, তোমার সন্তোষের তোমার ক্রোধ হতে, তোমার ক্ষমা তোমার শাস্তি হতে এবং তোমার পাকড়াও থেকে তোমারই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! তুমি তোমার যেরূপ প্রশংসা করেছ, আমি তোমার সেরূপ প্রশংসা করার সামর্থ্য রাখি না। (শুধু এটুকু বলতে পারি) তুমিও তেমনি, যেমনটি তুমি নিজের প্রশংসায় নিজে ঘোষণা করেছ। (মুসলিম)

١٥١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ - رواه مسلم

১৫১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজ্‌দার বলতেন "হে আল্লাহ্! তুমি আমার ছোট-বড় প্রথম শেষ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল গুনাহ ক্ষমা কর।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বিভিন্ন অবস্থা বিশ্লেষণপূর্বক কিছু সংখ্যক আলিম বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁর তাহাজ্জুদ ও অপরাপর নফল সালাতের রুকূ সিজ্‌দার এই দু'আসমূহ পাঠ করতেন। কিন্তু কোন কোন সময় ফরয সালাতেও যে তিনি এসব দু'আ পাঠ করতেন তারও প্রমাণ রয়েছে।

কাজেই আল্লাহ্ যদি তাওফীক দেন এবং লোকেরা যদি এই বরকতপূর্ণ দু'আর মর্ম বুঝে, তবে রুকূও সিজ্‌দায় কখনো কখনো তা পাঠ করা চাই। বিশেষ করে নফল সালাতে যেহেতু সালাতকে দীর্ঘায়িত করার স্বাধীনতা রয়েছে তাই রুকূ

ও সিজ্‌দায় তা পাঠ করা যেতে পারে। তবে ফরয সালাতে মুক্তাদীর যাতে কষ্ট না হয়, সে ব্যাপারে ইমামের সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

রুকূ ও সিজ্‌দায় কুরআন পাঠ করবে না

١٥٢- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَقْرَأَ الْقُرْاٰنَ رَاكِعًا اَوْسَاجِدًا فَاَمَّا الرُّكُوْعُ وَاَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِى الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ اَنْ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ - رواه مسلم

১৫২. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রুকূ ও সিজদারত অবস্থায় আমাকে কিরা'আত পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তোমরা রুকূতে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ঘোষণা করবে এবং সিজ্‌দায় গভীর মনোযোগসহ দু'আ করবে। আশা করা যায়, তোমাদের দু'আ কবূল হবে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন পাঠ করা সালাতের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন, তবে কুরআন পঠিত হবে কিয়াম অবস্থায়। আল্লাহ্‌র কালাম দাঁড়ানো অবস্থায়-ই পাঠ করার উপযোগী। কারণ শাহী ফরমান দাঁড়ানো অবস্থায়ই পাঠ করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে রুকূ ও সিজ্‌দায় আল্লাহ্‌র সপ্রশংস পবিত্রতা, নিজ দাসত্ব প্রকাশ এবং তাঁর মহান দরবারে দু'আ ক্ষমা চাওয়ার উপযুক্ত স্থান। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন এ আমলই করে গেছেন এবং নিজ বাণীও প্রদান করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজ্‌দায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' পাঠ করতেন এবং এ বিষয়ে যে উম্মাতকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং নিজেও আমল করে দেখিয়েছেন তা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এই হাদীসে তিনি সিজ্‌দায় দু'আ করার বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তবে এ দু'টি বিষয়ের কোন বৈপরীত্য নেই। দু'আ ও প্রার্থনা করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে, বান্দা নিজ প্রভুর কাছে পরিষ্কার করে তার প্রয়োজনের কথা জানাবে। তবে এর একটি পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, যাঁর কাছে কিছু চাওয়া হবে তাঁর কাছে পূর্ণ নিঃস্ব ও অসহায় ভাব প্রদর্শন করে তাঁর গুণকীর্তন করতে হবে। দুনিয়াতেও আমরা এহেন বহু যাচ্ঞাকারীকে এরূপ প্রার্থনা করতে দেখি। মোটকথা এও হচ্ছে দু'আ করার অন্যতম পদ্ধতি। এর ভিত্তিতেই হাদীসে আল্-হামদুলিল্লাহ কে সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ বলা হয়েছে। (তিরমিযী) এই সূত্র বলা যায় যে, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লাও' একপ্রকার দু'আ। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি সিজ্‌দায় বারংবার এই তাসবীহ্ পাঠ করে, তবে তাও দু'আ রূপে গণ্য হবে। তবে হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সিজ্‌দার যেসব দু'আ হয়েছে, সেগুলোর মর্যাদাই আলাদা।

সিজ্‌দার ফযীলাত

١٥٣- عَنْ مَعْدَانِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ لَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ اَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِيَ اللّٰهُ بِهِ الْجَنَّةَ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذَالِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ لِلّٰهِ فَاِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلّٰهِ اِلاَّ رَفَعَكَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيْئَةً قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِيْ مِثْلَ مَا قَالَ ثَوْبَانُ - رواه مسلم

১৫৩. হযরত মা'দান ইব্‌ন তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আযাদকৃত দাস সাওবান (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বললাম ঃ আপনি আমাকে এমন কাজের কথা বলুন যা করলে আল্লাহ্ তার বিনিময়ে আমাকে জান্নাতবাসী করবেন। তিনি নীরব হয়ে গেলেন, তারপর আমি তাঁকে পুনঃ জিজ্ঞেস করলাম, এবারও তিনি নীরব রইলেন। তৃতীয় বারের মত আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, জবাবে তিনি বললেনঃ আমি নিজেও এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেনঃ তুমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বেশি বেশি সিজ্‌দা করবে। কারণ তুমি আল্লাহ্‌কে যত বেশি সিজ্‌দা করবে, তিনি তোমার মর্যাদা তত সমুন্নত করবেন এবং তোমার পাপমোচন করে দিবেন। মা'দান বলেন, এর পর আমি আবূ দারদা (রা) এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাকেও এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও আমাকে সাওবানের ন্যায় জবাব দিলেন। (মুসলিম)

١٥٤- عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُهُ بِوُضُوْئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِيْ سَلْ فَقُلْتُ اَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ اَوْ غَيْرَ ذَالِكَ ؟ قُلْتُ هُوَ ذَالِكَ ، قَالَ فَاَعِنِّيْ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ - رواه مسلم

১৫৪. হযরত রাবী'আ ইব্‌ন কা'ব (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খাস খাদিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে রাত যাপন করতাম। একবার আমি (তাহাজ্জুদের জন্য) তাঁর উযূ ও ইস্‌তিন্‌জার পানি উপস্থিত করলাম। এসময় তিনি আমাকে বললেন ঃ আমার কাছে তোমার বিশেষ

কোন কিছু চাইবার থাকলে চাইতে পার, আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সাথী হতে চাই। তিনি বললেন ঃ এছাড়া আরো কিছু? আমি বললাম ঃ আমি ত এই-ই চাই। তিনি বললেন ঃ বেশি বেশি সিজ্‌দা করে তুমি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য কর। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণের অবস্থা কখনো কখনো এরূপ হয় যে, তাঁরা তাঁর রহমত লাভের অনুকূল অবস্থা বুঝতে পারেন এবং তাঁরা এও বুঝতে পারেন যে, এ অবস্থায় কিছু আশা করলে আল্লাহ্ চাহেত তাঁরা তা লাভ করবেন। বলাবাহুল্য, নবী করীম ﷺ যখন রাবী'আ ইব্‌ন মালিকের খিদ্‌মতে সন্তুষ্ট হয়ে একে কিছু চাইতে বললেন এবং আশ্বাস দিলেন যে, তাকে প্রার্থিত বস্তু দেওয়া হবে। সম্ভবত তখন দু'আ কবূলের সময় ছিল। কিন্তু জবাবে তিনি জান্নাতে তাঁর সাহচর্য লাভের কথা জানালেন। নবী করীম ﷺ তাঁর জন্য কিছু পাওয়ার ইচ্ছা আছে কি-না জানতে চাইলে তিনি পুনরায় সাহচর্যের কামনা করে বলেন তাঁর অন্য কোন চাহিদা নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন ঃ তুমি বেশি বেশি সিজ্‌দা করে আমাকে সাহায্য কর। একথা বলে তিনি যেন বুঝাতে চেয়েছেন যে, তুমি যে জান্নাতে আমার সাহচর্য চাও তা বিরাট মর্যাদার ব্যাপার। আমি এ বিষয়ে তোমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করব। এ দুর্লভ মর্যাদা লাভের লক্ষ্যে নিজকে উপযুক্ত রূপে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কার্যকরভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও। এ দুর্লভ মর্যাদা লাভের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বেশি বেশি সিজ্‌দা করা। সুতরাং তুমি বেশি বেশি সিজ্‌দা করে তোমাকে সহযোগিতা কর এবং নিজের আমল দ্বারা দু'আ করে আমার দু'আর শক্তি বৃদ্ধি কর।

প্রকাশ থাকে যে, হযরত রাবী'আ (রা) বর্ণিত হাদীস এবং সাওবান (রা) বর্ণিত হাদীসে উদ্ধৃত অধিক সিজদা দ্বারা বেশি বেশি সালাত আদায় বুঝানো হয়েছে। কিন্তু জান্নাত লাভ এবং তাতে নবী করীম ﷺ এর সাহচর্য লাভের ক্ষেত্রে সালাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ সিজ্‌দা বিশাল স্থান দখল করে আছে। তাই অধিক সালাত আদায়ের স্থলে অধিক সিজ্‌দা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

সালাতের কিয়াম ও বৈঠক

রুকূ ও সিজ্‌দার মধ্যে যেমন কিয়ামের নির্দেশ রয়েছে তেমনি এক রাক'আতের দুই সিজ্‌দার মধ্যে বৈঠক করার বিষয়টিও শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দিক নির্দেশনা ও আমল নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পাঠ করার মধ্য দিয়ে জানা যেতে পারে।

١٥٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَالَ الاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُوْلُوا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - رواه البخارى ومسلم

১৫৫. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম যখন 'সামি'আল্লাহ লিমান হামিদাহ' বলে, তখন তোমরা (মুক্তাদীগণ) 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' (হে আল্লাহ্! হে আমাদের প্রতিপালক! তোমারই জন্য সর্ববিধ প্রশংসা) বলবে। তবে যার কথা ফিরিশ্‌তাগণের কথার অনুরূপ হবে তার পূর্ববর্তী পাপ ক্ষমা করা হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম যখন রুকূ থেকে উঠার সময় 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে, তখন ফিরিশতাকুল 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' বলেন। এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামের পেছনের মুক্তাদীদের এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারাও যেন এই বাক্যটি বলে। তিনি আরো বলেন যার এই বাক্যটি ফিরিশতাগণের ন্যায় হবে তার পূববর্তী গুনাহ ক্ষমা করা হবে। তাদের অনুরূপ হওয়ার মর্ম হলো, আগে পরে না করে তাঁদের সাথে সাথে বলা।

মা'আরিফুল হাদীসের বিভিন্ন স্থানে আমি (গ্রন্থকার) একথা বার বার লিখেছি যে সব হাদীসে বিশেষ কোন কাজের বরকতে গুনাহ ক্ষমা করার সুসংবাদ শুনান হয়েছে তাতে মূলত ঃ সাগীরা গুনাহ বুঝানো হয়েছে। কাবীরা গুনাহের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ্ সূত্রে জানা যায় যে, এ গুনাহ থেকে ক্ষমা পাবার পথ হলো তাওবা। তবে এক্ষেত্রেও রয়েছে আল্লাহ্‌র পূর্ণ ইখ্‌তিয়ার। তিনি নিজ দয়ায় যাকে ইচ্ছা তার বড় বড় গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

١٥٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبُوْهُ اَوْ فَى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ للّٰهِ ﷺ اِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلأَ السَّمٰوَاتِ وَمِلأَ الاَرْضِ وَمِلأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ - رواه مسلم

১৫৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকূ থেকে পিঠ সোজা করতেন তখন বলতেন 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ, আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ মিল'আস্ সামাওয়াতি ওয়া মিল'আল আরদি ওয়ামিল আ'মাশি'তা মিন শায়্যিন বা'দু'। তাঁর

প্রশংসা করে তিনি তার প্রশংসা করে তিনি তাঁর প্রশংসা শুনেন। হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার প্রশংসায় আসমান পরিপূর্ণ, যমীন পরিপূর্ণ, এর পর তুমি যা চাও তা পরিপূর্ণ তোমারই প্রশংসায় (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সহীহ্ মুসলিম হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) সূত্রে কিয়াম অবস্থায় এই দু'আই কিছু অতিরিক্ত শব্দসহ বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা পরিষ্কার জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সামি'আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ' বলার পর কখনো কেবল 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলতেন। আবার কখনো কিছু শব্দ বাড়িয়ে বলতেন যেমন-আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আওফা (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়। আবার কখনো তার চেয়েও বেশি শব্দযোগে পাঠ করতেন যেমনটি হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়। এভাবে তাঁর কিয়াম কখনো কখনো এত দীর্ঘ হতো যে, লোকেরা সন্দেহ করতেন যে সাহু (ভুল) হয়েছে। যেমনটি পরবর্তী হযরত আনাসের রিওয়ায়াত থেকে জানা যাবে।

١٥٧- عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ وَرَاءَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ انِفًا قَالَ اَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَّثَلٰثِيْنَ مَلَكًا يَبْعَدِرُوْنَهَا اَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا اَوَّلاً - رواه البخارى

১৫৭. হযরত রিফা'আ ইব্‌ন রাফি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পেছনে সালাত আদায় করছিলাম। যখন তিনি রুকূ হতে মাথা উঠালেন তখন বললেন ঃ 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' এ সময় তাঁর পেছনে এক ব্যক্তি বলল ঃ "রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ, হামদান কাসীরান, তায়্যিবান মুবারকান ফিহ্‌। হে আমাদের প্রতিপালক! তোমারই জন্য প্রশংসা, অসংখ্য প্রশংসা, পবিত্রও বরকতময় প্রশংসা।" এরপর যখন তিনি সালাত শেষ করলেন তখন বললেন ঃ এই মাত্র কে এরূপ বলল? তখন সে জবাব দিল ঃ আমি। তিনি বললেন ঃ আমি ত্রিশজনের চেয়েও অধিক ফিরিশ্‌তাকে তাড়াহুড়া করে লিখতে দেখেছি যে, কে কার আগে লিখতে পারে। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ হামদান কাসীরান' বাক্যটি উচ্চারণ করার পর তা লেখার জন্য যে ত্রিশজনেরও অধিক ফিরিশ্‌তার প্রতিযোগিতার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। তার বিশেষ কারণ সম্ভবত এই ঐ ব্যক্তি

যখন তা বলেছিলেন তখন হয়ত তাঁর অন্তরে এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে তিনি আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন ও বরকতপূর্ণ বাক্য বলে ফেলেছিলেন।

١٥٨- عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرْلِىْ - رواه النَّسائى والدارمى

১৫৮. হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ দুই সিজ্‌দার মাঝখানে বলতেন ঃ رَبِّ اغْفِرْلِىْ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর।" (নাসায়ী ও দারিমী)

١٥٩- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ - رواه أبو داؤد والترمذى

১৫৯. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ দুই সিজ্‌দার মাঝখানে বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়ারযুক্‌নী।" হে আল্লাহ্‌! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে দয়া কর, আমাকে হিদায়াত দান কর এবং আমাকে রিযক দাও।" (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

١٦٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَامَ حَتّٰى نَقُوْلَ اَوْهَمَ ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَوْهَمَ-رواه مسلم

১৬০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ যখন 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন তখন সোজা হয়ে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, আমরা মনে করতাম, হয়ত তাঁর সাহু (ভুল) হয়ে গিয়েছে। অতঃপর তিনি সিজ্‌দা করতেন এবং দুই সিজ্‌দার মাঝখানে এত দীর্ঘ সময় বসে থাকতেন যে, আমরা মনে করতাম, তিনি হয়ত ভুলে গেছেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আনাস (রা) বর্ণিত আলোচ্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী করীম ﷺ কখনো কখনো এত দীর্ঘ কিয়াম ও বৈঠক করতেন যাতে সাহাবা কিরাম নবী করীম ﷺ এর ভুল হয়ে গেছে বলে সন্দেহ করতেন।

আরো জানা যায় যে, এরূপ হতো খুবই কদাচিৎ, তাঁর সাধারণ অভ্যাস এরূপ ছিলনা। কেননা প্রত্যহ যদি এরূপ হতো তাহলে ভুলের সন্দেহ হতো না।

রুকূও সিজ্‌দার ন্যায় কিয়াম ও বৈঠকে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ থেকে যে সব দু'আ বর্ণিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বরকতময় ও মকবূল দু'আ। তবে সালাত আদায়কারী যদি ইমাম হয়, তবে সে যেন নবী কারীম ﷺ এর ঐ বাণীর প্রতি লক্ষ্য রাখে যে, ইমামের এমন কোন কাজ করা সমীচীন নয় যাতে মুক্তাদী কষ্ট হয়।

বৈঠক, তাশাহ্‌হুদ ও সালাম

বৈঠক ও সালামের মধ্য দিয়ে সালাতের পরিসমাপ্তি ঘটে। এগুলো সালাতের সর্বশেষ অঙ্গ । তবে সালাত যদি তিন অথবা চার রাক'আত বিশিষ্ট হয়, তবে দুই রাক'আত আদায়ের পর একবার বৈঠক জরুরী। আর এ বৈঠকে 'প্রথম বৈঠক' বলা হয়। কিন্তু এতে কেবল তাশাহ্‌হুদ পাঠ শেষে দাঁড়িয়ে যেতে হবে এবং তৃতীয় কিংবা চতুর্থ রাক'আত আদায়ের পর দ্বিতীয় বৈঠকে বসতে হবে এবং এতে তাশাহ্‌হুদের পর দরূদ শরীফ পাঠ করে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করতে হবে। নিম্নবর্ণিত হাদীসমূহ থেকে জানা যাবে যে, বৈঠকের বিশুদ্ধ পদ্ধতি কী, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ কীভাবে বৈঠক করতেন, তাতে কী পাঠের শিক্ষা দিতেন এবং সালাম ফিরিয়ে কী ভাবে সালাত শেষ করতেন।

বৈঠকের সঠিকও সুন্নাত নিয়ম

١٦١- عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ اِصْبَعَهُ الْيُمْنٰى الَّتِىْ تَلِى الاِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدُهُ الْيُسْرٰى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطُهُ عَلَيْهَا - رواه مسلم

১৬১. হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম ﷺ যখন সালাতের মধ্যে বসতেন, তখন দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখতেন এবং বৃদ্ধাগুলোর পাশে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে দু'আ করতেন। তখন তাঁর বাম হাত বাম হাঁটুর উপর বিছানো থাকত (তা দিয়ে ইশারা করতেন না, (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ বৈঠকে কালেমা শাহাদাত পাঠের পর তর্জনী উঠানো এবং ইশারা করার বিষয়টি শুধু হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে নয় বরং অপরাপর

সাহাবী সূত্রেও বর্ণিত আছে। নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা করেছেন বলে প্রমাণিত। এর দ্বারা বাহ্যিক উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসল্লী যখন 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই) পাঠ করে, আল্লাহ্র অদ্বিতীয় একক সত্তার সাক্ষ্য দেয় তখন তার অন্তরে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মে তখন তার একটি বিশেষ আঙ্গুল উচিয়ে শরীর দিয়েও সাক্ষ্য দেয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বর্ণিত এ হাদীসের অন্যান্য সূত্রে এটুকু অতিরিক্ত রয়েছে যে তর্জনী উঠানোর সাথে সাথে চোখ দ্বারা ও ইশারা করতেন (واتبعها بصره) উক্ত ইশারার ব্যাপারে স্বয়ং হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) নবী করীম ﷺ এর নিম্নোক্ত বাণী উল্লেখ করেন–

" لهى أشد على الشَّيْطَان من الحديد "

"আঙ্গুল দ্বারা ইশারা লোহা দ্বারা (ধারাল ছুরি বা তলোয়ারের আঘাত) অপেক্ষাও শয়তানের কাছে অধিক ভয়াবহ ।" (মুসনাদে আহমাদের বরাতে মিশ্কাত)

١٦٢– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُرَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِى الصَّلٰوةِ اِذَا جَلَسَ فَفَعَلْتُهُ وَاَنَا وَيَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ فَنَهَانِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَقَالَ اِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلٰوةِ اَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنٰى وَتَثْنِىَ الْيُسْرٰى فَقُلْتُ اِنَّكَ تَفْعَلُ ذَالِكَ فَقَالَ اِنَّ رِجْلَاىَ لَاتَحْمِلَانِّىْ – رواه البخارى

১৬২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) কে সালাতে আসন পিড়ি করে বসতে দেখেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমি সে সময় অল্প বয়স্ক ছিলাম। আমিও সেরূপ করলাম। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) আমাকে নিষেধ করে বললেন ঃ সালাতে বসার সুন্নাত তরীকা হল ডান পা খাড়া করে রাখা এবং বাম পা বিছিয়ে রাখা। তখন আমি বললাম, আপনি যে এরূপ করেন? তিনি বললেন ঃ আমার দুই পা আমার ভার বহন করতে পারে না। (বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর এক পুত্রের নাম ছিল আবদুল্লাহ্। উপরে তার ঘটনাই বিবৃত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) কে আল্লাহ্ দীর্ঘজীবী করেছিলেন। তিনি চুরাশি অন্য বর্ণনা অনুযায়ী ছিয়াশী

বছর বয়স পেয়েছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়ায় সালাতে সুন্নাত তরীকায় বসতে পারতেন না। এ কারণে তিনি উযরবশতঃ চারজানু হয়ে বসতেন। (বলা হয় সে, তার পায়ে বিশেষ কোন কষ্ট হচ্ছিল, তাই তিনি সুন্নাত তরীকায় বসতে অপরাগ ছিলেন।) বলাবাহুল্য আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতার অনুকরণে চারজানু হয়ে বসেন অথচ তখনও তিনি বৃদ্ধ হননি বরং এক নবীন যুবক ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) তাঁকে এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, সালাতে বসার সুন্নাত তরীকা হলো ডান পা খাড়া করে বাম পায়ের উপর বসা। নিজের সম্পর্কে বলেন, তিনি উযরবশত চারজানু হয়ে বসেন এবং আরো বলেন, আমার দুই পা আমার শরীরের ভার বহন করতে পারে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) এর সর্বশেষ কথা ছিল এই যে, "আমার দুই পা আমার শরীরের ভার বহন করতে পারে না"। একথা দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তার মতে বেঠকের সুন্নাত তরীকা ছিল এরূপ যাতে মানুষ তার শরীরের ভার দুই পায়ের উপর রাখতে পারে। একেই বলা হয় ইফ্তিরাশ। আমরা এর উপরই আমল করে থাকি।

সালাত আদায়ের নিয়ম সম্বলিত যে হাদীস হযরত আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) কর্তৃক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে তার শেষাংশে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর শেষ বৈঠকে একাধিক পদ্ধতিতে বসার বিষয় বর্ণিত হয়েছে যা 'তাওয়াররুক' নামে অভিহিত। এ বিষয়ে প্রাজ্ঞ ভাষ্যকারগণের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম বৈঠক হবে সংক্ষিপ্ত এবং দ্রুত

١٦٣– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ كَاَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ حَتّٰى يَقُوْمَ – رواه الترمذى والنسائى

১৬৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রথম দুই রাক'আতের বৈঠক হতে এত তাড়াতাড়ি তৃতীয় রাক'আতের জন্য উঠে যেতেন যেন তিনি উত্তপ্ত পাথরের উপরে বসেছেন। (তিরমিযী ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম ﷺ এর এই অভ্যাস থেকে বুঝা যায় যে, প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদ শেষ করে তাৎক্ষণিক উঠে যেতে হবে।

তাশাহ্হুদ

١٦٤- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّشَهُّدَ كَفِّىْ بَيْنَ كَفَّيْهِ كَمَا يُعَلِّمُنِىْ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ - رواه البخارى

১৬৪. হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত তাঁর হাতের মধ্যে রেখে আমাকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়েছেন, যেমনিভাবে তিনি আমাকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। (তিনি আমার উদ্দেশ্য বললেন ঃ পড়)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"যাবতীয় মৌখিক প্রার্থনা ও সম্মান আল্লাহ্র জন্য সকল সালাত ও ইবাদত তাঁরই জন্য সব দান খায়রাতও পবিত্রতা ও তাঁরই জন্য। হে নবী! আপনার উপর সালাম, আল্লাহ্র রহমত ও বরকত আপনার উপর অবতীর্ণ হোক। আমাদের এবং আল্লাহ্র সকল নেকবান্দাদের উপরও সালাম বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।" (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কিরামকে সবচেয়ে গুরুত্বের সাথে কুরআন মাজীদ শিক্ষা দিতেন। অনুরূপভাবে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তিনি তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর হাত তাঁর দুই হাতের মধ্যে চেপে ধরার বিষয়টিও ছিল এমনিতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাহাভী শরীফে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক এক শব্দ করে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) কে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দেন যেমনিভাবে কোন শিশুকে বা অশিক্ষিত ব্যক্তিকে কোন বস্তু স্মরণ রাখার উদ্দেশ্যে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) কে এই তাশাহ্হুদ শিক্ষা দেন এবং তাকে এই মর্মে নির্দেশ দেন, যে, তিনি

যেন তা অপরকে শিক্ষা দেন। তাশাহ্হুদ সম্পর্কিত হাদীস হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) ছাড়াও হযরত উমর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস, আয়েশা (রা) সহ আরো কতিপয় সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে। এ বর্ণনাসমূহে কেবল দু' একটি শব্দের পার্থক্য রয়েছে মাত্র। কিন্তু সনদ ও রিওয়ায়াত উভয় দিক থেকে হাদীস বিশারদগণের মতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) বর্ণিত তাশাহ্হুদের রিওয়ায়াতটি প্রাধান্য পাবার দাবি রাখে যদিও অপরাপর বর্ণনা বিশুদ্ধ এবং সে সকল রিওয়ায়াতের তাশাহ্হুদ ও সালাতে পাঠ করা যেতে পারে।

কতিপয় ভাষ্যকারের মতে, এই তাশাহ্হুদ মূলত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মি'রাজকালীন আল্লাহ্র সাথে কথোপকথন উল্লেখ্য, যখন তিনি মহান আল্লাহ্র পবিত্র হুযূরে উপস্থিত হন তখন এ বলে বন্দেগীর নযরানা পেশ করেন

"اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوتُ وَالطَّيِّبَاتُ"

আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাবে বলা হল ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ

এরপর তিনি ঈমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বললেন ঃ

"اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ"

ভাষ্যকারগণ লিখেন, সালাতে এই কথোপকথন মূলতঃ মি'রাজের রাতের ঘটনাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ এতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সম্বোধনের সর্বনাম অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সহীহ্ বুখারী ও অপরাপর গ্রন্থে স্বয়ং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাশাহ্হুদে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনকালে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ বলার সময় আমরা অনুভব করতাম যে তিনি আমাদের মাঝে বিদ্যমান আছেন। এরপর যখন তিনি ইন্তিকাল করেন তখন থেকে আমরা اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِىِّ বলা শুরু করি।

কিন্তু জামহূর উম্মাতের আমল থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাতকে যে শব্দমালা শিক্ষা দিয়েছেন অর্থাৎ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ তাঁর ইন্তিকালের পরও স্মৃতি হিসেবে তা বহাল রাখা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে

রাসূল-প্রেমিকদের এক বিশেষ অনুভূতি নিহিত। তবে এ শব্দগুচ্ছের আলোকে যে সব লোক নবী কারীম ﷺ কে হাযির নাযির (সর্বদা সর্বত্র উপস্থিত ও প্রত্যক্ষদর্শী) এর আকীদা পোষণ করতে চায় তাদের সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তারা শিরক প্রীতি ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

দুরূদ শরীফ

দুরূদ পাঠের হিকমত

বিশ্ব মানবতা বিশেষত যারা কোন নবী-রাসূল প্রদর্শিত পথ লাভ করে ঈমান গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছে। আল্লাহ্‌র পর তাদের উপর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ নবী-রাসূলগণের। উম্মাতে মুহাম্মাদী ঈমান নামক অমূল্য সম্পদ লাভ করেছে, আল্লাহ্‌র সর্বশেষে নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর মাধ্যম। এজন্যই এই উম্মাত আল্লাহ্‌র পর সবচেয়ে বেশি ঋণী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর কাছে। আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু বিশ্বের মালিক ও পালনকর্তা, তাই তিনি গোটা সৃষ্টি লোকের ইবাদত ও তাসবীহ্-তাহ্‌লীল পাওয়ার অধিকারী। একইভাবে নবী-রাসূলগণও তাঁদের উম্মাতের পক্ষ থেকে দুরূদ ও সালাম পাওয়ার অধিকারী। অর্থাৎ তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করার দু'আ করা উচিত। দুরূদ ও সালাম প্রেরণের এটাই মূলকথা। প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা আল্লাহ্‌র মহান দরবারে এসব মহান অনুগ্রহণকারীর প্রতি মহব্বতের হাদিয়া, শুক্‌রিয়া আদায় ও নযরানা নামের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। নতুবা আমাদের দু'আর তাঁদের কী প্রয়োজন? বাদশাহের জন্য ফকীরের হাদীয়া-তোহফার কী দরকার?

তথাপিও নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ আমাদের হাদীয়া তাঁর কাছে পৌঁছে দেন এবং আমাদের দু'আও প্রার্থনা অনুযায়ী তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা আরো সমুন্নত করেন। আমাদের সবচেয়ে বড় উপকার হল, এর ফলে তাঁর সাথে আমাদের ঈমানী বন্ধন সুদৃঢ় ও সুসংহত হয়। এতদ্ব্যতীত একবার দুরূদ পাঠ করা হলে কমপক্ষে আল্লাহ্‌র দশটি রহমত লাভ করা যায়। এ-ই হল মূলতঃ দুরূদ ও সালামের অন্তর্নিহিত রহস্য ও এর উপকারিতা।

দুরূদ ও সালামের ফলে শিরক সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়

দুরূদ ও সালামের একটি বিশেষ হিক্‌মত এও রয়েছে যে, এর দ্বারা শিরক সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলার পর সবচেয়ে মর্যাদাবান ও সম্মানিত হচ্ছেন আম্বিয়া কিরাম (আ)। তাঁদের উপরই যখন দুরূদ ও সালাম পাঠের নির্দেশ রয়েছে তাই এথেকে জানা যায় যে, তিনিও নিরাপত্তা ও রহমত প্রাপ্তির মহান মর্যাদার অধিকারী যে, তাঁদের জন্য শান্তি-নিরাপত্তা ও রহমতের দু'আ করা হয়। রহমত ও নিরাপত্তার চাবিকাঠি যেহেতু তাঁদের হাতের মুঠোয় নিবদ্ধ নয়, তাই একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, তা অন্য কোন সৃষ্টির হাতে থাকতে পারে না। কেননা বিশ্বে তাঁদের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা বেশি ভাল-মন্দ ব্যতীত অন্য কারো মুঠোয় নিবদ্ধ বলে মনে করাই হল শিরকের ভিত্তি। এই হুকুমের মাধ্যম আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে নবী ও রাসূলগণের প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণকারী করে দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি নবী-রাসূলগণের জন্য দু'আ করে, সে কেমন করে সৃষ্টি লোকের মধ্যে কারো ইবাদত করতে পারে?

আল-কুরআনে দুরূদ ও সালামের নির্দেশ

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আহযাবে অত্যন্ত চমৎকারভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا –

আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশ্‌তাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন, হে মুসলিমগণ! তোমারাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।" (৩৩, সূরা আহ্‌যাব ঃ ৫৬)

এ আয়াতে নবী করীম ﷺ -এর প্রতি যে দুরূদ ও সালামের নির্দেশ এসেছে। তাতে কিন্তু সালাত কিংবা সালাতবিহীন অবস্থার উল্লেখ নেই, যেমনিভাবে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্‌র সপ্রশংস গুণগানের বিষয় নির্দেশ এসেছে। এতে সালাতরত অবস্থায় কিংবা সালাতবিহীন অবস্থা কোনটারই উল্লেখ নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নবুওয়্যাতের জ্যোতি দ্বারা যেমন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য তাসবীহ্-তাহ্‌লীলের স্থান সালাত বুঝেছেন (যেমন পূর্বে উল্লিখিত এক হাদীসের একস্থানে বলা হয়েছে– فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ও سَبِّحِ اسْمَ

رَبِّكَ الاَعْلَى আয়াত দু'টি অবতীর্ণ হল, তখন থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূতে سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمُ এবং সিজ্‌দায় سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلَى পাঠের নির্দেশ দেন)

অধমের মতে, যখন সূরা আহযাবের صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا আয়াত অবতীর্ণ হল তখন সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে সালাতের শেষ বৈঠকে দুরূদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে কোন রিওয়ায়াত অধমের চোখে পড়েনি। যার ভিত্তিতে আমার এ ধারণা, পরবর্তী হাদীস প্রসঙ্গে তা আলোচনা করব। এবার হাদীস পাঠ করা যাক।

١٦٥- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الصَّلٰوةُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ عَلَّمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَقَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - رواه البخارى مسلم

১৬৫. হযরত কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দুরূদ পাঠ করব? আপনার প্রতি কিভাবে সালাম দেব তা আপনি ইতোপূর্বে (আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আত্তাহিয়্যাতু শিক্ষা দিয়েছেন) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা বলবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .....

"হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেভাবে ইব্‌রাহীম (আ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর রহমত বর্ষণ করেছি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। (হে আল্লাহ্) তুমি বরকত নাযিল কর মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবার পরিজনের উপর, যেভাবে তুমি বরকত নাযিল করেছ ইব্‌রাহীম (আ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত।" (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বে উল্লিখিত সূরা আহ্‌যাবে যেমন সালাত এবং সালাকের বাইরে কোন অবস্থার উল্লেখ না করেই দুরূদ পাঠের কথা বলা হয়েছে, তেমনি হযরত কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা.) বর্ণিত হাদীসেও সময়ের কোন উল্লেখ নেই। তবে একাধিক সাহাবী, বিশেষত হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তার কোন কোন বর্ণনায় হাদীসের প্রশ্নাকারে রয়েছে ঃ

" كَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ اِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِىْ صَلٰوتِنَا

"আমরা যখন সালাতরত থাকি তখন আপনার প্রতি কিভাবে দুরূদ পাঠ করব?[১]

এ বর্ণনা থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, কিভাবে সালাতে দুরূদ পাঠ করা যায় সে সম্পর্কেই সাহাবীর প্রশ্ন ছিল। সম্ভবত একথা তার ভালভাবেই জানা ছিল যে, দুরূদের স্থান সালাতেই।

এছাড়া ইমাম হাকিম (র.) মুস্তাদরাকে শক্তিশালী সনদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, يَتَشَهَّدُ الرَّجُلُ ثُمَّ يُصَلِّىْ عَلَى النَّبِىِّ ثُمَّ يَدْعُوْا لِنَفْسِهِ মুসল্লী যেন শেষ বৈঠকে তাশাহ্‌হুদ পাঠ করে, এরপর নবী করীম ﷺ এর উপর দুরূদ পাঠ করে, এরপর নিজের জন্য দু'আ করে।"[২]

স্পষ্টতই হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) এ বাণী নবী করীম (সা.) থেকে শুনেই প্রদান করেছেন। তিনি নিজের পক্ষ থেকে কে কিভাবে বলতে পারেন যে, তাশাহহুদের পর সালাতে দুরূদ পাঠ করা হবে?

মোটকথা এ বর্ণনাসমূহ সামনে রাখলে একথা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, সূরা আহযাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর যে দুরূদ পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে সাহাবা কিরাম জানতেন যে, তা পাঠ করার স্থান সালাত এবং তা পঠিত

১. আবূ মাসঊদ আনসারী (রা.) বর্ণিত হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাতে نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِىْ صَلٰوتِنَا শব্দগুচ্ছ নেই। এই শব্দগুচ্ছের সাথে আরো বাড়িয়ে এই হাদীসটি ইব্‌ন খুযায়মা, ইব্‌ন হিব্বান, হাকিম ও অন্যান্যগণ বর্ণনা করেছেন। ইমাম নববীকৃত শারহে মুসলিম, পৃ. ১৭৫; ফাতহুল বারী, তাফসীর অধ্যায়-সূরা আহযাব, পৃ ৩০৫, ১৯শ পারা।

২. ফাতহুল বারী, দাওয়াত অধ্যায় ঃ অনুচ্ছেদ ঃ বাবুস্ সালাত আলান নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, পৃ. ৫৫, ২৬- পারা।

হবে সালাতের শেষ বৈঠকে। এ পরই তারা তাঁর প্রতি কিভাবে ও কোন্ শব্দ দুরূদ পাঠ করবেন তা জানতে চান। এর জবাবে তিনি তাদের দুরূদে ইব্রাহিমী শিক্ষা দেন যা আমরা সালাতে পাঠ করে থাকি।

দুরূদ শরীফের 'আ-ল' (ال) শব্দের তাৎপর্য

দুরূদ শরীফে চারবার 'আল' (ال) শব্দ এসেছে। আমরা এর অর্থ করে থাকি পরিবার-পরিজন। আরবী ভাষার বিশেষত কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে 'আল' (ال) বলা হয় তাদের যারা তার সাথে পুরোপুরি সংশ্লিষ্ট ও সম্পৃক্ত, এ সম্পর্ক বংশগত হোক, কি অন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক হোক (যেমন স্ত্রী ও সন্তানাদি) বন্ধুত্ব, সাহচর্য আনুগত্য[১] ইত্যাদি কারণে হোক। তাই আভিধানিক অর্থ হিসেবে 'আল' (ال) এর উভয় অর্থই হতে পারে। কিন্তু পরে আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা.) বর্ণিত যে, হাদীসের উল্লেখ করা হচ্ছে তা থেকে জানা যাবে যে, এখানে 'আল' (ال) দ্বারা নবী করীম (সা.) এর পরিবার পরিজন অর্থাৎ তাঁর পূতঃ পবিত্র স্ত্রীগণ তাঁর ঔরষজাত সন্তান-সন্ততি বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

١٦٦- عَنْ اَبِىْ حُمَيْدِ السَّاعِدِىِّ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْلُوْا - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اٰلِ ابْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

رواه البخارى ومسلم

১৬৬. হযরত আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবা কিরাম (রা) বলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনার প্রতি কিভাবে দুরূদ পাঠ করব? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন ঃ তোমরা বল–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى ..... حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সহধর্মিনীগণ ও বংশধরগণের প্রতি রহমত বর্ষণ কর যেভাবে তুমি রহমত বর্ষণ করেছ ইব্রাহীম (আ) এর পরিবার-পরিজনের প্রতি । তুমি বরকত নাযিল কর মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর

১. ইমাম রাগিব ইসফাহানী (র.) মুফরাদাতুল কুরআনে লিখেছেন, وَيَسْتَعمل فيمن يختص بالانسان اختصاصا ذاتيا اما بقرابة قريبة او بموالاة قال عز وجل (وال ابْرَاهِمَ وَاَل عِمْرَانَ) وَقَالَ (اَدْخِلُوْا ال فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ)

সহধর্মিনীগণ ও বংশধরগণের প্রতি যেভাবে তুমি বরকত নাযিল করেছ ইব্রাহীম (আ) এর পরিবার-পরিজনের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান।" (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে দুরূদ শরীফের শব্দগুচ্ছ উপরে বর্ণিত হাদীসের শব্দমালা থেকে কিছুটা ভিন্ন মনে হয়। কিন্তু অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বিশেষজ্ঞ আলিমগণ এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেন যে এ দু'টির যে কোন একটি সালাতে পাঠ করা যেতে পারে। কিন্তু প্রথমোক্ত দুরূদের উপরই বেশিরভাগ আমল চলে আসছে।

আলোচ্য হাদীসে 'আ-ল' (ال) এর বিপরীতে " ازواجه وذريته " তাঁর স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততি এসেছে। এ থেকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, প্রথমোক্ত হাদীসে যে 'আল' (ال) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পূতঃ পবিত্র সহধর্মিনীগণও সন্তান-সন্ততিগণকেই বুঝানো হয়েছে। দুরূদ ও সালামে তাদের সংশ্লিষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে বিপুল সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। বলা বাহুল্য, এ হচ্ছে তাঁদের দুর্লভ সৌভাগ্য! তবে এর দ্বারা একথা বুঝা সমীচীন নয় যে, তাঁরা সকল উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। একথা এভাবে বুঝে নেয়া যায় যে, কোন কোন অনুরাগী ভক্ত যখন তাঁর সম্মানিত বুযুর্গের প্রতি কোন বিশেষ উপহার পাঠায় তখন তার লক্ষ্য উক্ত বুবুর্গ ও পরিবারের সদস্যরাই হয়ে থাকে। উক্ত উপহার সামগ্রী সে বুযুর্গ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ব্যবহার করুন এটাই সে কামনা করে। যদিও পরিবারের বাইরে অনেকেই তাঁদের চাইতে উত্তম লোকও থেকে থাকেন। সুতরাং বলা যায়, দুরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর প্রতি অগাধ ভালবাসার নযরানা স্বরূপ পেশ করা হয়। এটাকে প্রকৃতিগত ভালবাসার নিয়মের দৃষ্টিতেই দেখা উচিত। এর উপর ভিত্তি করে উত্তম-অধমের কোন বিচার করা রুচিসম্মত নয়।

সালাতে দুরূদ শরীফের স্থান ও তার হিক্মত

একথা সর্বজনবিদিত যে, দুরূদ শরীফ সালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদের পর পাঠ করা হয়। আর এটাই এর জন্য উপযুক্ত স্থান আল্লাহ্র বান্দাগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রদর্শিত শিক্ষা লাভের মাধ্যমেই ঈমান আনার সুযোগ লাভ করেছে। আল্লাহ্কে জানা এবং সালাতে তাঁর মহান দরবারে উপস্থিতি, তাসবীহ্-তাহ্লীল পাঠ এবং মুনাজাত করার মধ্য দিয়ে এক ধরনের মি'রাজ নসীব হয় আর শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠের মাধ্যমে তা পূর্ণতা লাভ করে। কাজেই আল্লাহ্র গুণগান থেকে অবসর গ্রহণের পূর্বে, নিজের জন্য কিছু প্রার্থনার

আগে মুসল্লী নবী করীম (সা.)-এর অনুগ্রহ অনুভব করে, তাঁর প্রদর্শিত পথের কথা স্মরণ করে তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র মহান দরবারে দু'আ করে। তার ও তাঁর পূতঃপবিত্র স্ত্রীগণের ও সন্তান-সন্ততির জন্য নিজের সর্বোত্তম সম্বল দুরূদের মাধ্যমে দু'আ করে। এর চাইতে উত্তমরূপে তাঁর অনুগ্রহ স্মরণের কোন উপযুক্ত প্রক্রিয়া হতে পারে না। এজন্যেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবা কিরামকে দুরূদ শরীফের এহেন শব্দগুচ্ছ শিক্ষা দিয়েছেন।

এখানে দুরূদ শরীফের বর্ণনা যেহেতু সালাত সম্পর্কীয় আলোচনার এক পর্যায়ে এসেছে তাই দু'টি হাদীস বর্ণনাই আমি যথেষ্ট মনে করছি। এ ছাড়া এ ধারাবাহিকতায় যে সব হাদীস দুরূদ শরীফের ফযীলাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কিতাব সমূহে বর্ণিত আছে ইনশাআল্লাহ তা কিতাবুদ্ দাওয়াতে সবিস্তার আলোচনা করব। পূর্বোল্লিখিত দুরূদে ইব্‌রাহিমী ব্যতীত নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত 'সালাতও সালাম' সম্পর্কীয় হাদীস ইনশাআল্লাহ্ হযরত আবদুল্লাহ্ বরাতে যথাস্থানে আলোচনা করব।

দুরূদের পর এবং সালাতের পূর্বে পঠিতব্য দু'আ

ইতোপূর্বে মুস্তাদরাকে হাকিমের রবাতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) এর বাণী বিধৃত হয়েছে। তা হল, মুসল্লী তাশাহ্হুদ ও দুরূদ শরীফ পাঠ করার পর যেন দু'আ করে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বর্ণিত অপর এক হাদীস থেকে জানা যায় যে, শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদের পর সালামের পূর্বে দু'আ করার হুকুম সম্ভবতঃ ঐ সময়ে ও কার্যকর ছিল যখন তাশাহহুদের পর দুরূদ শরীফ পাঠের নির্দেশ জারী হয়নি।

সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম এ অপরাপর হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এর এক বর্ণনায় তাশাহ্হুদ শিক্ষা দান সম্বলিত হাদীসের শেষাংশে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, ثُمَّ ... فَيَدْعُوْ بِهِ "মুসল্লী যখন তাশাহ্হুদ পাঠ করে তখন তার কাছে যে দু'আ উত্তম বলে মনে হয় তা যেন যে নির্বাচন করে নেয় এবং আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করে।" একই কথা সম্বলিত হাদীস হয়রত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রেও জানা যায়। মোটকথা সালামের পূর্বে দু'আ করার বিষয় সম্বলিত হাদীস নবী কারীম ﷺ থেকে শিক্ষা ও আমল উভয় ক্ষেত্রে প্রামাণ্যরূপে বর্ণিত আছে স্থানে তিনি অন্যান্য বিশেষ দু'আও শিক্ষা দিতেছেন । এ পর্যায় কেবল তিনটি হাদীস বর্ণিত হচ্ছে ।

١٦٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْاٰخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعٍ مِّنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ

الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ - رواه مسلم

১৬৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেখন শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠ শেষ করে, তখন সে যেন আল্লাহ্‌র নিকট চারটি বস্ত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তা হল, জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন মরণের ফিতনা থেকে এবং মাসীহ্ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে। (মুসলিম)

١٦٨- عَنْ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاةِ- رواه مسلم

১৬৮. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ যেমন তাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন, ঠিক তেমনি এ দু'আও শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন ঃ তোমরা বল - ... اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَالْمَمَاتِ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট পানাই চাই জাহান্নামের আযাব থেকে, আমি তোমার নিকট পানাহ চাই কবরের আযাব থেকে, আমি তোমার নিকট পানাহ চাই মাসীহ্ দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং আমি তোমার নিকট পানাহ চাই মরণের ফিতনা থেকে " (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত দু'আটি দুনিয়াও আখিরাতের যাবতীয় বিপদাপদ এবং সর্ববিধ অনভিপ্রেত অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি ব্যাপক দু'আ। এতে প্রথমে জাহান্নাম ও কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের দু'আ বিধৃত হয়েছে, যার শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ এবং যা মানুষের জন্য সবচেয়ে আধিক হতভাগ্য হওয়ার প্রমাণ। তার পর দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ফিতনাবাজ দাজ্জালের ফিতনা থেকে পানাহ চাওয়া হয়েছে, যার প্রভাব থেকে ঈমান নিরাপদ রাখা বড়ই কঠিন ব্যাপারে। এর পর জীবন মরণের সর্ববিধ ফিত্‌না পরীক্ষা, ছোট বড় বালা মুসীবাত এবং ভ্রষ্টতা থেকে পানাহ চাওয়া হয়েছে।

হযরত আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণিত এই হাদীসে উল্লেখ নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন সময় দু'আ পাঠ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, এ দু'আ

পাঠের উপযুক্ত সময় হল শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠের পর এবং সালামের পূর্বে। এ দু'আ সম্পর্কে সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বয়ং সালাতে এ দু'আ পাঠ করতেন। বরং নিম্নেক্ত শব্দগুচ্ছ বাড়িয়ে বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ مِنَ الْمَغْرَمِ " হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই, পাপাচার ও ঋণ থেকে।" সালামের পূর্বে এই দু'আ সালাতে বাড়িয়ে পাঠ করা উত্তম।

١٦٩- عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رضى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ..... ﷺ ..... عَلِّمْنِىْ دُعَاءً اَدْعُوْبِهِ فِىْ صَلٰوتِىْ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - رواه البخارى ومسلم

১৬৯. হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিন যা আমি সালাতের মধ্যে পাঠ করতে পারি । তিনি বললেন ঃ তুমি বল

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

" হে আল্লাহ্ ! আমি নিজের উপর অনেক যুল্‌ম করেছি আর তুমি ব্যতীত পাপ মোচনের কেউ নেই। সুতরাং তুমি আমার পাপ মোচন এবং আমার প্রতি দয়া কর। কেননা তুমি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীস দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত আবূ বকর (রা)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে সালাতে দু'আ সূরা পাঠের নির্দেশ দেন। কিন্তু হাদীসে একথা উল্লেখ নেই যে, সালামের পূর্বে তা পাঠ করতে হবে। এ পর্যায়ে হাদীসের ভাষ্যকারগণ বলেছেনঃ সালামের পূর্বেই মূলত দু'আর উপযুক্ত সময় এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই সময় পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছে " তাশাহ্হুদের পর সালামের পূর্বে বান্দার কোন চমৎকার দু'আ নির্বাচিত করে নেয়া উচিত এবং তা দ্বারা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করা উচিত।" যেমন ইতিপূর্বে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) সূত্রে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীস বিধৃত হয়েছে। তাই এই বিশেষ সময়ের দু'আর জন্য হযরত আবূ বাকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে

আবেদন করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও উক্ত সময় এই দু'আ করার নির্দেশ দেন। এজন্য সম্ভবত ইমাম বুখারী (র) بَابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ (অনুচ্ছেদ ঃ সালামের পূর্বে দ'আ) শিরোনামে হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন।

এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি দু'আর আবেদন জানিয়েছিলেন যে, সালাতে (সালামের থাকে পাঠ করা যায় আমাকে এমন একটি দু'আ শিখিয়ে দিন যার দ্বারা আমি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চাওয়ার জবাবে এই দু'আটি শিক্ষা দেন। যেন তিনি থাকে বলতে চেয়েছেন, হে আবূ বকর! নামায আদায় শেষে মনে যেন এ ধারণা না জন্মে যে, আল্লাহ্র ইবাদতের হক আদায় হয়েছে এবং কিছু একটা করে ফেলা হয়েছে। বরং নামায শেষে একান্ত মনে রাখতে হবে যে ভুল ত্রুটি ও গুনাহে আকণ্ঠ নিমজ্জিত অবস্থা স্বীকার করে ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ্র দরবরে ধর্ণা দিতে হবে এই কথা বলে হে আমার প্রভূ! আমার কোন কে আমল নেই, আমার কাছে এমন কিছু নেই যার দ্বারা আমি মাফ পাবার আশা করতে পারি। কাজেই আপনি আপনার ক্ষমাশীল ও দয়াবান গুণবাচক নামের বরকতে আমাকে ক্ষমা করে দিন। তাশাহ্হুদ ও দরূদ পাঠের পর সালামের পর্বে আবশ্যিকভাবে এই দু'আ পাঠ করে দু'আ করা উচিত। এই দু'আ মুখস্থ করা দু'আর মর্ম অন্তরে বসিয়ে দেওয়া কোন কঠিন কাজ নয়। একটু খেয়াল করলেই অল্প সময়ে এ কাজ করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর শেখানো এই মূল্যবান দু'আ থেকে বঞ্চিত হওয়া দুর্ভগ্যের কারণ। আল্লাহ্র শপথ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর শেখানো এক একটি দু'আ মূল দুনিয়া ও এর মধ্যকার বস্তু অপেক্ষা উত্তম।

সালাতের সমাপনী সালাম

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত শুরু করার পূর্বে যেমন উত্তম শব্দগুচ্ছ 'আল্লাহু আক্‌বার' বলতে শিখিয়েছেন তেমনি সালাত শেষ করার জন্য 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্' শিক্ষা দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে বলা যায়, সালাতের সমাপনী টানার ক্ষেত্রে এর চেয়ে উত্তম শব্দগুচ্ছ আর হতে পারেনা। একথা সর্বজনবিদিত যে, একজন যখন অপর জন থেকে পৃথক থাকার পড়ার পর আবার যখন একত্র হয় তখনই সালাম বিনিময় হয়। সুতরাং সালাম সমাপনী মাধ্যমে টেনে দিক নির্দেশনা দেওয়া হল, যে যখন আল্লাহ্ একবার বলে সালাত শুরু করে এবং আল্লাহ্র মহান দরবারে হাযিরা পেশ করে, কখন মানুষ তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে, এমনকি ডান বাম থেকে পৃথক হয়ে পড়ে এবং তখন তার মানসাটে আল্লাহ্ ব্যতীত কিছুই বিদ্যমান থাকেনা। পুরো সালাত এভাবেই

অতিবাহিত হয়। এর পর শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ, দুরূদ এবং সবশেষে আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করে নিজ সালাত পুরো করে নেয়। এমতাবস্থায় সে যেন দ্বিতীয় কোন পৃথিবী থেকে এই দুনিয়ার পারিপার্শ্বিকতায় ফিরে এসেছে এবং তার ডান বামের মানুষ অথবা ফিরিশতার সঙ্গে নূতন করে সাক্ষ্যাৎ করেছে; তাই সে তার দিকে মুখ করে তাকে 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুলালাহ বলে সালাম দিচ্ছে। অধমের নিকট সমাপনী সালামের হিক্মত এটাই। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ। এবার সালাম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কতিপয় হাদীস পাঠ করে নেয়া যাক।

١٧٠- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ - رواه أبوداؤد والترمذى والدارمى وابن ماجة

১৭০. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তাহারাত (উযূ হল সালাতের চাবি, তাক্বীর হল এর যাবতীয় হালাল কাজ) হারামকারী এবং সালাম হল এর বাইরের যাবতীয় হালাল কাজ হালালাকারী। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, দারিমী ও ইব্ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে সালাত সম্পর্কে তিনটি কথা বলা হয়েছে প্রথমটি হল - সালাতর মাধ্যমে যেহেতু আল্লাহ্র দরবারে হাযিরা দেওয়া হয়, কাজেই তা পবিত্র অবস্থায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ তা সালাতের চাবিও বটে। অর্থাৎ সালাত বিশুদ্ধভাবে আদায়ের ক্ষেত্রে উযূ পূর্বশত। এতদ্ব্যতীত কারো জন্য আল্লাহ্র দরবারের মহান দরজা খোলা হয় না।

দ্বিতীয়টি হল, সালাত শুরু করতে হয় 'আল্লাহু আকবার' শব্দগুচ্ছ দ্বারা। এর মর্ম হল, সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এককভাবে আল্লাহ্ অভিমুখী হওয়া। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পানাহার, কথাবার্তা ও অপরাপর শরী'আত অনুমোদিত কর্মকাণ্ড ও সালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুসল্লীর জন্য হারাম। তাই একে 'তাক্বীরে তাহ্রীমা' বলা হয়। তৃতীয়টি হল সালাত সমাপনী শব্দগুচ্ছ যা বলার সাথে সাথে সালাত শেষ হয়ে যায় এবং যে সকল জায়িয বস্তুরাজি 'তাকেবীরে তাহ্রীমা' বলার কারণে হারাম হয়ে গিয়েছিল তা হালাল হয়ে হয়ে যায়, সেই শব্দগুচ্ছ হল, 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'।

١٧١- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ كُنْتُ اَرَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتّٰى اَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ- رواه مسلم

১৭১. হযরত সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ডানদিকে এবং বামদিকে সালাম ফিরাতে দেখেছি। এমনকি আমি তাঁর গণ্ডদেশের সাদা অংশও দেখেছি। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটি সামান্য শব্দের ব্যবধানে সুনানে আরবা'আয় আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে এবং সুনানে ইব্ন মাজায় আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

সালামের পর যিক্র ও দু'আ

সালাতের সমাপণী পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে সব দু'আ পাঠ করতেন অথবা এ সময়ে যে সব দু'আ পাঠ করার জন্য তিনি উৎসাহ দান করেছেন, তা আলোচিত হয়েছে। সালামের পর যিক্র ও দু'আ সম্পর্কে কতিপয় হাদীস পাঠ করা যাক যে সম্পর্কে নবী করীম ﷺ তাঁর উম্মাতকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং স্বয়ং কাজে পারিণত করে দেখিয়েছেন।

١٧٢- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ- رواه الترمذى

১৭২. হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন প্রকার দু'আ অধিক শুনা (কবূল করা) হয় ? তিনি বললেন ঃ শেষ রাতে (তাহাজ্জুদ সালাতের পর যে দু'আ করা হয়) এবং ফরয সালাত সমূহের পরের দু'আ। (তিরমিযী)

١٧٣- عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ يَامَعَاذُ فَقُلْتُ وَاَنَا اُحِبُّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلَا تَدَعْ اَنْ تَقُوْلَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ " رَبِّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ - رواه أحمد وأبوداؤد والنسائى

১৭৩. হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার উভয় হাত ধরে বললেন ঃ হে মু'আয। আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি (মু'আয) বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমিও আপনাকে ভালবাসি! তিনি বললেন ঃ তুমি প্রত্যেক সালাতের পর এই দু'আ পড়া ছেড়ে দিবে না " رَبِّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ "হে আমার

প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার স্মরণ, কৃতজ্ঞতা ও তোমার ইবাদাত উত্তমরূপে সম্পাদন করতে সাহায্য কর" (আহ্‌মাদ, আবূ দাউদ ও নাসায়ী)

١٧٤- عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلٰوتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلٰثًا وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالاِكْرَامِ - رواه مسلم

১৭৪. হযরত সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত শেষ করতেন তখন তিনবার ইসতিগ্‌ফার পাঠ করতেন (ক্ষমা চাইতেন) এবং বলতেন اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالاِكْرَامِ "হে আল্লাহ্! তুমি শান্তির আধার এবং তুমিই শান্তির উৎস। হে মহিমান্বিত ও সম্মানিত! তুমিই বরকতময়।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত সাওবান (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সচরাচর সালাম ফিরানোর পর তিনবার ইস্‌তিগফার করতেন অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দরবারে তিনবার 'আস্‌তাগফিরুল্লাহ্' (আল্লাহ্ আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি) পাঠ করতেন। এ হল, প্রকৃত অর্থে পূর্ণ দাসত্বের নযরানা পেশ করা। মুসল্লীর সালাত শেষে তার ভুল ত্রুটির ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত।

হযরত সাওবান (রা) বর্ণিত হাদীসে ইস্‌তিগফার পাঠের পর যে একটি ক্ষুদ্র দু'আ বর্ণিত হয়েছে বিশুদ্ধ বর্ণনায় এতটুকুই পাওয়া যায় اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالاِكْرَامِ সাধারণত مِنْكَ السَّلَامُ এর পর আরো বাড়িয়ে যে বলা হয় وَاِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ হাদীস বিশারদগণ পরিষ্কার বলেছে, এ বর্ধিত অংশ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য সূত্রে বর্ণিত হয়নি।

١٧٥- عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ - رواه البخارى ومسلم

১৭৫. হযরত মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক ফরয সালাত আদায় শেষে বলতেন

" لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ بِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সর্ববিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ্! তুমি যা দিতে চাও, তা কেউই রোধ করতে পারে না। কোন চেষ্টা - সাধনাকারীই তার চেষ্টার মাধ্যমে তোমার কাছ থেকে কল্যাণ ছিনিয়ে নিতে সক্ষম নয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٦- عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلٰى هٰذِهِ الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَلَّمَ فِىْ دُبُرِ الصَّلٰوتِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ - رواه مسلم

১৭৬. হযরত আবু যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) কে এই মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে শুনেছি তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত শেষে সালাম ফিরিয়ে বলতেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اِيَّاهُ لَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ-

"আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সর্ববিষয়ের উপর ক্ষমতাবন। আল্লাহ্ ছাড়া কারো শক্তি সামর্থ্য নেই। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আমরা তাঁর দাসত্ব ব্যতীত কারো দাসত্ব করি না। তাঁরই সমস্ত নিয়ামত সমস্ত অনুগ্রহ ও সমস্ত উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আনুগত্য একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে, যাদিও তা কাফিররা অপসন্দ করে।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীস এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) বর্ণিত হাদীসের মধ্যে মূলত ঃ কোন পার্থক্য নেই। প্রকৃত কথা হল এই যে, কখানো সালাতের পর নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ শুনা যেত আবার কখনো পূর্বোক্ত রূপও শোনা যেত। এসকল দু'আ পাঠের ব্যাপারে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা নেই। বরং সময় সুযোগ অনুযায়ী যার যা ইচ্ছে, পাঠ করা যায়।

١٧٧- عَنْ سَعْدٍ اَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلٰوةِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ-

১৭৭. হযরত সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নিজ সন্তান-সন্ততিদের তা'আউয (আল্লাহ্র পানাহ চাওয়া সম্পর্কীয়) দু'আ শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায়ের পর এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ -

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি ভীরুতা থেকে, পানাহ চাচ্ছি কৃপণতা থেকে, পানাহ চাচ্ছি অতি বৃদ্ধাবস্থা থেকে এবং পানাহ চাচ্ছি দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে।" (বুখারী)

١٧٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ وَقَالَ تَمَامَ الْمَائَةِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ عُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ - رواه مسلم

১৭৮. হযরত আবূ হুরাযরা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ্, তেত্রিশবার আল-হামদুলিল্লাহ্ ও তেত্রিশবার আল্লাহু আকবর এই নিরানববই আর

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

একবার পাঠ করে একশ' পূর্ণ করবে, তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনারাশি তুল্য হয় (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সৎকাজের বরকতে যে পাপরাশি ক্ষমা করা হয় এবং এ পর্যায়ে যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে হাদীস ব্যাখ্যার একাধিক স্থানে সবিস্তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে 'সুবাহানাল্লাহ্' 'ওয়াল হাম্দু লিল্লাহ্' ও 'আল্লাহু আকবার' তেত্রিশবার করে পাঠ করার বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং একশ পূরণার্থে একবার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু' শেষ পর্যন্ত পাঠ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু হযরত কা'ব ইব্ন উজ্রা (রা) ও অপরাপর সাহাবীদের বর্ণনার 'সুবহানাল্লাহ' এবং 'আল্ হামদুলিল্লাহ' তেত্রিশবার করে পাঠ করার পর একশ' পূরণার্থে চৌত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করার শিক্ষাও অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে।

প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো এভাবে পাঠ করার নির্দেশ দেন, আবার কখনো দ্বিতীয় রূপ পাঠের নির্দেশ দেন। তবে এ উভয় পদ্ধতিই বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য। মানুষ তার রুচিমত যে কোন একটি পাঠ করতে পারে। এ তিনটি ক্ষুদ্র বাক্য তেত্রিশবার করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিদ্রা যাবার সময় পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ্যে এক 'তাসবীহ্ ফাতিমা' বলা হয়। ইন্শাআল্লাহ এ বিষয়ে "কিতাবুদ্ দাওয়াত' শিরোনামে সবিস্তার বিবরণ আসবে।

١٧٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَ اِذَا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَقْعُدْ اِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -رواه مسلم

১৭৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে সালাম ফিরিয়ে এই দু'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

পাঠ করতে যে টুকু সময় লাগত তার চাইতে বেশি সময় বসতেন না। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাম ফিরানোর পার কেবল اَللّٰهُمَّ اَنْتَ..... الخ এই সংক্ষিপ্ত দু'আ পাঠ করার সময় পর্যন্ত বসতেন। তার পর তাড়াতাড়ি উঠে যেতন। কিন্তু

উপরে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি সালাম ফিরানোর পর উক্ত সংক্ষিপ্ত দু'আ পাঠ করার পরে আরো বিভিন্ন শব্দগুচ্ছ সম্বলিত দু'আ পাঠ করতেন এবং অন্যান্যদেরকে উৎসাহিত করতেন।

কোন কোন মনীষী এই প্রশ্নের সমাধান এভাবে দিয়েছেন যে, পূর্বোক্ত হাদীস সমূহে اَللّٰهُمَّ اَنْتَ..... الخ ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা গুণকীর্তন তাওহীদ ও বড়ত্ব সম্বলিত যেসব দু'আর কথা উল্লিখিত হয়েছে সে সম্পর্কে তারা বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরানোর সাথে সাথে এগুলো পাঠ করতেন না। বরং সুন্নাত ও অপরাপর সালাত আদায়ের পর সব দু'আ পাঠ করতেন এবং অন্যান্যদেরকে এসময়ে পাঠ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন।

তবে প্রকৃত ব্যাপার হল এই যে, উপরে যে সব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর বাহ্যিক অর্থ দাড়ায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরানোর সাথে সাথে এই দু'আ ও যিক্‌র করতেন এবং অন্যান্যদেরকেও এরূপ করার শিক্ষা দিয়েছেন। এপর্যায়ে এই অধমের নিকট সঠিক দিক নির্দেশনা হল তা-ই যা হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রা) 'হুজুতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। তিনি সালামের পর উপরে বর্ণিত যাবতীয় দু'আর বরাত দান শেষে হাদীসের কিতাব সমূহের সূত্র ধরে বলেছেন ঃ এ সকল দু'আ ও যিকর - আযকার সালাম ফিরানোর পর সাথে সাথে সুন্নাত সালাতের পূর্বেই পাঠ করা উচিত। কেননা এ বিষয় হাদীসসমূহে প্রকাশ্য বর্ণনা রয়েছে এবং কোন কোন শব্দগুচ্ছের দাবীত্ত এটাই।

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে اَللّٰهُمَّ اَنْتَ. الخ পাঠ করতে যতটুকু সময় লাগে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল ততটুকু সময় বসতেন। একথার কয়েকটি ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাতীসের তাৎপর্য হল, সালাম ফিরানোর পর তিনি সালাতরত অবস্থায় বসে থাকা পর্যন্ত কেবল উক্ত দু'আ পাঠ করার সময় পর্যন্ত বসতেন। তার তিনি ডান কিংবা বাম দিক কিংবা মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। এও বলা যেতে পারে যে, হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা তাঁর সব সময়ের আমল ছিলনা বরং কখনো এরূপ হতো যে, তিনি সালাম ফিরানোর পর

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

পাঠ করে উঠে যেতেন। তিনি সম্ভবত এরূপ এজন্য করতেন যেন লোকেরা তাঁর আমল সম্পর্কে জানতে পারে যে, সালামের পর এসব বাক্য পাঠ করা ফরয ওয়াজিব কিছু নয়। বরং তা মুস্তাহাব কিংবা নফল পর্যায়ের ইবাদত।

জ্ঞাতব্য ঃ সালামের পর যিকর্ ও দু'আ সম্পর্কিত যে সব হাদীস পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে সালামের পর যিকরও দু'আর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ও আমল করতেন এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করতেন। এটা অস্বীকার করার অবকাশ নেই। তবে সালামের পর মুক্তাদীগণ ও যে ইমামের অনুসরণে বাধ্য থাকার যে প্রথা চালু হয়েছে, যার ফলে কোন প্রয়োজনে ও ইমামের পূর্বে কারো উঠে চলে যাওয়াকে খারাপ মনে করা হয়, এটা একটা ভিত্তিহীন প্রথা এবং এটা সংশোধনযোগ্য বিষয়। সালাম ফেরানোর সাথে সাথে ইমামের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়, তাই সালামের পরের দু'আতে ইমামের অনুসরণ করা আবশ্যকীয় নয়। ইচ্ছা করলে কেউ সংক্ষিপ্ত দু'আ করে ইমামের পূর্বেই উঠে চলে যেতে পারে অথবা ইচ্ছা করলে নিজের আবগ অনুভূতি অনুযায়ী দীর্ঘক্ষণ দু'আ করতে পারে। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১২)

সুন্নাত ও নফল সালাতসমূহ

দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয করা হয়েছে এবং বলা চলে তা ইসলামের অন্যতম রুকন এবং ঈমানের অন্যতম দাবি। এই ফরয সালাতের আগে কিংবা পরে অথবা অন্য কোন সময়ে কিছু সালাত আদায়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের উৎসাহিত করেছেন। এসবের মধ্যে যেগুলোর জন্য তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন অথবা অন্যকে তাগিদ দানের সাথে সাথে নিজে আমল করে দেখিয়েছেন সাধারণ পরিভাষার এগুলো সুন্নাত নামে অভিহিত এবং এ ছাড়া অপরাপর সালাতসমূহ নফল রূপে পরিচিত। যে সব সুন্নাত কিংবা নফল সালাত ফরয সালাতর পূর্বে আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তার বিশেষ হিক্‌মত হল এই যে, ফরয সালাতের মাধ্যমে বান্দা যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে বিশেষ হাযিরী পেশ করে, তাই একাজ শুরু করার পূর্বে একাকী দুই-চার রাক'আত সালাত আদায় করে তাঁর প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ সহ নিজকে তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া জরুরী। পক্ষান্তরে যে সব সুন্নাত কিংবা নফল সালাত ফরয সালাতের পর আদায়ের প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়েছে তার হিক্‌মত হল এই যে, ফরয সালাতে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়ে গেছে তা প্রতিবিধান কল্পে কয়েক রাক'আত সুন্নাত কিংবা নফল সালাত আদায় করা হয়। তবে যে সকল সালাতের আগে কিংবা পরে কোন সুন্নাত কিংবা

নফল সালাত নেই অথবা সরাসরি রূপ সালাত আদায় নিষেধ করা হয়েছে তাতেও কিছু হিক্‌মত আছে বৈকি! ইনশাআল্লাহ্ যথাস্থানে এবিষয় বর্ণনা করা হবে।

ফরয সালাতের আগে পরে ব্যতীত যে সকল স্বতন্ত্র নফল সালাত রয়েছে যেমন চাশ্‌ত এবং রাতে তাহাজ্জুদের সালাত, তা মূলত কেবল আল্লাহ্‌র সর্বাধিক নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদেরই নসীব হয়। এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর সুন্নাত ও নফল সালাত সম্পর্কীয় কতিপয় হাদীস পাঠ করা যেতে পারে।

দিন রাতের সুন্নাতে মু'আক্‌কাদ সালাতসমূহ

١٨٠- عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى فِىْ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ- رواه الترمذى

১৮০. হযরত উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দিন রাতে বার রাক'আত, (ফরয ছাড়াও সুন্নাত) সালাত আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে। তাহল যুহরের সালাতের পূর্বে চার রাক'আত পরে দুই রাক'আত, মাগরিবের সালাতের পরে দুই রাক'আত, এশার সালাতের পরে দুই রাক'আত, এবং ফজরের সালাতের পূর্বে দুই রাক'আত। (তিরমিযী)

(উম্মু হাবীবা (রা) এই রিওয়ায়াতটি সহীহ্ মুসলিমেও রয়েছে কিন্তু সেখানে রাক'আত সমূহের বিস্তারিত পৃথক পৃথক বিবরণ নেই।)

ব্যাখা ঃ এই হাদীসে যুহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাতের কথা উল্লেখ আছে। আলোচ্য হাদীসের মর্মের অনুরূপ একটি হাদীস সুনানে নাসায়ীতে হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং সহীহ্ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমল বিধৃত হয়েছে। নবী করীম ﷺ যুহরের সালাত আদায়ের পূর্বে ঘরে চার রাক'আত সুন্নাত সালাত আদায় করে নিতেন, এরপরে মসজিদে গিয়ে যুহরের সালাতের ইমামতি করতেন। তারপর ঘরে ফিরে এসে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করে নিতেন। অনুরূপ মাগরিবের সালাতের ইমামতি করার পর ঘরে ফিরতেন এবং দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন। হাদীসের শেষ পর্যায়ে তিনি (আয়েশা) বলেন, সুবহে সাদিক হলে প্রথমে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন। কিন্তু কোন কোন হাদীসে

যুহরের ফরযের পূর্বে চার রাক্‌'আতের স্থলে দুই রাক্‌'আতের বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন পরবর্তী হাদীস থেকে তা জানা যাবে।

١٨١- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهُوْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِىْ بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِىْ بَيْتِهِ قَالَ وَحَدَّثَتْنِىْ حَفْصَةُ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ حِيْنَ يَطْلَعُ الْفَجْرُ- رواه البخارى ومسلم

১৮১. হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে যুহরের পূর্বে দুই রাক'আত ও পরে দুই রাক'আত, মাগরিবের পরে দুই রাক'আত, এশার পরে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেছি। তিনি বলেন, হাফ্‌সা (রা) আমার নিকট (এই মর্মে) হাদীস বর্ণনা করেন যে, ফজরের সময় হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সংক্ষেপে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে যুহরের (ফরযের) পূর্বে দুই রাক'আত সালাতের কথা উল্লেখ আছে। এ পর্যায়ের সমস্ত হাদীস সামনে রাখলে বুঝা যায় যে, অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহরের পূর্বে চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। বলাবাহুল্য, উভয় প্রকার আমাল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে প্রমাণিত। কাজেই যা আমল করা হবে, তাতে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। এই অধম (গ্রন্থকার) কোন কোন আলিমকে দেখেছে যে, তাঁরা বেশীর ভাগ সময়ে যহরের পূর্বে চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। কিন্তু যখন তারা জামা'আতের সময় নিকট মনে করতেন তখন দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নেওয়া যথেষ্ট মনে করতেন।

উপরোক্ত হাদীসসমূহে যে বার অথবা দশ রাক'আত সুন্নাতের কথা উল্লিখিত আছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কার্যত তাতে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। তিনি ঐ গুলোর কোন কোন সালাতের প্রতি বিশেষভাবে তাকীদ দিয়েছেন। এ জন্য এই সালাত সমূহকে সুন্নাতে মু'আক্‌কাদা বলে গন্য করা হয়। এই সালাত সমূহের মধ্যে তিনি ফজরের সুন্নাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

ফজরের সুন্নাতের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ এবং এর ফযীলাত

١٨٢- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا - رواه مسلم

১৮২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ফজরের দুই রাক'আত (সুন্নাত) সালাত পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চাইতেও উত্তম। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম এই যে, পারকালে ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত সালাতের যে সাওয়াব পাওয়া যাবে তা "পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে" যেসব বস্তুর চাইতে অধিক মূল্যবান বিবেচিত হবে। কেননা পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা সবই ধ্বংসশীল এবং আখিরাতের সাওয়াব স্থায়ী ও অন্তহীন হবে। এ বাস্তব অবস্থা আখিরাতে আমাদের সামনে উম্মুক্ত হয়ে যাবে।

١٨٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَدْعُوْهُمَا وَاِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ - رواه أبو داؤد

১৮৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঘোড়া তোমাদেরকে তাড়ালেও তোমরা ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত সালাত ছেড়ে দেবে না। (অর্থাৎ তুমি যদি সফরে থাক এবং গোড়ার পিঠে চড়ে দ্রুত পথ অতিক্রম কর তবু ও ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত সালাত ত্যাগ করবে না। সুনানে আবূ দাউদ)।

١٨٤- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ - رواه البخارى ومسلم

১৮৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত সালাতকে যতবেশী গুরুত্ব দিতেন অন্য কোন সুন্নাত কিংবা নফল সালাতের প্রতি এতটা গুরুত্ব দিতেন না। (সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম)

١٨٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ - رواه الترمذى

১৮৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত আদায় করতে পারে নি সে যেন সূর্য উঠার পর তা আদায় করে নেয়া (তিরমিযী)

ফজর ব্যতীত অপরাপর ওয়াক্তের সুন্নাত ও নফল নালাত সমূহের ফযীলত

١٨٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ - رواه الترمذى

১৮৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফযরের (পূর্বের) দু'রাকা'আত পড়ল না, তাকে অবশ্যই সূর্য উদয়ের পর দু'রাক'আত পড়তে হবে। (তিরমিযী)

١٨٦- عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ الاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعٌ، قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيْهِنَّ تَسْلِيْمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ اَبْوَابُ السَّمَاءِ - رواه أبوداؤد وابن ماجه

১৮৬. হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যুহরের ফরয সালাতের পূর্বে এক সালামে যে ব্যক্তি চার রাক'আত সালাত আদায় করবে এর বদলৌতে তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ উম্মুক্ত করে দেওয়া হবে। (সুনানে আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজাহ্)

١٨٧- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا لَمْ يُصَلِّ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَّهُنَّ بَعْدَهَا - (رواه الترمذى)

১৮৭. হযতর আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যদি(কোন কারণে) যুহরের পূর্বে চার রাক'আত সালাত আদায় করতে না পারতেন তবে যুহরের সালাতের পর তা আদায় করতেন। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ ইব্ন মাজাহ শরীফে এই রিওয়ায়াতটি আরও পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে এরূপ অবস্থায় যে, তিনি যুহরের ফরযের পরে দুই রাক'আত এবং যুহরের পূর্বের চার রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন।

١٨٨- عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَافَظَ عَلَى اَرْبَعِ رَكْعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ - (رواه أحمد والترمذى أبوداؤد والنسائى وابن ماجة)

১৮৮. হযরত উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত সালাতের হিফাযত করবে আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন। (আহ্মাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন ভাষ্যকার লিখেছেন যে, যুহরের ফরযের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুই রাক'আত সালাত আদায়ের পক্ষে অধিক প্রমাণ মিলে। যেমন উপরের বর্ণিত হাদীস থেকে তা জানা যায় যে যুহরের ফরযের পর কেবল দুই রাক'আত সালাত আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদার অন্তর্ভুক্ত। তবে চার রাক'আত এভাবে আদায় করা যায় যে, দুই রাক'আত সুন্নাতে মু'আক্কাদা আদায় করে অতিরিক্ত দুই রাক'আত নফল আদায় করা।

জ্ঞাতব্যঃ আমাদের দেশে যুহরের ফরযের দুই রাক'আত সুন্নাত শেষে দুই রাক'আত নফল আদায়ের যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে। তাই আধিকাংশ মানুষ সাধারণভাবে সকল ওয়াক্তের নফল বসে আদায় করে এবং তারা মনে করে নফল বসে আদায় করা চাই। অথচ তা নিতান্ত ভুল ধারণা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাদীসে স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, বসে নফল আদায়ের সাওয়াব দাঁড়িয়ে আদায়ের তুলনায় অর্ধেক।

١٨٩- عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا- (رواه أحمد والترمذى وأبوداؤد)

১৮৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করুন যে আসরের পূর্বে চার রাক'আত সালাত আদায় করে। (আহ্মাদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ আসরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাক'আত নফল আদায়ের প্রতি এই হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অনুপ্রেরণামূলক ঘোষণা এবং এ ব্যাপারে তাঁর আমলেরও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, আসরের পূর্বে দুই রাক'আত নফল সালাত আদায়ের ব্যাপারেও তাঁর থেকে প্রমাণিত।

١٩٠- عَنْ مُحَمَّدِبْنِ عَمَّارِبْنِ يَاسِرٍ قَالَ رَأَيْتُ عَمَّارَبْنَ يَاسِرٍ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكْعَاتٍ وَقَالَ رَاَيْتُ حَبِيْبِىْ ﷺ بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكْعَاتٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ- (رواه الطبرانى)

১৯০. মুহাম্মাদ ইব্ন আম্মার ইবন ইয়াসির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (আমার পিতা) আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা)কে মাগরিবের পর ছয় রাক'আত সালাত আদায় করতে দেখেছি এবং তিনি বলতেন, আমি আমার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মাগরিবের পর ছয় রাক'আত সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি

বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাক'আত (নফল) সালাত আদায় করবে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনাপুঞ্জের সমান হয়। (তাবারানী)

ব্যাখ্যা ঃ মাগরিবের ফরযের পর হযরত উম্মু হাবীবা, আয়েশা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) সূত্রে যে দুই রাক'আত সুন্নাতে মু'আক্কাদা সালাতের কথা উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়। তা ব্যতীত যদি চার রাক'আত নফল আদায় করা হয় তবে নফল সংখ্যা ছয় রাক'আত দাড়ায়। কোন বান্দা যদি তা আদায় করে তবে এ হাদীসের গুনাহ মাফের যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে তা পাওয়ার যোগ্য হবে।

١٩١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ اِلاَّ صَلَّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ اَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ - (رواه أبوداؤد)

১৯১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার সালাত আদায়ের পর আমার হুজরায় প্রবেশ করে সব সময় চার রাক'আত অথবা ছয় রাক'আত নফল সালাত আদায় করতেন। (সূনানে আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ এশার ফরযের পর দুই রাক'আত সালাতের বিবরণ উম্মু হাবীবা, আয়েশা, ইব্ন উমার (রা) প্রমুখের বর্ণনা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ হাদীসে দ্বারা স্পষ্ট জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার সালাত আদায় করে ঘুমাবার পূর্বে সুন্নাতে মু'আক্কাদা দুই রাক'আত সালাত ব্যতীত কখনও দুই রাক'আত আবার কখন ও চার রাক'আত অতিরিক্ত নফল সালাত আদায় করতেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

বিতরের সালাত

١٩٢- عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اَمَدَّكُمْ بِصَلٰوةٍ هِىَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللّٰهُ لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلٰوتِ الْعِشَاءِ اِلَى اَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ - (رواه الترمذى وأبوداؤد)

১৯২. হযরত খারিজা ইব্ন হুযাফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন (একদিন) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হুজ্‌রা থেকে) বের হয়ে আমাদের কাছে আসেন এবং বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ একটি সালাত দিয়ে তোমাদের সাহায্য করেছেন। এটা তোমাদের জন্য অনেক লাল উটের চেয়েও উত্তম আর তা হল সালাতুল বিত্‌র। আল্লাহ্

তোমাদের জন্য তা এশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে আদায়ের জন্য সময় নির্ধারণ করেছেন। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

١٩٣- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا - (رواه أبو داؤد)

১৯৩. হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ সালাতুল বিত্‌র হক (সত্য), যে ব্যক্তি তা আদায় করবে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। সালাতুল বিত্‌র হক, যে ব্যক্তি তা আদায় করবে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। সালাতুল বিত্‌র হক, যে ব্যক্তি তা আদায় করবে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ সালাতুল বিত্‌র সম্পর্কে এই হচ্ছে সর্বাধিক কঠোর নির্দেশনামা ও ধমক। এ ধরনের হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন, সালাতুল বিত্‌র কেবলমাত্র সুন্নাত সালাত নয় বরং বিত্‌র নামায ওয়াজিব। অর্থাৎ এর মর্যাদা ফরযের নিচে এবং সুন্নাতে মুআ'ক্কাদার উপরে।

١٩٤- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنِ الْوَتْرِ اَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ اِذَا ذَكَرَ اَوِاسْتَيْقَظَ - (رواه الترمذى وأبوداؤد وابن ماجة)

১৯৪. হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিদ্রা বা ভুলবশত সালাতুল বিত্‌র আদায় করে নি সে যেন স্মরণ হওয়ার অথবা ঘুম থেকে জাগার সাথে সাথে তা আদায় করে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইব্‌ন মাজাহ্)

١٩٥- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلٰوتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا -(رواه مسلم)

১৯৫. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ তোমরা বিত্‌রকে তোমাদের রাতের শেষ সালাত বানাও। (শেষ সালাত যেন বিতরের সালাত হয়।) (মুসলিম)

١٩٦- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَافَ اَلاَّ يَقُوْمَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ اَخِرَ اللَّيْلِ فَاِنْ صَلٰوةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ وَذَالِكَ اَفْضَلُ (رواه مسلم)

১৯৬. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শেষ রাতে উঠতে পারবে না বলে যার আশংকা রয়েছে, সে যেন প্রথম রাতেই এশার সাথে সাথে সালাতুল বিত্‌র আদায় করে নেয়। আর যে ব্যক্তি শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারবে বলে আশা রাখে সে যেন রাতের শেষ ভাগে তাহাজ্জুদের পর সালাতুল বিত্‌র আদায় করে। কেননা শেষ রাতের সালাতে রহমতের ফিরিশ্‌তারা উপস্থিত হয় এবং এটা বড়ই ফযীলতের সময় (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ উপরে বর্ণিত হাদীস দু'টো দ্বারা সালাতুল বিত্‌র সম্পর্কে এই সাধারণ বিধান জানা যায় যে, সালাতুল বিত্‌র রাতের সকল সালাতের পরে আদায় করা উচিত এমন কি নফলেরও পরে। যার শেষ রাতে উঠার ব্যাপারে নিজের প্রতি আস্থা রয়েছে সে যেন প্রথম রাথে সালাতুল বিত্‌র আদায় না করে বরং শেষ রাতে তাহাজ্জুদের সাথে আদায় করে নেয়। আর যার নিজের উপর এই আস্থা নেই সে যেন প্রথম রাতেই তা আদায় করে নেয়। কিন্তু কোন কোন সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে প্রথম রাতে সালাতুল বিত্‌র আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ঐ সকল অবকাশ প্রাপ্তদের অন্যতম। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে তাঁর বর্ণনা পাওয়া যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কতিপয় বিষয়ের উপদেশ দেন তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, "আমি যেন প্রথম রাতেই সালাতুল বিত্‌র আদায় করে নেই"।

١٩٧- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قُبَيْسٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ بِكَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ؟ قَالَتْ كَانَ يُوْتِرُ بِاَرْبَعٍ وَثَلٰثٍ وَسِتٍّ وَّ ثَلٰثٍ وَّ ثَمَانٍ وَ ثَلٰثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِاَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلاَ بِاَكْثَرَ مِنْ ثَلٰثَةَ عَشْرَةَ - رواه أبو داؤد

১৯৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ কুবায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা) এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত রাক'আত সালাতুল বিত্‌র আদায় করতেন? তিনি বলেন, চার এবং তিন, ছয় এবং তিন, আট এবং তের রাক'আতের বেশী তিনি সালাতুল বিত্‌র আদায় করতেন না। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন সাহাবী তাহাজ্জুদ ও সালাতুল বিত্‌রকে একত্রে বিত্‌র বলতেন। হযরত আয়েশা (রা) এ পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন। তিনি এ হাদীসের আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ কুবায়সের জিজ্ঞাসার জবাব উক্ত মূলনীতির উপর ভিত্তি

করে উপস্থাপন করেন। তাঁর বাণীর মর্ম হচ্ছে এই যে , রাসূসুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল বিত্‌রের প্রথমে কখনো চার রাক'আত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন, আমার কখনও ছয় রাক'আত, আবার কখনও আট রাক'আত, আবার কখনও দশ রাক'আত আদায় করতেন। কিন্তু সাধারণত চার রাক'আতের কম এবং দশ রাক'আতের বেশী তিনি তাহাজ্জুদ আদায় করতেন না এবং তাহাজ্জুদ সালাত শেষে তিনি তিন রাক'আত সালাতুল বিত্‌র আদায় করতেন।

সালাতুল বিত্‌রের কিরা'আত

١٩٨- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْنَا عَائِشَةَ بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْأُوْلَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى وَفِى الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ - رواه الترمذى وأبو داؤد

১৯৮. হযরত আবদুল আযীয ইবন জুরায়জ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল বিত্‌রে কোন কোন সূরা পাঠ করতেন? তিনি বলেন, তিনি প্রথম রাক'আতে "সাব্বি হিস্‌মা রবিবকাল আলা" দ্বিতীয় রাক'আতে "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন" এবং তৃতীয় রাক'আতে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযূ বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউযূ বিরাব্বিন নাস" সূরা পাঠ করতেন। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল বিতরের প্রথম রাক'আতে 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা', দ্বিতীয় রাক'আতে "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন" এবং তৃতীয় রাক'আতে যে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করতেন তা উবাই ইব্‌ন কা'ব এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বস (রা) এর রিওয়ায়াত থেকেও জানা যায়। কিন্তু এই দুই মহান সাহাবী তৃতীয় রাক'আতে "মু'আবিবযাতাইন" (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পাঠের কথা উল্লেখ করেন নি। তৃতীয় রাক'আতে কখনও কখনও কেবল শুধু সূরা ইখ্‌লাস পাঠ করতেন। আবার কখনও সূরা ইখ্‌লাসের সাথে মু'আবিবযাতাইনও পাঠ করতেন।

সালাতুল বিতরে দু'আ কুনূত পাঠ করা

١٩٩- عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عَلِىٍّ قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ فِىْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ اَللّٰهُمَّ اِهْدِنِىْ فِىْ مَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ

عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ - (رواه الترمذ وأبوداؤد والنسائى وابن ماجه والدارمى)

১৯৯. হযরত হাসান ইব্‌ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল বিত্‌র পড়ার জন্য আমাকে কয়েকটি বাক্য শিখিয়েছেন। এ গুলো আমি সালাতুল বিতরে পাঠ করে থাকি। তা হল ঃ হে আল্লাহ্! যাদেরকে তুমি সৎপথ প্রদর্শন করেছ, আমাকেও তাদের সাথে সৎপথ প্রদর্শন কর, যাদের প্রতি উদারতা দেখিয়েছ, তুমি তাদের সাথে আমার প্রতিও উদারতা দেখাও। তুমি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ, তাদের সাথে আমারও অভিভাবকত্ব গ্রহণ কর। তুমি আমাকে যা দান করেছ, তার মধ্যে বরকত দাও। তোমার নির্ধারিত অকল্যাণ থেকে আমাকে রক্ষা কর। কেননা তুমিই সিদ্ধান্ত দিতে পার, তোমার উপর কারও সিদ্ধান্ত চলে না। তুমি তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ, সে কখনও অপমানিত হয় না, তুমি কল্যাণময়, তুমি সুউচ্চ। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজাহ ও দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ কুনূত সম্পর্কীয় কোন কোন বর্ণনায় " لا يذل من واليت " (তুমি যার অভিভবকত্ব গ্রহণ করেছ সে কখনও অপমানিত হয় না (বাক্যের পর ولا يعز من عاديت " (যার সাথে তোমার বৈরিতা রয়েছে সে কখনো সন্মানিত হতে পাবে না) এসেছে। আবার কোন কোন বর্ণনায় تباركت ربنا وتعاليت (তুমি কল্যাণময়, তুমি সুউচ্চ) বাক্যের পর " واستغفرك وأتوب اليك " আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি) এসেছে। কোন কোন বর্ণনায় তাওবা ও ইসতিগ্‌ফারের বাক্যসমূহের পর এই দুরূদ " وصلى الله على النبى "- (আল্লাহ্ তা আমার তাঁর নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন) অতিরিক্ত এসেছে।

অধিকাংশ আলিম সালাতুল বিতরে এই কুনূতই পাঠ করে থাকেন। হানাফী মাযহাবে যে কুনূত প্রচলিত তা হচ্ছে " اللّٰهُم انا نستعينك ونستغفرك الخ।এটি ইমাম ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইমাম তাহাভী (র) সহ অপরাপর আলিম হযরত উমার ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা শামী (র) পূর্ব কালের কোন কোন হানাফী আলিমের এই মত উদ্ধৃত করেছেন যে

اللّٰهُم انا نستعينك ونستغفرك الخ পড়ার পর হাসান ইব্ন আলী (রা) কর্তৃক বর্ণিত দু'আ কুনূত اللهم اهدنى فيمن هديت পাঠ করা উত্তম।

٢٠٠- عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ اٰخِرِ وِتْرِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ -(رواه أبوداؤد والترمذى والنسائى وابن ماجاة)

২০০. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সালাতুল বিত্‌রের শেষ রাক'আতে এরূপ দু'আ পাঠ করতেন ঃ اللهم انى اعوذبك .... على نفسك "হে আল্লাহ্! আমি তোমার ক্রোধ থেকে সন্তুষ্টির এবং তোমার শাস্তি থেকে ক্ষমার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি তোমার যথাযথ প্রশংসা করতে সক্ষম নেই (আমি শুধু এটুকু বলতে পারি) তুমি তো এ রূপ যেমন তুমি নিজের প্রশংসা বর্ণনা করেছ। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ সুবহানাল্লাহ্ ! এই দু'আটি কতই না সূক্ষ্মমর্ম সম্বলিত! দু'আর মূল কথা হচ্ছে এই আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি, আল্লাহ্‌র পাকড়াও আল্লাহ্‌র শাস্তি এবং তাঁর মাহিমাময় সত্তার থেকে তিনি ছাড়া কোন আশ্রয় নেই। কাজেই তাঁর অনুগ্রহ সাহায্য এবং দয়ার্দ্র সত্তাই কেবল আশ্রয় দিতে পারে। হযরত আলী (রা) বর্ণিত হাদীসে শুধু এতটুকু কথা উল্লেখিত হয়েছে যে রাসূলূল্লাহ্ ﷺ তাঁর সালাতুল বিতরের শেষ রাক'আতে এই দু'আ পাঠ করতেন। এর মর্ম এত হতে পারে যে, নবী ﷺ তৃতীয় রাক'আতে কুনূত হিসেবে এই দু'আ পাঠ করতেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলিম এই অর্থ বুঝেছেন। আবার হাদীসের মর্ম এও হতে পারে যে, বিত্‌র সালাতের শেষ বৈঠকের সালামের পূর্বে অথবা সালামের পরে এই দু'আ পাঠ করতেন। হাদীসের মর্ম এও হতে পারে যে, বিতরের শেষ সিজ্‌দায় নবী ﷺ এই দু'আ পাঠ করতেন। সহীহ্ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে রাতের সালাতে এই দু'আ পাঠ করতে শোনেন। মোটকথা এ সব ব্যাখ্যাই সঠিক হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কে আমলের তাওফীক দিন।

٢٠١- عَنْ اُبَىٍّ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَلَّمَ فِى الْوِتْرِ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ - رواه أبوداؤد والنسائى وزاد ثلث مرات يطيل)

২০১. হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বার্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতুল বিতরের সালাম ফিরিয়ে বলতেন ঃ "সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস " (আবূ দাউদ, নাসাঈ এবং তিনি ثلث مرات يطيل শব্দমালা অতিরিক্ত বর্ণনা করে পাঠ করতেন এবং তা দীর্ঘ করে পাঠ করতেন। আবার অন্য বর্ণনায় আছে যে, يرفع صوته بالثالثة তিনি তৃতীয়বারে এই কাব্যটি উচ্চস্বরে পাঠ করতেন।

বিত্‌রের পর দুই রাক'আত নফল সালাত

٢٠٢- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ كَانَ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ- رواه الترمذى وزاد ابن ماجه خفيفتين وَهُوَ جَالِسٌ

২০২. হযরত উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বিত্‌রের পর আরো দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন। (তিরমিযী)। ইব্ন মাজাহর বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে তিনি বসে হাল্‌কাভাবে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

ব্যাখ্যা ঃ বিত্‌রের সালাতের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক দুই রাক'আত নফল সালাত বসে আদায় করার বর্ণনা হযরত উম্মু সালামা (রা) ছাড়াও হযরত আয়েশা ও হযরত আবূ উমামা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। উল্লিখিত হাদীস সমূহের উপর ভিত্তি করে কিছু সংখ্যক আলিম বলেছেন ঃ বিতরের পর দুই রাক'আত সালাত বসে আদায় করাই উত্তম। কিন্তু অপরাপর আলিমগণ বলেছেনঃ এ বিষয়ে সাধারণ উম্মাতকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে তুলনা করার অবকাশ নেই। সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বসে সালাত আদায় করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বরাতে এক ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছিলেন যে, বসে সালাত আদায়ে রয়েছে দাঁড়ান অবস্থায় সালাত আদায়ের চেয়ে অর্ধেক সাওয়াব, অথচ আপনি বসে সালাত আদায় করছেন ? তিনি বললেন ঃ মাস'আলাও ঠিক আছে (বসে আদায় করলে দাঁড়ানোর অর্ধেক সাওয়াব) কিন্তু এ ব্যাপারে আমি তোমাদের মত নই। আমার সাথে আল্লাহ্‌র রয়েছে তোমাদের তুলনায় ভিন্নধর্মী সম্পর্ক, অর্থাৎ আমার বসে সালাত আদায়েও রয়েছে পূর্ণ সাওয়াব। এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে অধিকাংশ আলিম বলেছেন ঃ বিত্‌রের পর দুই রাক'আত নফলের ব্যাপারে পৃথক কোন নিয়ম নেই। বরং সাধারণ বিধান বসে সালাত

আদায়ে রয়েছে দাঁড়ান অবস্থায় সালাত আদায়ের চেয়ে অর্ধেক সাওয়াব কার্যকর হবে। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

বিত্‌র সম্পর্কে এই হাদীস উপরে আলোচিত হয়েছে যে, "বিত্‌র রাতের সর্বশেষ সালাত হওয়া চাই।" তবে বিতরের পর দুই রাক'আত সালাত আদায় এই হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা এই দুই রাক'আত ও বিতরের অনুগামী এর পৃথক কোন অবস্থান নেই।

কিয়ামুল লায়ল বা তাহাজ্জুদ সালাতের ফযীলত ও গুরুত্ব

এশা ও ফজর সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে কোন ফরয সালাত নেই । কাজেই এশার সালাত যদি প্রথম ওয়াক্তে কিংবা অল্প দেরীতে আদায় করা হয়, তবে ফজর পর্যন্ত দীর্ঘ সময় পাওয়া যায়। গভীর রাতের নীরবতায় পরিবেশ যেরূপ প্রশান্তিময় হয় অন্য সময় তা হয় না। যদি কেউ এশার পরে কিছু সময়ের জন্য নিদ্রা যায় এবং অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর (যা তাহাজ্জুদের প্রকৃত সময় উঠে যায় তবে যে একাগ্রতা ও মনোযোগের সাথে সালাত আদায় নসীব হয় তা অন্য সময়) তা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, এ সময় শয্যা ত্যাগ করে সালাত আদায় করা প্রবৃত্তির শাসন ও প্রশিক্ষণের ও একটি মাধ্যম। কুরআন মাজীদে আছে إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيْلاً "অবশ্য রাতের উত্থান প্রবৃত্তি দলনে প্রবলতর এবং বাক্য স্ফুরণে সঠিক"। (৭৩, সূরা মুযযাম্মিল ঃ ৬) অন্যত্র বলা হয়েছে تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا "তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায়"। (৩২, সূরা সাজ্‌দা ঃ ১৬) পরের আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'এসব আমলকারীদের জন্য রয়েছে জান্নাতে সম্মানজনক পুরস্কার যাতে রয়েছে তাদের জন্য নয়নাভিয়াম বস্তু সামগ্রী। আর এবিষয়ে আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জ্ঞাত নয়।'

কুরআন মাজীদের একস্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাহাজ্জুদের নির্দেশ দানের সাথে সাথে 'মাকামে মাহমূদ' দানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا এবং "রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করবে, এ হল তোমার জন্য এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।" (১৭, সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৯)

'মাকামে মাহমূদ' আখিরাতে এবং জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদার অবস্থান হবে। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, 'মাকামে মাহমূদ' এবং তাহাজ্জাদ সালাতের

মধ্যে কোন বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই কোন মুসল্লী যদি গভীরভাবে তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হয়, তবে আল্লাহ্ চাহেত 'মাকামে মাহমূদে' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন যা কোন পর্যায়ের সাহচর্য তাঁর নসীব হতে পাবে।

সহীহ্ হাদীস সমূহ থেকে জানা যায় যে, রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি এক বিশেষ দয়া ও রহমত নিয়ে একান্তভাবে মানোনিবেশ করেন। কাজেই আল্লাহ্‌র যে সকল বান্দার মনে এ অনুভুতি জাগ্রত থাকে তারা ঐ বরকত পূর্ণ সময় তা বিশেষভাবে অনুভব করে থাকে। এই ভূমিকার পর কিয়ামুল লায়ল তাহাজ্জুদের সাথে সম্পৃক্ত কিছু সংখ্যক হাদীস পাঠ করা যাক।

٢٠٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَاسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِىْ فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاغْفِرْ لَهُ - (رواه البخارى ومسلم)

২০৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন - কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন, যে আমার কাছে প্রার্থনা করবে? আমি তোর প্রার্থিত বস্তু তাকে দান করব। কে আছে এমন, যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে আল্লাহ্‌র অবতরণ সম্পর্কে যে বক্তব্য গুণাবলী ও কর্মের বহিঃপ্রকাশ, যার হাকীকত সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। যেমনিভাবে আমরা ইয়াদুল্লাহ, ওয়াজহুল্লাহ্, ইস্তাওয়া আলাল আরশ্ ইত্যাদি গুর্ণাবলীও কর্মের হাকীকত সম্পর্কে অবহিত নই। আল্লাহ্‌র সত্তা, গুণাবলী ও কর্মকাণ্ডের হাকীকত ও অবস্থার জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতার স্বীকৃতিই জ্ঞানের পরিচায়ক। পূর্ববর্তী আলিমগণের অভিমত এই যে, তাঁর সম্পর্কে নিজ অজ্ঞতা প্রকাশই যথার্থ কাজ এবং এ গুলোর হাকীকতের বিষয় অপরাপর দুর্বোধ্য বিষয়ের ন্যায় আল্লাহ্‌র দিকে সোপর্দ করা চাই। একথা মেনে নেয়া ও কর্তব্য যে এগুলোর হাকীকত যা রয়েছে তা-ই সত্য। কিন্তু আলোচ্য হাদীসের এই ভাষ্য পরিষ্কার যে, রাতের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকার সময় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের

প্রতি নিজ দয়ায় বিশেষ অবস্থাসহ মনোনিবেশ করেন এবং তিনি তিনি স্বয়ং তাদেরকে দু'আ প্রার্থনা ও ক্ষমা চেয়ে নেয়ার জন্য আহবান জানাতে থাকেন। যে ব্যক্তি এই হাকীকতে দৃঢ় বিশ্বাসী তার জন্য ঐ সময় বিছানায় নিদ্রা বিভোর থাকা মূলত কষ্টকর যেমনিভাবে এ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির শয্যাত্যাগ করে সালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়া কষ্টকর। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজ দয়ায় এই হাকীকতের এমন বিশ্বাস আমাদের নসীব করুন যাতে আমরা ঐ সময়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁর মহান দরবারে হাযিরী, দু'আ, প্রার্থনা ও ক্ষমা চেয়ে নেয়ার লক্ষ্যে সালাতে দাঁড়িয়ে যেতে পারি।

٢٠٤- عَنْ عَمْرِوبْنِ عَبَسَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ - (رواه الترمذى)

২০৪. হযরত আম্র ইব্ন আবাসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা রাতের শেষ প্রহরে বান্দার সর্বাধিক নিকটবর্তী হন। কাজেই ঐ মুবারক সময়ে আল্লাহ্র যিক্র করে সম্ভব হলে তখন তুমি ও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেও। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহর যিক্র করার প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যিক্র যদিও সাধারণ বিষয় কিন্তু সাধরণত যিক্রের সর্বোচ্চ পূর্ণাঙ্গরূপ। কেননা সালাতে অন্তর জিহবা ও অপরাপর সকল অঙ্গের যিকরের মিলন ঘটে।

٢٠٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلَ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلَوةِ الْمَكْتُوْبَةِ الصَّلَوةُ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ - رواه مسلم

২০৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ফরয সালতের পর সর্বোৎকৃষ্ট সালাত হল মধ্যরাতের (তাহাজ্জুদের) সালাত (মুসলিম)

٢٠٦- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَاِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الاِثْمِ - رواه الترمذى

২০৬. হযরত আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা উচিত। কেননা তা তোমাদের পূর্বেকার সজ্জনদের প্রতীক এবং তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের বিশেষ মাধ্যম। এ সালাত গুনাহসমূহ বিমোচনকারী। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে তাহাজ্জুদ সালাতের চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে। ১. তাহাজ্জুদ সালাত পূর্ববর্তী নেক্কারদের তরীকা ও প্রতীক, ২. আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের এক বিশেষ মাধ্যম এবং (৩) ও (৪) গুনাহ বিমোচন করে এবং গুনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখে। প্রকৃতপক্ষে তাহাজ্জুদের সালাত এবং বিরাট সম্পদ। হযরত জুনায়দ বাগদাদী (র.) সম্পর্কে কথিত আছে যে, তাঁর ইন্তিকালের পর কিছু সংখ্যক লোক তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল আপনার প্রতিপালক আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন। জবাবে তিনি বললেনঃ হাকীকত ও মা'আরিফাতের উচুঁউচুঁ দরজার যে সবকাজ আমি দুনিয়াতে করেছিলাম তা আমার কোন উপকারে আসেনি, বরং মধ্যরাতে যে সালাত আদায় করেছিলাম তা-ই কাজে লেগেছে।

٢٠٧- عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَامَاهُ فَقِيْلَ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هذَا وَقَدْ غُفِرَلَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلَا اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا- رواه البخارى ومسلم

২০৭. হযরত মুগীরা ইবন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (এত দীর্ঘ সময় তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পদযুগল ফুলে যেত। তাঁকে বলা হল, আপনি এত কষ্ট করছেন কেন অথচ আপনার পূর্বাপর ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে (এবং কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে) তিনি বললেন ঃ তাই বলে কি আমি (এ মহা অনুগ্রহের জন্য অধিক ইবাদত করে শোক্র আদায়কারী বান্দা হব না ? (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ যদিও আমাদের মত গুনাহগারদের ন্যায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর অত ইবাদাত ও রিয়াযত করার প্রয়োজন নেই, এবং যদি ও তাঁর চলাফেরা এমনকি বিশ্রাম ও সাওয়াবের কাজ, তথাপিও রাতে তিনি এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পাদযুগল ফুলে উঠত। এর মধ্যে রয়েছে আমাদের মত আরাম প্রিয় ও নায়েবে নবী হওয়ার দাবীদারদের জন্য শিক্ষণীয় সবক।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষ্পাপ হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর গুনাহ ও ক্ষমা প্রসঙ্গে

আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর গুনাহ (ذنب) ক্ষমা করার বিষয়টি স্থান পেয়েছে। আর সাধারণভাবে ذنب অর্থ গুনাহ। তাই সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠে যে, নবী রাসূলগণ নিষ্পাপ এটা যেহেতু সত্যপন্থী মুসলিম উম্মাহ্র প্রতিষ্ঠিত আকীদা। তাহলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গুনাহ ক্ষমা করার অর্থ কি দাঁড়ায় ? অধমের নিকট এ প্রশ্নের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হৃদয়স্পর্শী জবাব হল এই যে, তাঁর নিষ্পাপ হওয়ার অর্থ হল ঃ যে সব কাজ উম্মাতের ক্ষেত্রে পাপরূপে চিহ্নিত তিনি সে সব পাপ ও শরী'আত পরিপন্থী কাজ থেকে সম্পূর্ণ পূতঃ পবিত্র। তবে যে সব কাজ গুনাহ নয় মর্যাদার পরিপন্থী তা নবী-রাসূল থেকে ও সংঘটিত হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক নিজের উপর মধু হারাম করা, অথবা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মু মাকতূমের প্রতি অমনোযোগী হওয়া ইত্যাদি। উল্লেখ্য, ঘটনা দু'টিকে কেন্দ্র করে সূরা তাহ্রীম ও সূরা আবাসা অবতীর্ণ হয় এবং তাতে তাঁর প্রতি গভীর প্রতি প্রকাশ পায় এমনভাবে সতর্ক করা হয়। মোটকথা এমনিতর সাধারণ পদস্খলন নবী-রাসূল থেকে প্রকাশ পেয়েছে যদিও এসব কাজ অবাধ্যতা কিংবা গুনাহের পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু قربا نرابيش بود حيرانى "অধিক নৈকট্য, অধিক পেরেশানী" মূলনীতির উপর ভিত্তি করে নবী-রাসূলগণ এত বেশি দুশ্চিন্তা গ্রস্ত হয়ে পড়তেন যে, আমরা বিরাট বিরাট গুনাহ করেও তেমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই না। সুতরাং কুরআন হাদীসের যেখানেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিংবা অন্য কোন নবী রাসূলের ক্ষেত্রে গুনাহ ক্ষমার বিষয় আলোচনা আসে তখন মনে করতে হবে যে, এমনিতর পদস্খলন তাঁদের জন্য ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। ذنب এর আভিধানিক অর্থ এমন ব্যাপক যে, এর দ্বারা ও ত্রুটিও বুঝানো যায়।

٢٠٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ رُجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَاَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِىْ وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَاِنْ اَبِىْ نَضَحَتْ فِىْ وَجْهِ الْمَاءَ - (رواه أبو داؤد والنسائى)

২০৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির প্রতি সদয় হন যে রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে এবং তার স্ত্রীকেও জাগায়। তার পর সে (স্ত্রী) সালাত আদায় করে। আর যদি স্ত্রী উঠতে অস্বীকার করে তাহলে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ্ সেই মহিলার প্রতিও সদয় হোন যে রাতে ঘুম থেকে উঠে, তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে এবং নিজের স্বামীকেও জাগায়। তারপর সে (স্বামী) সালাত আদায় করে। আর যদি স্বামী উঠতে অস্বীকার করে, তাহলে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেয়া (আবূ দাউদ ও নাসাঈ)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীস বুঝার জন্য একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর এই বাণী যে সব সাহাবীর সামনে পেশ করেন তাঁরা তাঁর মুখে তাহাজ্জুদের কথা শুনে এবং নবী করীম ﷺ এর বাস্তব অবস্থা প্রত্যক্ষ করে এ সালাতে বান্দার কী কী উপকারিতা এবং এ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে কত বড় ক্ষতি হয়, এ ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল ছিলেন। মর্যাদার পার্থক্য সত্ত্বেও পুরুষ ও মহিলা সাহাবীদের এ অবস্থা সাধারণভাবে পরিলক্ষিত হতো। তাই তাঁরা এ সম্পদ অর্জনের লক্ষ্যে সাধ্যমত আগ্রহী ছিলেন। তবুও কখনো কখানো এরূপ হয়ে যেত যে, কোন রাতে স্বামীর ঘুম ভাঙ্গত আর স্ত্রী নিদ্রায় বিভোর থাকত অথবা স্ত্রীর ঘুম ভাঙ্গত আর স্বামী নিদ্রায় বিভোর থাকত, তখন জাগ্রত ব্যক্তি ঘুমন্তকে উঠাতে চাইতে কিন্তু ঘুমের তীব্রতা ও অলসতা বশত যদি সে উঠতে না চাইত, তবে প্রীতির বন্ধনের উপর নির্ভর করে চেহারায় পানি ছিটিয়ে দিত এবং ঘুম ভাঙ্গত। বলাবাহুল্য একাজ বিরক্তি ও বিস্বাদের সৃষ্টি না করে বরং পারস্পরিক ভালবাসার বন্ধনে উন্নতি সাধিত হয়। উল্লেখ্য এই হাদীসের সম্পর্ক সেরূপ অবস্থার সাথেই সম্পৃক্ত। নবী করীম ﷺ এর অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দান কেবল ঐ সব স্বামী স্ত্রীর জন্য যারা এ সন্মান পাবার যোগ্য এবং তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ের ব্যাপারে আগ্রহী।

তাহাজ্জুদ সালাতের কাযা ও তার প্রতি বিধান

٢٠٩- عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ اَوْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَصَلٰوةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَاَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ - رواه مسلم

২০৯. হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের নির্ধারিত ওয়াযীফা বা এর কোন অংশ না পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে, তারপর তা ফজর ও যুহরের মাঝখানে পড়ে, তার জন্য এমন সাওয়াব লেখা হয় যেন সে রাতেই তা আদায় করেছে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কোন ব্যক্তি যদি রাতের জন্য কোন প্রকার ওয়াযীফা নিজে নির্ধারিত করে নেয় উদাহরণ স্বরূপ, আমি রাতে এত রাক'আত সালাত আদায় করব এবং তাতে কুরআন মাজীদে এত অংশ পাঠ করব, কিন্তু কোন রাতে সে ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দেয় সে ব্যক্তি যদি ঐ দিন যুহরের পূর্বে তা পাঠ করে নেয়, তবে রাতে আদায় করার সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে।

٢١٠- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا فَاتَتْهُ الصَّلٰوةُ مِنَ اللَّيْلِ مَنْ وَجْعٍ اَوْ غَيْرِهِ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً - رواه مسلم

২১০. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রোগব্যাধি কিংবা অন্য কোন কারণে যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে না পারতেন তবে তিনি দিনের বেলায় বার রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কত রাক'আত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন?

٢١١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ - رواه مسلم

২১১. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ-এর রাতের সালাতের সংখ্যা ছিল তের। এর মধ্যে বিত্‌র এবং ফজরের দুই রাক'আত (সুন্নাত) ও রয়েছে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর তাহাজ্জুদ সালাত সম্পর্কীয় সাধারণ আমল বর্ণনা করেছেন। নতুবা হযরত আয়েশা (রা.) এর অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর চাইতে কমও আদায় করতেন।

٢١٢- عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَاحِدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ - رواه البخارى

২১২. হযরত মাসরূক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি হযরত আয়েশা (রা.) কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ তিনি ফজরের দুই রাক'আত (সুন্নাত) ছাড়াও সাত বা নয় কিংবা এগার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা (রা.) প্রদত্ত জবাবের মর্ম হল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো সাত রাক'আত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতেন (অর্থাৎ চার রাক'আত তাহাজ্জুদ এবং তিন রাক'আত বিতর), আবার কখনো নয় রাক'আত (অর্থাৎ ছয় রাক'আত তাহাজ্জুদ এবং তিন রাক'আত বিতর) আবার কখনো এগার রাক'আত (অর্থাৎ আট রাক'আত তাহাজ্জুদ এবং তিন রাক'আত বিত্‌র) আদায় করতেন। এবিষয়ে সবিস্তার বিবরণ সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত আয়েশা (রা.)-এর রিওয়ায়াত বিধৃত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাজ্জুদ সালাতের বিস্তারিত বিশ্লেষণ

٢١٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّىَ افْتَتَحَ صَلٰوتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ- رواه مسلم

২১৩. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রাতে সালাত আদায়ের জন্য উঠতেন তখন প্রথমে হাল্‌কাভাবে দুই রাক'আত সালাত দিয়ে শুরু করতেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কোন কোন ভাষ্যকার লিখেছেন, নবী করীম ﷺ হাল্‌কাভাবে প্রথমতঃ দুই রাক'আত সালাত আদায় করে মনে প্রফুল্লতা আনতেন। তারপর দীর্ঘ কিরা'আত যোগে সালাত আদায় করতেন। সহীহ্ মুসলিমেরই হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন রাতের সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ায় সে যেন হাল্‌কাভাবে দুই রাক'আত দিয়ে সালাত শুরু করে।

٢١٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُوْلُ "اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ" فَقَرَأَ هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ حَتّٰى خَتَمَ السُّوْرَةَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَاَطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ

ثَلٰثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكْعَاتٍ كُلَّ ذَالِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ ثُمَّ اَوْتَرَ بِثَلَاثٍ – فَاَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِىْ نُوْرًا وَّ مِنْ اَمَامِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وَّمِنْ تَحْتِىْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ نُوْرًا –

رواه مسلم

২১৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট শুইলেন। তারপর (তাহাজ্জুদের সময় হলে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাগ্রত হয়ে মিস্ওয়াক ও উযূ করেন। তিনি তখন পাঠ করছিলেন- اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ " আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে দিন ও রাতের পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য।" (৩, সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০) এই আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন। তারপর দাঁড়িয়ে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন এবং তাতে কিয়াম, রুকূ ও সিজ্দা দীর্ঘায়িত করে তিনি কিছু সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়েন। এমনকি তাঁর নাক ডাকার শব্দ হতে লাগল। এভাবে তিন বার করেন (অর্থাৎ তিনবার কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে উঠে মিস্ওয়াক ও উযূ করে দীর্ঘ কিয়াম, রুকূ ও সিজ্দাসহ দু'রাক'আত পড়লেন) এমনিভাবে তিনি (প্রথম দু' রাক'আত ব্যতীত) মোট ছয় রাক'আত পড়লেন। এবং প্রত্যেক বার উঠে তিনি মিস্ওয়াক করেন ও উযূ করেন এবং সূরা আলে ইমরানের ঐ আয়াতসমূহ পাঠ করেন। এরপর তিন রাক'আত বিতর নামায আদায় করেন। তারপর মু'আয্যিন আযান দিলে তিনি সালাতের উদ্দেশ্যে বের হন। তখন তিনি বলছিলেন " হে আল্লাহ্! দান কর আমার হৃদয়ে নূর, আমার জিহবায় নূর, আমার কানে নূর, আমার চোখে নূর, আমার পেছনে নূর, আমার সম্মুখে নূর, আমার উপরে নূর আমার নিছে নূর। হে আল্লাহ্! আমাকে নূর দান কর।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণিত এই হাদীস বুখারীও মুসলিম এবং অপরাপর হাদীস গ্রন্থসমূহে ভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় আরো সবিস্তার বিবরণ রয়েছে। বর্ণনায় কিছুটা পার্থক্য ও লক্ষণীয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, সূরা আলে - ইমরানের শেষের আয়াতসমূহ তিনি ঘুম থেকে উঠার পর উযূ করার পূর্বেই পাঠ করতেন। অনুরূপভাবে অপরাপর

বিরওয়ায়াত সূত্রে জানা যায় যে, দু'আ নূরী اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا الخ তিনি ফজরের সালাতে পাঠ করতেন। এ ছাড়া ও আরো কিছু পার্থক্য রয়েছে যেমন দুই দুই রাক'আতের মাঝখানে কিছুক্ষণ বিলম্ব করার পর নিদ্রায় যাওয়ার উল্লেখ এই রিওয়ায়াতে রয়েছে। কিন্তু অন্য বর্ণনায় তা নেই। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, দুই দুই রাক'আতের পরে নিদ্রা যাওয়া নবী করীম ﷺ এর সাধারণ আমল ছিল না । বরং ঘটনাচক্রে কোন রাতে এরূপ আমল করেন। এই রিওয়ায়েতে হাল্কাভাবে দুই রাক'আত সালাত শুরু করার কথাও উল্লিখিত হয়নি। স্পষ্টত বর্ণনাকারীর বর্ণনা থেকে তা বাদ পড়েছে এর প্রমাণ এই যে, এই হাদীসের অপর বর্ণনাকারীর বর্ণনায় পরিষ্কার তের রাক'আতের কথা উল্লিখিত হয়েছে, অথচ এই বর্ণনানুসারে মাত্র এগার রাক'আত হয়। উভয় বর্ণনার মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে যে, দ্বিতীয় রাবী প্রথম হাল্কাভাবে দুই রাক'আত আদায়ের কথা উল্লেখ করে নি এবং সম্ভবত এই দুই রাক'আতকে তিনি তাহাজ্জুদ বহির্ভূত 'তাহিয়্যাতুল উযূ' মনে করেছেন। আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত দু'আ নূরীতে নয়টি দু'আর বাক্য সন্নিবেশিত হয়েছে। অন্যান্য বর্ণনায় বাক্য সংখ্যা এর চেয়ে বেশিও পরিলক্ষিত হয়। এ অত্যন্ত বরকতময় নূরানী দু'আ। এই দু'আর মূল কথা হল এই যে, হে আল্লাহ্! আমার অন্তর, আত্মা, আমার শরীর, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিরা উপশিরায় নূর সৃষ্টি কর এবং আমাকে জ্যোতির্ময় করে দাও। আমার চারিপাশ ও উপর নিচ নূর দ্বারা পর্ণ কর। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে ঃ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এই আয়াতকে সামনে রেখে এই দু'আর মূল উদ্দেশ্য দাঁড়ায় এই যে, আমার অস্তিত্ব, আশপাশ তোমার জ্যোতি দ্বারা জ্যোতির্ময় করে দাও। আমার অন্তর-বাহির ও পরিবেশ তোমার রঙ্গে রঙ্গীন করে দাও। কেননা আল্লাহ্র বাণী صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً। "আমরা আল্লাহ্র রঙ গ্রহণ করলাম রঙ্গে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর" ? (১, সূরা বাকারা ঃ ১৩৮)

২১৫- عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثَلٰثًا ذُوالْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ فَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًامِّنَ الرُّكُوْعِهِ يَقُوْلُ لِرَبِّىَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُوْدُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ فَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ

الاَعْلَى ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ وَكَانَ يَقْعُدُ فِيْ مَا يَقْعُدُ سِجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِّنْ سُجُوْدِهِ وَكَانَ يَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْلِيْ رَبِّ اغْفِرْلِيْ فَصَلَّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَرَأَ فِيْهِنَّ الْبَقَرَةَ وَاٰلِ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ اَوِ الاَنْعَامَ شَكَّ شُعْبَةُ – (رواه أبو داؤد)

২১৫. হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে দেখেন।। তিনি সালাত শুরু করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহু আক্‌বার, আল্লাহ্ আক্‌বার, আল্লাহু আকবার (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) তিনি সর্বস্বত্বের অধিকারী, প্রভাবশালী, মহোত্তম ও সম্মানিত। তারপর সালাত শুরু করেন এবং (সূরা ফাতিহার পর) সূরা বাকারা পাঠ করেন। এর পর প্রায় কিয়ামের সমপরিমাণ (দীর্ঘ) সময় রুকূ করেন এবং রুকূতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' পাঠ করেন। তারপর রুকূ থেকে মাথা উঠান এবং প্রায় রুকূর সমপরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে 'লি রাব্বিয়াল হামদ' (আমার প্রতিপালকের জন্যই সকল প্রশংসা), সিজ্‌দায় গিয়ে 'সুবহানা রব্বিয়াল আলা' পাঠ করেন (সিজ্‌দা ও দাড়াঁনোর মত দীর্ঘ ছিল)। তারপর সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠান এবং দুই সিজ্‌দার মাঝখানে প্রায় সিজ্‌দা পরিমাণ সময় বসে 'রাব্বিগ ফিরলী রাব্বিগ ফিরলী' (হে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা কর, হে আমার 'প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর) পাঠ করেন। এভাবে তিনি চার রাক'আত সালাতে সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা ও সূরা মায়িদা অথবা সূরা আন'আম পাঠ করেন। বর্ণনাকার তার উস্তাদ আমর ইব্‌ন মুররা শেষ রাক'আতে মায়িদা না আন'আম পাঠ করার কথা বলেছিলেন সে বিষয় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যাঃ এমনিতর দীর্ঘ কিরা'আত ও দীর্ঘ রুকূ সিজ্‌দার সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তাহাজ্জুদ আদায়ের ঘটনা হযরত হুযায়ফা (রা) ছাড়াও বিপুল সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত। আছে। হযরত আওফ ইব্‌ন মালিক আশজায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করেন যাতে প্রথম দুই রাক'আতে তিনি সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান পাঠ করেন। তারপর দুই রাক'আতে এমনিতর দু'টি দীর্ঘ সূরা সম্ভবতঃ সূরা নিসা ও মায়িদা পাঠ করেন। এসব সূরা তিনি এমনভাবে পাঠ করেন যে, যেখানে রহমতের আয়াত আসত, সেখানে দীর্ঘক্ষণ রহমত কামনা করে দু'আ করতেন; আবার যেখানে আযাবের আয়াত আসত সেখানে দীর্ঘক্ষণ আযাব থেকে নিস্কৃতির দু'আ করতেন।

প্রকাশ থাকে যে, তাহাজ্জুদ সালাতের ন্যায় অন্যান্য নফল সালাতে ও কিরা'-আতের মাঝখানে দু'আ করা জায়িয বলে সকলেই একমত ।

٢١٦- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَصْبَحَ بِاٰيَةٍ وَالاٰيَةُ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ- رواه النسائى وابن ماجة

২১৬. হযরত আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ান এবং একটি মাত্র আয়াত পাঠ করতে করতে ভোর হয়ে যায় আয়াতটি হল اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَتَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ "তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও, তবে তারা তো তোমারই বান্দা আর যদি তাদের ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পারাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়" (৫, সূরা মায়িদা ঃ ১১৮) (নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ একবার একরাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ান এবং এক বিশেষ অবস্থায় একটি আয়াত বারবার পাঠ করতে থাকেন এমনকি সকাল হয়ে যায়। আয়াতটি হল এই اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّكَ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌র এক গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রশ্নের জবাবে হযরত ঈসা (আ)-এর উযর পেশের অংশ বিশেষ। সূরা মায়িদার শেষ রুকূতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন ঈসায়ী ধর্মাবলম্বীদের উপর দলীল প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বলবেন, তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকে ও আমার মাকে ইলাহ্‌রূপ গ্রহণ কর? হযরত ঈসা (আ) এ ব্যাপারে নিজের সম্পর্কহীনতার বিষয়টি পরিষ্কার করে বলবেন, তোমার কাছে তো কোন কিছু গোপন নেই। তুমি অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। তুমি ভালভাবে অবগত আছে যে, আমি তাদের তাওহীদের প্রতি আহবান করেছিলাম। আমাকে উত্তোলিত করে নেয়ার পরই তারা শিরকে জড়িয়ে পড়েছিল। তারপর হযরত ঈসা (আ)-এর জবাবের একটি অংশ হল এই আয়াত اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّكَ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ যদি তাদের এ অপরাধের জন্য শাস্তি দাও তবে তোমার এ অধিকার আছে আর ক্ষমা করে দেওয়াও তোমার ইখ্‌তিয়ার। তোমার সিদ্ধান্ত তোমার ইচ্ছা ও হিক্‌মতের ভিত্তিতেই হবে কারো চাপে না। রাত থেকে শুরু করে ফজর পর্যন্ত এই আয়াত পাঠের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে কতিপয় ভাষ্যকার লিখেছেনঃ এই আয়াত পর্যন্ত পৌছার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্ভবত তাঁর উম্মাতের কথা মনে

পড়ে যে পূর্ববর্তী উম্মাতের ন্যায় আকীদা বিশ্বাস ও কাজে তাঁর উম্মাতের মধ্যেও বিপর্যয় দেখা দেবে। তাই তিনি হযরত ঈসা (আ)-এর আকুতিপূর্ণ বাণী আল্লাহ্‌র দরবারে বারবার পাঠ করতে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

٢١٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَتْ قِرْأَةُ النَّبِىِّ ﷺ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا وَّيَخْفِظُ طَوْرًا- رواه أبوداؤد

২১৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী করীম ﷺ -এর রাতের সালাতের কিরা'আত কখনো উচু স্বরে হত আবার কখনো নিচুস্বরে হত। (আবু দাউদ)

(٢١٨) عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً فَاِذَا هُوَ بِاَبِىْ بَكْرٍ يُصَلِّىْ يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ وَمَرَّ بِعُمَرَ وَهُوَ يُصَلِّى رَافِعًا صَوْتَهُ قَالَ فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ تَخْفِضُ صَوْتَكَ قَالَ قَدْ اَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَالَ لِعُمَرَ مَرَرْتُ بِكَ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ رَافِعًا صَوْتَكَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْقِظُ الْوَسْنَانَ وَاَطْرُدُ الشَّيْطَانَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَبَا بَكْرٍ اِرْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا وَقَالَ لِعُمَرَ اَخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا - رواه أبوداؤد)

২১৮. হযরত আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ ঘর হতে বের হন এবং আবূ বাকর (রা) কে নিচুস্বরে সালাতে কিরা'আত পাঠ করতে দেখেন। হযরত উমর (রা) এর নিকট দিয়ে যাবার সময় তাঁকে উচুঃস্বরে সালাতে কিরা'আত পাঠ করতে শুনেন। তারপর তাঁরা উভয়ে নবী করীম ﷺ এর খিদ্‌মতে এল, তিনি আবূ বাকর (রা) কে আমি তোমার কাছ দিয়ে যাবার সময় তোমাকে নিচুস্বর সালাতে কিরা'আত পাঠ করতে দেখেছি। তিনি (আবূ বাকর) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমি যার কাছে আরযি পেশ করছিলাম, তিনি (আল্লাহ্) তা শুনেছেন। এরপর উমর (রা) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি উচুঃস্বরে কিরা'আত পাঠ করে অলস নিদ্রিতদের এবং শয়তান তাড়াবার ইচ্ছা কয়েছিলাম। এর পর নবী করীম ﷺ বললেন ঃ হে আবূ বাকর! তোমার স্বর কিছুটা উচু করবে আর উমরকে বললেন তোমার স্বর খানিকটা নিচু করবে। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ তাহাজ্জুদ সালাতে কিরা'আত একেবারে যেমন নিচুস্বরে পাঠ করা উচিত নয় তেমনি উচুঃস্বরে পাঠ করাও সমীচীন নয় বরং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা উচিত। এ হাদীসের মর্ম এটাই। কিন্তু কোন সময় নিচু স্বরে কিরা'আত পাঠ করা যদি অধিক সমীচীন বোধ হয়, তবে নিচুস্বরে কিরা'আত পাঠ করাই শ্রেয়। পক্ষান্তরে কখনো উচুঃস্বরে কিরা'আত পাঠ করা যদি অধিক সমীচীন বোধ হয়, তবে উচুঃস্বরে কিরা'আত পাঠ করাই শ্রেয়।

চাশ্‌ত অথবা ইশরাকের সালাত

এশা থেকে ফজর পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে কোন ফরয সালাত নেই। তাই নবী করীম ﷺ এই সময়ের মধ্যে কয়েক রাক'আত তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের জন্য উৎসাহ দান করেছেন। একইভাবে ফজর থেকে শুরু করে যুহর পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে কোন ফরয সালাত নেই। কাজেই এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কমপক্ষে দুই কিংবা তাতোধিক রাক'আত সালাতদ-দুহা বা চাশ্‌তের সালাত আদায় করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যদি সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরেই এই সালাত আদায় করা হয়, তবে তাকে ইশরাক এবং সূর্যের আলো খানিকটা উপরে উঠার পর আদায় করা হলে তাকে 'চাশ্‌ত' বলা হয়।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (রা) এ সালাতের হিক্‌মত বর্ণনা প্রসঙ্গে যা লিখেছেন তার সারমর্ম নিম্নরূপ "আরবদের নিকট ফজর থেকে দিনের সূচনা হয় এবং তাকে তারা চার প্রহরের প্রথম প্রহর বলে। আল্লাহ্‌র হিক্‌মতের দাবী হচ্ছে, এই প্রহরের কোন প্রহর যেন সালাতবিহীন না কাটে এই জন্যই প্রথম প্রহরের শুরুতে ফজর সালাত ফরয করা হয়েছে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ প্রহরে যথাক্রমে যুহর ও আসরের সালাত আদায় করা হয় এবং দ্বিতীয় প্রহরে মানুষ যেহেতু জীবিকা অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকে তাই সে সময়কে ফরয সালাত মুক্ত রাখা হয়েছে। এসময়ের মধ্যে নফল ও মুস্তাহাবরূপে চাশ্‌তের সালাত রাখা হয়েছে। এর ফযীলাত ও বরকত বর্ণনা করে তা আদায়ের ব্যাপারে সবিশেষ অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি তার প্রচণ্ড ব্যস্ততার নিগড় থেকে বেরিয়ে এসে ঐ সময়ে কয়েক রাক'আত সালাত আদায় করবে তার জন্য সফলতা অনিবার্য।

চাশ্‌তের সালাত কমপক্ষে দুই রাক'আত আদায় করা চাই। তবে চার কিংবা আট রাক'আত আদায় করা আরো উত্তম। (হুজ্জাতুল্লাহল বালিগা)

এই ভূমিকার পর চাশ্‌তের সালাত সম্পর্কীয় নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পাঠ করা যেতে পারে।

٢١٩- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَالِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى - رواه مسلم

২১৯. হযরত আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ভোর হওয়া মাত্র তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি গ্রন্থির জন্য (সুস্থভাবে উঠা আল্লাহ্র শুকুর স্বরূপ) একটি করে সাদাকা (সাওয়াবের কাজ করা আবশ্যক। সাওয়াবের তালিকা দীর্ঘ) তোমাদের প্রত্যেক 'সুবহানাল্লাহ্' বলাই একটি সাদাকা, প্রত্যেক 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলাই একটি সাদাকা, প্রত্যেক 'আল্লাহু আকবার' বলাই একটি সাদাকা, সৎকাজের আদেশ দান একটি সাদাকা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করাও একটি সাদাকা। তবে চাশ্তের সময় দুই রাক'আত সালাত আদায় করা ঐ শোকর আদায়ের জন্য যথেষ্ট। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ প্রত্যেকের প্রতিটি গ্রন্থির পক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য একটি করে দান সাদাকা করা আবশ্যক। তবে চাশ্তের দুই রাক'আত সালাত এ সবের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা এই সাধারণ শোকরকে প্রত্যেক গ্রন্থির পক্ষ থেকে কবূল করে নিবেন। সম্ভবত এর কারণ এই যে, সালাত এমন একটি ইবাদাত যা আদায় করতে মানুষের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিসমূহ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক থেকে অংশগ্রহণ করে থাকে।

٢٢٠- عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ وَاَبِىْ ذَرٍّ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِنَّهُ قَالَ يَابْنَ اٰدَمَ اِرْكَعْ لِىْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفِكَ اٰخِرَهُ - (رواه الترمزى)

২২০. হযরত আবূ দারদা ও হযরত আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলেছেন যে আল্লাহ্ বলেন ঃ হে আদম সন্তান! তুমি আমার জন্য দিনের শুরুতে চার রাক'আত সালাত আদায় কর, আমি দিনের শেষ প্রহর পর্যন্ত তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ মহান আল্লাহ্র যে বান্দা তাঁর অঙ্গীকারের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে ইশরাক অথবা চাশ্তের সময় একান্ত নিষ্ঠার সাথে চার রাক'আত সালাত আদায়

করবে, আল্লাহ্ চাহেত সে লক্ষ্য করলে দেখবে কিভাবে রাজাধিরাজ আল্লাহ্ তা'আলা তার সারাদিনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দেন।

٢٢١- عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ صَلٰوةَ الضُّحٰى ؟ قَالَتْ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ وَيَزِيْدُ مَاشَاءَ للّٰهِ - رواه مسلم

২২১. হযরত মু'আযা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চাশ্তের সালাত কত রাক'আত আদায় করেন। তিনি বললেন ঃ চার আক'আত তবে কখনো আল্লাহ্ চাইলে বেশিও আদায় করতেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত এই হাদীস থেকে জানা যায় যে,রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেশির ভাগ সময় চাশতের সালাত চার রাক'আতই আদায় করতেন। তবে কখনো কখনো বেশিও আদায় করতেন। (আয়েশা (রা.) নিজে আট রাক'আত আদায়ে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি এ সালাত আদায় করতে এত ভালবাসতেন যে, তিনি বলেন ঃ "আমার পিতামাতাকে যদি পুনঃ দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয় (সেই আনন্দের মধ্যে থেকেও) আমি এই দুই রাক'আত সালাত বর্জন করব না।"

٢٢٢- عَنْ اُمِّ هَانِىٍّ قَالَتْ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِىَ رَكْعَاتٍ فَلَمْ اَرَى صَلٰوةً قَطُّ اَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ اَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ وَقَالَتْ فِىْ رِوَايَةٍ اُخْرَى وَذَالِكَ ضُحًى- (رواه البخارى ومسلم)

২২২. হযরত উম্মু হানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (সা.) তাঁর ঘরে যান এবং গোসল করেন। তারপর আট রাক'আত সালাত আদায় করেন। তিনি (উম্মু হানী) বলেন ঃ আমি তাঁকে কখনো এরূপ সংক্ষিপ্ত সালাত আদায় করতে দেখিনি। তবে তিনি রুকূ-সিজ্দা পুরোপুরি আদায় করেছিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত উম্মু হানী (রা) বলেন ঃ এটি ছিল চাশ্তের সময়। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٢٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحٰى غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (رواه أحمد والترمذى ابن ماجة)

২২৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গুরুত্বের সাথে চাশ্‌তের দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে, তার পাপরাশি ক্ষমা করা হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা রাশির সমান হয়। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ্)

ব্যাখ্যা ঃ সৎকাজের পাপ মোচনের বিষয়ে ইতোপূর্বে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা এ স্থানে ও স্মরণ রাখা চাই।

٢٢٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ بِثَلاَثٍ بِصِيَامِ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَّ رَكْعَتَى الضُّحٰى وَاَنْ اُوْتِرَ قَبْلَ اَنْ اَرْقُدَ - رواه مسلم

২২৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার প্রিয় বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি বিষয়ে আমাকে সবিশেষ ওয়াসীয়াত করেছেন। তা হল, প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম পালন করা, চাশ্‌তের দুই রাক'আত সালাত আদায় করা এবং নিদ্রা যাবার পূর্বে যেন আমি বিতরের সালাত আদায় করি। (মুসলিম)

٢٢٥- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يَدَعُهَا وَيَدَعُهَا حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يُصَلِّيْهَا- (رواه الترمذى)

২২৫. হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশ্‌তের সালাত আদায় করতেন যাতে আমরা বলাবলি করতাম যে, তিনি তো আর কখনো ছেড়ে দিবেন না। আবার কখনো তা ছেড়ে দিতেন যাতে আমরা বলাবলি করতাম যে, তিনি তা আর কখনো আদায় করবেন না। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা (রা) একস্থানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর চাশতের সালাত আদায় না করার কারণ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো তাঁর প্রিয় আমলসমূহ বর্জন করতেন, কারণ তাঁর আশংকা ছিল যে, তাঁর ধারাবাহিকতা দেখে পাছে মুসলমানরাও বাধ্যতামূলকভাবে তা অনুসরণ করে এবং তা ফরয না হয়ে পড়ে।"

মোদ্দাকথা, ইশ্‌রাক ও চাশ্‌তের সালাত কখনো কখনো তিনি বিশেষ কারণে ছেড়ে দিতেন এবং এরূপ উদ্দেশ্য বর্জনকারীকে বর্জনকালীন সময়ের আমলের সাওয়াবও দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য, এই বিবেচনার বিষয় ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বৈশিষ্ট্য অপর কারো জন্য এ অবস্থান নয়।

বিশেষ সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নফল সালাতসমূহ

ফজরের আগে কিংবা পরে নফলসমূহ এবং এমনিভাবে তাহাজ্জুদ, ইশ্‌রাক ও চাশ্‌তের সালাত-এসবের জন্য সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। কিন্তু কিছু নফল সালাত এমন রয়েছে যা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বরং বিশেষ অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন তাহিয়্যাতুল উযূ অথবা তাহিয়্যাতুল মসজিদ, এমনিভাবে হাজতের সালাত, তাওবার সালাত, ইস্তিখারার সালাত ইত্যাদি। স্পষ্টতই এসব সালাত কোন নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং সময় ও অবস্থার দাবির প্রক্ষিতে এসকল সালাত আদায় করা হয়। এসবের মধ্যে তাহিয়্যাতুল উযূর সম্পর্কীয় হাদীস উযূর বর্ণনায় পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এমনিভাবে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ এর সাথে সম্পৃক্ত হাদীসমূহ ও 'মসজিদের গুরুত্ব ও ফযীলত' শিরোনামের আওতায় বর্ণনা করা হয়েছে। অবশিষ্ট নফল সালাতসমূহের সাথে সম্পৃক্ত হাদীসমূহ পাঠ করা যেতে পারে।

সালাতুল ইসতিগ্‌ফার (ক্ষমা প্রার্থনার সালাত)

٢٢٦- عَنْ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْبَكْرٍ وَّصَدَقَ اَبُوْبَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّىْ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ثُمَّ قَرَءَ «وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُ اللّٰهَ فَاسْتَغْفِرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ » رواه الترمذى

২২৬. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) আমাকে বলেছেন এবং তিনি সত্য বলেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করবে, তারপর পবিত্রতা অর্জন করে কিছু সালাত আদায় করবে এবং আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। এরপর তিনি পাঠ করেন ঃ "وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفِرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ" "এবং যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি যুল্‌ম করলে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।" (৩, সূরা আল ইমরান ঃ ১৩৫)

ব্যাখ্যা ঃ গুনাহ ক্ষমা করার বিষয় সম্বলিত যে আয়াত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করেছেন তা সূরা আলে ইমরানের অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াতে আল্লাহ্‌র ঐ সকল বান্দার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যাদের জন্য বিশেষভাবে জান্নাত তৈরি করে রাখা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ * اُولٰئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ -

"এবং যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করবে? এবং তারা যা করে তা জেনেশুনে তারই পুনরাবৃত্তি করে না, এরা তো তারাই যাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কত উত্তম।" (৩, সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৫-১৩৬০)

যে সকল লোক পাপ কাজকে অভ্যাসে বা পেশায় পরিণত করে না আলোচ্য হাদীসে সে সকল গুনাহগারদেরকে ক্ষমা ও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। বরং তাদের অবস্থা এই যে, যখন তাদের দ্বারা কবীরা কিংবা সগীরাগুনাহ সংঘটিত হয় তখন ভীষণভাবে লজ্জিত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ্র অভিমুখী হয়ে গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলোচ্য হাদীসে এও বলেছেন যে, আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হল এই, উযূ করে প্রথমে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নিজ গুনাহের জন্য আল্লাহ্ কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। কাজেই কেউ যদি এরূপ করে আল্লাহ্ তার পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন।

সালাতুল হাজাত (প্রয়োজন পূরণের সালাত)

٢٢٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ اِلَى اللّٰهِ اَوْ اِلٰى اَحَدٍ مِّنْ بَنِىْ اٰدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ لِيَقُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِّمَّا كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلاَمَةَ مِّنْ كُلِّ اِثْمٍ لاَ تَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا اِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا اِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ- (رواه الترمذى وابن ماجة)

২২৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির আল্লাহ্র কাছে অথবা আদম সন্তানের কাছে কোন প্রয়োজন রয়েছে সে যেন প্রথমে উত্তমরূপে উযূ করে, তারপর দুই রাক'আত সালাত আদায় করে, এরপর আল্লাহ্র প্রশংসা করে এবং নবী করীম ﷺ এর প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠ করে, তারপর এই দু'আ পাঠ করে ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَكِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لاَ تَدَعْ لِىْ اِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا اِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِىْ لَكَ رِضًا اِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি পরম সহিষ্ণু ও মহামহিম। মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ্ অতি পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতি পালক আল্লাহ্ জন্য। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে তোমার রহমত লাভের উপায়সমূহ, তোমার ক্ষমা লাভের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, প্রত্যেক কল্যাণকর কাজের ধনভাণ্ডার এবং অকল্যাণকর কাজ থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে মহা অনুগ্রহকারী ! আমার প্রতিটি অপরাধ ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতিটি দুশ্চিন্তা দূর করে দাও এবং যে প্রয়োজন ও চাহিদা তোমার সন্তোষ লাভের কারণ হয় তা পরিপূর্ণ করে দাও'। (তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ)

ব্যাখ্যাঃ সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান যে একমাত্র আল্লাহ্ হাতে নিবদ্ধ এ বিষয়ে কোন মু'মিনের সন্দেহের অবকাশ নেই। আপাতদৃষ্টিতে যে কাজ বান্দা নিজ হাতে সম্পাদন করে তাও মূলতঃ আল্লাহ্র হাতে নিবদ্ধ এবং তাঁর নির্দেশেই তা কার্যকর হয়। আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতুল হাজাতের যে পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। যারা ঈমানের হাকীকতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাদের এ বিষয় অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তারা সালাতুল হাজাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র ধন ভাণ্ডারের চাবি লাভ করেছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই হাদীসে বান্দার সাথে সম্পৃক্ত বিষয় তাদের চাহিদা পূরণের জন্য সালাতুল হাজাত আদায়ের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেছেন। এর এক বিশেষ উপকারিতা এই যে, বান্দা যখন তাদের চাহিদা পূরণের জন্য সালাতুল হাজাত আদায় করে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করে তখন তাদের মনে এ বিশ্বাসই জন্মে যে, সকল কাজের নিয়ন্ত্রয় মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলা, বান্দা নয় এবং কোন

বিষয়ের উপর বান্দার কোন ইখ্‌তিয়ার নেই। বরং সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলার হাতে নিবদ্ধ। বান্দা কেবল কর্মক্ষমতা রাখে মাত্র। এর পরও যখন বান্দার হাতে কাজ পূর্ণতা প্রাপ্তির দৃশ্য দেখা যায় তখনও তাওহীদের বিশ্বাসে কোন শিথিলতা দেখা দেয় না।

٢٢٨- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ صَلَّى - رواه أبو داؤد

২২৮. হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ কে যখন কোন বিষয় চিন্তাযুক্ত করত তখন তিনি সালাত আদায় করতেন। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ "ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর (২, সূরা বাকারা ঃ ৪৫)। আল্লাহ্‌র এ বাণীর দাবি পূরণার্থে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন প্রকার বিপদের আশংকা করতেন তখন সালাতে মনোনিবেশ করতেন এবং তিনি স্বীয় উম্মাতকে ও এ বিষয়ে সবিস্তার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন যেমন উপরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা.) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

ইস্তিখারার সালাত

মানুষের জ্ঞানসীমিত। বেশির ভাগ সময় এমন মনে হয় যে, মানুষ কোন একটি কাজ করার সিদ্ধান্ত নিবে সম্পাদনও করে কিন্তু তা পরিণামে শুভ হয়না। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদেরকে ইস্তিখারার সালাত আদায়ের প্রতি অনুপ্রাণিত করেছেন এবং বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন দিক নির্দেশ নেয়ার লক্ষ্যে সে যেন আল্লাহ্‌র কাছে কল্যাণের তাওফীক কামনা করে।

٢٢٩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِى الْاُمُوْرِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ، يَقُوْلُ اِذَاهَمَّ اَحَدُكُمْ بِالاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ- اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ (اَوْ قَالَ فِىْ عَاجِلِ

اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ) فَاقْدُرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ (اَوْ قَالَ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَ اٰجِلِهٖ) فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ قَالَ يُسَمِّى حَاجَتَهُ - رواه البخارى

২২৯. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন, ঠিক তেমনিভাবে প্রতিটি কাজে আমাদেরকে ইস্তিখারা (কল্যাণ প্রার্থনা) শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন ঃ যখন তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করে তখন সে যেন ফরয ব্যতীত দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়। তারপর বলে, হে আল্লাহ্! আমি তোমার জ্ঞানের সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। তুমিই শক্তি ও ক্ষমতার আধার, আমার কোন ক্ষমতা নেই। তুমি অফুরন্ত জ্ঞানের অধিকারী, আমার কোন জ্ঞান নেই। তুমি অদৃশ্য বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে ও সম্যকভাবে জ্ঞাত। হে আল্লাহ্! তুমি যদি এ কাজটি আমার জন্য, আমার দীনের দৃষ্টিকোণ থেকে, আমার জীবন যাপনের ব্যাপারে এবং আমার কাজের পরিণামের দিক থেকে, অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেছেন; আমার দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে কল্যাণকর মনে কর, তবে তা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দাও এবং আমার জন্য সহজ করে দাও। পক্ষান্তরে তুমি যদি এ কাজটি আমার জন্য আমার দীনের দৃষ্টিকোণ থেকে, আমার জীবন যাপনের ব্যাপারে এবং আমার কাজকর্মের পরিণামের দিক থেকে, অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেছেন, আমার দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে ক্ষতিকর মনে কর, তবে তুমি সে কাজটি আমার থেকে দূরে সরিয়ে দাও এবং আমাকেও তা থেকে বিরত রাখ। যেখান থেকে হোক তুমি আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ করে দাও। বর্ণনাকারী বলেন ঃ নবী করীম ﷺ এ ও বলেছেন প্রার্থনাকারী যেন এ কাজটির স্থলে নিজের উদ্দিষ্ট কাজের নাম করে। (বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ এই দু'আ থেকে ইস্তিখারার হাকীকত পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। আর ইস্তিখারার তাৎপর্য হল, মানুষ তার বিনয়ভাব ও অজ্ঞতা স্বীকার করে জ্ঞানের আধার, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে নির্দেশনা ও সাহায্য চাইবে এবং নিজের ব্যাপারটিকে তাঁর উপর ন্যস্ত করে দিবে, যেন তিনি তাই নির্ধারণ করেন যা তার জন্য উত্তম ও কল্যাণকর। এহেন দু'আ দ্বারা বান্দা মূলতঃ নিজ ইচ্ছাকে আল্লাহ্‌র মর্জির মধ্যেই বিলীন করে দেয়। যদি এই দু'আ আদর থেকে উৎসারিত হয় তবে

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে পথনির্দেশ করবেন না কিংবা সাহায্য করবেন না এমনটি কখনো হতে পারে না। বান্দা কিভাবে পথ নির্দেশ লাভ করবে, হাদীসে তার কোন ইঙ্গিত নেই। কিন্ত আল্লাহ্ প্রিয় বান্দাদের এ অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, স্বপ্নযোগে অথবা অদৃশ্য লোকের ইঙ্গিতে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। আবার কখনো কখনো এরূপ হয় যে, কর্ম সম্পাদনকারীর স্বতঃস্ফূর্তভাবে উক্ত কাজে প্রবল স্পৃহা জন্মে অথবা বিপরীত দিকে উক্ত কাজের অনীহা কাজে উভয় অবস্থাকেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং দু'আ কবূল হওয়ার ফল গণ্য করা উচিত। যদি ইস্তিখারা করার পরও অন্তরে দোদুল্যমানভাব বিরাজ করে, তাহলে বারবার ইস্তিখারা করা যেতে পারে এবং যতক্ষণে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছা না যাবে ততক্ষণে পিছপা হওয়া যাবে না।

মোটকথা সালাতুল ইস্তিগ্ফার, সালাতুল হাজাত ও সালাতুল ইস্তিখারা আল্লাহ্ তা'আলার মহান নি'আমাত সমূহের অন্তর্ভুক্ত যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর মাধ্যমে এ উম্মাত লাভ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দিন।

সালাতুত্ তাসবীহ্

٢٣٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ اَلاَ اُعْطِيْكَ اَلاَ اَمْنَحُكَ اَلاَ اُخْبِرُكَ اَلاَ اَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ اِذَا اَنْتَ فَعَلْتَ ذَالِكَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ذَنْبَكَ اَوَّلَهُ وَ اٰخِرَهُ قَدِيْمَهُ وَحَدِيْثَهُ خَطَأَهُ وَعَمَدَهُ صَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهُ سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ اَنْ تُصَلِّىَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً فَاِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِىْ اَوَّلِ رَكْعَةٍ وَاَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَمْسُ عَشَرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُوْلُهَا وَاَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَاْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِىْ سَاجِدًا فَتَقُوْلُهَا وَاَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَاْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَاْسَكَ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا فَذَالِكَ خَمْسٌ وَّسَبْعُوْنَ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَالِكَ فِىْ اَرْبَعِ رَكْعَاتٍ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تُصَلِّيَهَا فِىْ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَاِنْ لَمْ

تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِىْ عُمُرِكَ مَرَّةً - رواه أبوداؤد وابن ماجة والبيهقى فى الدعوات الكبير - وروى الترمذى عن أبى رافع نحوه

২৩০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবী করীম ﷺ আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবকে বলেন ঃ হে আব্বাস! হে প্রিয়তম চাচা! আমি কি আপনাকে দান করব না। আমি কি আপনাকে উপহার দিব না, আমি কি আপনাকে অবহিত করব না, আমি কি আপনার জন্য দশটি কাজ করব না। আপনি যদি তা করেন আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করে দিবেন, প্রথমের গুনাহ শেষের গুনাহ, পুরনো গুনাহ- নতুন গুনাহ, অনিচ্ছাকৃত গুনাহ - ইচ্ছাকৃত গুনাহ সগীরাগুনাহ - কবীরা গুনাহ এবং গোপন গুনাহ ও প্রকাশ্য গুনাহ (সে আমল সালাতুস তাসবীহ্ এবং এর পদ্ধতি)। আপনি চার রাক'আত সালাত আদায় করবেন। এর প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পাঠ করবেন। যখন আপনি প্রথম রাক'আতের কিরা'আত শেষে দাঁড়াবেন তখন পনের বার 'সুবাহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহু ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার' পাঠ করবেন। এরপর রুকূ করবেন এবং রুকূ অবস্থায় এ বাক্য দশবার বলবেন। এর পর রুকূ থেকে মাথা উঠাবেন এবং দাঁড়ান অবস্থায় তা দশবার পাঠ করবেন। তার পর সিজ্দায় যাবেন এবং সিজ্দা অবস্থায় তা দশবার পাঠ করবেন। এরপর সিজ্দা হতে মাথা উঠাবেন এবং দশবার তা পাঠ করবেন। তারপর সিজ্দায় যাবেন এবং তা দশবার বলবেন। এবং পর মাথা উঠাবেন এবং তা দশবার বলবেন। সুতরাং এভাবে প্রত্যেক রাক'আতে পঁচাত্তর বার পাঠ করবেন। এভাবে আপনি চার রাক'আত সালাত আদায় করবেন। যদি আপনি প্রত্যহ একবার এরূপ সালাত আদায় করতে পাবেন করবেন। যদি তা করতে না পারেন, তাহলে প্রত্যেক সপ্তাহে একবার করবেন। যদি তাও না পারেন, তবে প্রত্যেক মাসে একবার করবেন। যদি তাও করতে না পারেন, তাহলে বছরে একবার আদায় করবেন। যদি তাও না পারেন, তবে অন্ততঃ জীবনে একবার আদায় করবেন। (আবূ দাউদ, ইব্ন মাজাহ, বায়হাকীর দাওয়াতুল কাবীর। তিরমিযী (র.) আবূ রাফি' (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীস গ্রন্থসমূহে বিপুল সংখ্যক সাহাবী 'সালাতুত তাসবীহ্' এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কীয় বিষয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মুক্তদাস হযরত আবূ রাফি (রা.) সূত্রে এ

বিষয়ে রিওয়ায়াত বর্ণনার পর লিখেছেন যে, এছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর এবং ফাযল ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে ও বর্ণিত আছে। হাফিয ইব্ন হাজার (র.) 'আল খিসালুল মুকাফ্ফিরাহ' গ্রন্থে ইব্ন জাওযীর এ হাদীস সংক্রান্ত অভিযোগ প্রত্যাখান করে[১] তার সূত্রের উপর সবিস্তার আলোচনা করেছেন। তবে তাঁর এই আলোচনার মূলকথা হল, এই হাদীসখানা কমপক্ষে 'হাসান' তথা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের । কিছু সংখ্যক তাবিঈ ও তাবে তাবিঈ যাঁদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (রা) ও রয়েছেন। তাঁরা সালাতুত্ তাসবীহ্ আদায়ের বিষয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন। এবং তাঁরা যে ফযীলাত বর্ণনা করেছেন তাও প্রামাণ্য বর্ণনা। তাঁদের মতে, সালাতুত্ তাসবীহ্'র শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা সংক্রান্ত হাদীস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। দীর্ঘকাল যাবত সালাতুত তাসবীহ্ সজ্জনদের আমলরূপে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে।

হযরত শাহওয়ালী (র.) এই সালাত সম্পর্কে একটি সূক্ষ্ম কথা লিখেছেন যার সারমর্ম নিম্নরূপঃ "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সকল সালাতের বিবিধ রকমের যিক্র ও দু'আ প্রমাণিত। কাজেই আল্লাহ্র কোন বান্দা যদি এসব যিক্র ও দু'আ স্বীয় সালাতে পুরোপুরি আদায় করতে না পারে তার জন্য 'সালাতুত তাসবীহ্' পূর্ণভাবে আদায়ের মধ্য দিয়ে তা উক্ত দু'আ ও যিকরের স্থলাভিষিক্ত রূপে বিবেচিত হতে পারে। কেননা এতে আল্লাহ্র যিক্র, তাস্বীহ্, তাহ্মীদ ইত্যাদির বিরাট অংশের সমাবেশ ঘটেছে। এ সালাতে যেহেতু একটি বাক্যই বারবার পাঠ করার বিধান রয়েছে তাই সাধারণের জন্য এ ধরনের সালাত আদায় করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। সালাতুত তাসবীহ্ আদায়ের যে পদ্ধতি ইমাম তিরমিযী ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র.) থেকে প্রমাণিত তাতে অপরাপর সালাতের ন্যায় কিরা'আতের পূর্বে 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা' শেষ পর্যন্ত, রুকূতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' সাজ্দায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' পাঠ করার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। প্রত্যেক রাক'আতে কিরা'আত পাঠের পূর্বে কিয়াম অবস্থায় 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার' পনেরবার, কিরা'আতের পর রুকূতে যাবার পূর্বে এই বাক্যটি দশবার পাঠ করার বিষয় উল্লেখ আছে। এভাবে প্রত্যেক রাক'আতের কিয়ামে এই বাক্যটি পঁচিশবার পাঠ করতে হবে। এই পদ্ধতিতে দ্বিতীয় সিজ্দার পর এই বাক্যটি কোন

টিকা ১. আল্লামা ইব্ন জাওযী (র.) এর হাদীস গ্রহণের কঠোর সর্বজনবিদিত। তিনি এমন বহু হাদীসকে জাল বলেছেন যা বিপুল সংখ্যক মুহাদ্দিসগণের নিকট প্রতিষ্ঠিত সত্য প্রমাণ্য। তিনি সালাতুত্ তাসবীহ্ সংক্রান্ত হাদীস ও জাল হাদীস মনে করেন। হাফিয ইব্ন হাজার (র.) 'আল খিসালুল মুকাফ্ফিরাহ' গ্রন্থে তাঁর এ অভিযোগ খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যান করেছেন।

রাক্'আতে পাঠ করা হবে না, এভাবে এই বাক্যটি প্রত্যেক রাক'আতে পঁচাত্তরবার করে হবে এবং চার রাক'আতে হবে তিনশবার। মোটকথা সালাতুত তাসবীহ্র উভয় পদ্ধতিই স্বীকৃত ও আমলযোগ্য। এই সালাত আদায় কারী যে কোনভাবে আদায় করতে পারে।

সালাতুত তাসবীহ্'র প্রভাব ও বরকত

সালাতের মাধ্যমে পাপ বিমোচিত হওয়ার এবং পাপের দুর্গন্ধ দূরীভূত হওয়ার বিষয়টি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰتِ

"সালাত কায়েম করবে দিনের দুই প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশ। সৎকাজ অবশ্যই অসৎকাজ মিটিয়ে দেয়।" (১১, সূরা হূদ ঃ ১১৪)

এ আয়াতের নিরিখে সালাতুত তাসবীহ্'র যে বিরাট মাকাম রয়েছে তা হাদীসে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ এর বরকতে আল্লাহ্ তাঁর বান্দার আগে পিছের পুরনো নতুন, অনিচ্ছাকৃত ইচ্ছাকৃত, কাবীরা-সাগীরা, গোপন - প্রকাশ্য সর্ববিধ গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। সুনানে আবূ দাউদের এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক সাহবী (আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর) কে সালাতুত্ তাসবীহ্ শিক্ষা দানের পর বললেন ঃ فانك لو كنت أعظم أهل الارض ذنبا غفرلك ذالك "তুমি যদি দুনিয়ার সব চাইতে বড় পাপীও হয়, তবুও এর বরকতে তোমার পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এ ফযীলতে থেকে বঞ্চিত না করে ঐ সকল সৌভাগ্যবান বান্দাদের মধ্যে গণ্য হাওয়ার তাওফিক দিন, যাঁরা রহমত ও মাগফিরাতের আহবান শুনে তা থেকে উপকৃত হওয়ার লক্ষ্যে তৎপর হয়ে উঠে।

নফলের এক বিশেষ উপকারিতা

'সালাতুত্ তাসবীহ্' পর্যন্ত আলোচনা করে সফল সালাতের বর্ণনা সমাপ্ত করা হয়েছে। এই সমাপনীর পরিশিষ্ট পর্যায়ে নিম্নোক্ত হাদীসখানা পাঠ করে নেয়া যাক।

٢٣١- عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيْصَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَقُلْتُ اللّٰهُمَّ يَسِّرْلِىْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَحَدَّثَنِىْ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

لَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ يَنْفَعَنِىْ بِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلٰوتُهُ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَاِنْ انْقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ تَعَالَى اُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ لِيُكْمِلَ بِهِ مَا انْقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنَ سَائِرُ اَعْمَالِهِ عَلٰى ذالِكَ- رواه الترمذى والنسائى

২৩১. হযরত হুরাইস ইব্ন কাবীসা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় আগমণ করলাম এবং বললাম "হে আল্লাহ্ ! আমাকে একজন সৎ সহযোগী দান কর" বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর নিকট অবস্থান করলাম। আমি তাঁকে বললাম, আমি আল্লাহ্র কাছে একজন উত্তম সৎসহযোগী চাইলাম এখন আমি আপনার খিদ্মতে হাযির হয়েছি। অতএব আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, এমন একটি হাদীস আমাকে বলুন। আশা করি আল্লাহ্ আমাকে এর মাধ্যমে কল্যাণ দান করবেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন বান্দার কাজসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেয়া হবে। যদি ঠিকমত সালাত আদায় করা হয়ে যাকে তবে সে মুক্তি পাবে এবং সফলকাম হবে। যদি সালাত নষ্ট হয়ে থাকে, তবে মহান দয়াময় আল্লাহ্ বলবেন ঃ দেখ, বান্দার কোন নফল সালাত আছে কি-না, থাকলে তা দিয়ে ফরযের এ ঘটিতি পূরণ করা হবে। তার সমস্ত কাজের বিচার এভাবে করা হবে। (তিরমিযী ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যাঃ সুন্নাত ও নফল সালাত আদায়ের উপকারিতা ও গুরুত্ব অনুধাবনের ক্ষেত্রে এই একটি হাদীসই যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে।

উম্মাতে মুসলিমার বিশেষ প্রতীক ও সামষ্টিক সালাত জুমু'আ ও দুই ঈদের সালাত

দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করার বিধান রয়েছে। এ ছাড়া যে সকল সুন্নাত ও নফল একাকী আদায় করা হয় সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীও আমলসমূহ ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও এমন কতিপয় সালাত রয়েছে যা সামষ্টিকভাবে আদায় করা হয় এবং তা উম্মাতের ঐক্যের বিশেষ প্রতীকরূপে স্বীকৃত। এসবের মধ্যে রয়েছে জুমু'আর

সালাত যা সপ্তাহান্তে একবার আদায় করা হয় এবং ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আযহার সালাত যা বছরে একবার করে আদায় করা হয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করায় যে উপকারিতা রয়েছে তার মধ্যে বিশাল স্থান জুড়ে রয়েছে জুমু'আর এবং দুই ঈদের সালাত। এ ছাড়া আরো কিছু রহস্য নিহিত রয়েছে যা সপ্তাহান্তে ও বছরান্তে সামষ্টিক সালাত আদায়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়। প্রথমতঃ জুমু'আর সালাতের ব্যাপারে কতিপয় হাদীস পাঠ করা যেতে পাবে। আল্লাহ্ চাহেত এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসসমূহের উদ্দেশ্য বুঝে পাঠক এর থেকে সঠিক দিক নির্দেশনা লাভ করবেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে কেবল এলাকাবাসী জামা'আতে অংশগ্রহণ করে। তাই সপ্তাহে একটি দিন রাখা হয়েছে যাতে পুরো শহরবাসী কিংবা মহল্লার সকল মুসলমান এক বিশেষ সালাতের জন্য এক বড় মসজিদে জমায়েত হন। আর ঐ জমায়েতের জন্য যুহরের দীর্ঘ সময় বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং যুহরের চার রাক'আত সালাতের বিপরীতে জুমু'আর সালাত দুই রাক'আত রাখা হয়েছে। শরী'আতে জুমু'আর সালাতের বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে এবং নবীযুগ, তৎপরবর্তী সাহাবী ও তাবিঈ যুগ পেরিয়ে অধ্যাবধি কার্যকর। তা যে বিশেষ স্থান জুড়ে রয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, শহর কিংবা বস্তিতে বিশাল আকারে এক স্থানে জুমু'আর সালাতের আয়োজন করা উচিত। হ্যাঁ তবে এরূপ বিশাল মসজিদ যদি না থাকে যাতে গোটা শহর ও বস্তি সব এলাকার লোক একত্রে সালাত আদায় করতে পারে তবে শহরে জুমু'আর জন্য আরো মসজিদ তৈরি করা যেতে পারে। তবে এদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, এক মহল্লায় যেন একটি জামে' মসজিদই থাকে। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মসজিদে যদি পৃথকভাবে জুমু'আর সালাতের আয়োজন করা হয় তবে তা শরী'আত প্রবর্তিত জুমু'আর সালাতের উদ্দেশ্য পরিপন্থী কাজ হবে। বলা বাহুল্য, এই জমায়েত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দিক থেকে অফুরান উপকারিতা বয়ে আনায় দুই রাক'আত সালাতের পরিবর্তে 'খুতবা' অপরিহার্য করা হয়েছে। এসব কাজ সম্পাদনের জন্য জুমু'আর দিনকে নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ সপ্তাহের সাতদিনের মধ্যে এ দিনটি সর্বাধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ ও বরকতময়। রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহ্ যেমন তাঁর রহমত ও সাহায্য ধন্য করার লক্ষ্যে স্বীয় বান্দার প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন এবং বছরের একটি বিশেষ রাতে (শবে কাদরে) নাযিল করেন, তেমনি সপ্তাহের সাতদিনের মধ্যে জুমু'আর দিনে বান্দার প্রতি বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। আর তাই তো এ দিনের আল্লাহ্ তা'আলা বিরাট বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কাজ সংঘটিত করেছেন। এই গরুত্বের দিক বিবেচনা করেই সামষ্টিকভাবে সালাত আদায়ের লক্ষ্য জুমু'আর দিনকে ধার্য করা হয়েছে। তাই এ সালাতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে ও জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে এবং এ

সালাত আদায়ের লক্ষ্যে গোসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্না পোশাক পরিধান করে সুগন্ধি লাগিয়ে মসজিদে যাবার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যাতে সাপ্তাহিক এই সালাতে মুসলমানরা দু'আ ও যিক্‌র দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করে আভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক বরকত লাভের পাশাপাশি বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে পারে এবং এই জমায়েতকে যেন ফিরিশতাদের জমায়েতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তোলা যায়। এই ভূমিকার পর জুমু'আ বার এবং জুমু'আর সালাত সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীসমূহ পাঠ করা যেতে পারে।

জুমু'আ বারের মাহাত্ম্য ও ফযীলত

٢٣٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُيَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلاَّ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ - رواه مسلم

২৩২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সুর্য উদিত হয় এমন দিনগুলোর (সপ্তাহের সাত দিনের) মধ্যে জুমু'আর দিন হল সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। সেদিনে আদম (আ) কে সৃষ্টি করা হয়, তাঁকে ঐদিনই তাঁকে তা থেকে বের (করে দুনিয়ায় পাঠান হয় সেখানে তাঁর বংশধরের আবাদ) করা হয়। আর কিয়ামতও সংঘটিত হবে জুমু'আর দিন। (মুসলিম)

জুমু'আ বারের বিশেষ আমল হল দুরূদ শরীফ

٢٣٣- عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ النُّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَاَكْثِرُوْا عَلَىَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَىَّ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرِمْتَ ؟ يَقُوْلُوْنَ بَلِيْتَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ - رواه أبوداؤد والنسائى وابن ماجة والدارمى والبيهقى فى الدعوة الكبير

২৩৩. হযরত আওস ইব্‌ন আওস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে জুমু'আর দিন সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ এ দিনই আদম (আ) কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনই তাঁর ওফাত হয়েছে। এদিনই শিঙগায় ফুৎকার ধ্বনিত হবে এবং পুন:জীবিত করার লক্ষ্যে শিঙগায়

ফুৎকার দেওয়া হবে। কাজেই তোমরা এদিনে আমার প্রতি বেশি বেশি দুরূদ পাঠ করবে। তোমাদের দুরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। সাহাবা কিরাম বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার কাছে আমাদের দুরূদ কিভাবে পেশ করা হবে অথচ আপনার পবিত্র দেহ মাটিতে মিশে যাবে? তিনি বললেন, নবীদের শরীর মাটির জন্য (ফলে কবরে তাঁদের পবিত্র দেহ অক্ষত থাকে, মাটি কোন প্রভাব ফেলতে পারেনা) আল্লাহ্ হারাম করে দিয়েছেন। (আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইব্‌ন মাজাহ, দারিমী ও বায়হাকীর দাওয়াতুল কাবীর গ্রন্থ)

ব্যাখ্যাঃ উপরে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসের মত আওস ইব্‌ন আওস সাকাফীর হাদীসে জুমু'আর দিনে সংঘটিত অসাধারণ ঘটনাসমূহের বিবরণ দিয়ে মূলতঃ জুমু'আর দিনের গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। তবে পরের হাদীসে অতিরিক্ত এতটুকু বর্ণনা করা হয়েছে যে, এদিনে বেশি বেশি দুরূদ পড়া চাই। রমাযানুল মুবারকের বিশেষ আমল যেমন কুরআন তিলাওয়াত এবং তা যেমন রমাযানের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত, হাজ্জের সফরে তালবীয়া যেমন বিশেষ আমল তদ্রুপ হাদীসের আলোকে জুমু'আর দিনের বিশেষ আমল হল দুরূদ পাঠ। তাই এ দিনে বেশি বেশি দুরূদ পাঠ করা উচিত।

ইন্‌তিকালের পর নবী কারীম ﷺ এর প্রতি দুরূদ পাঠ এবং হায়াতুন্নবী প্রসঙ্গ

এই হাদীসে নবী করীম ﷺ তাঁর প্রতি অধিক দুরূদ পাঠের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা উম্মাতের দুরূদ আমার কাছে পৌঁছে দেন এবং এবং এ পদ্ধতি আমার ইন্‌তিকালের পরেও অব্যাহত থাকবে। অন্য হাদীসে এও বর্ণিত আছে যে, "নবী করীম ﷺ এর কাছে ফিরিশ্‌তা দুরূদ পৌঁছিয়ে দেন।" একথা শুনবার অব্যবহিত পরেই সাহাবা কিরামের মনে এই প্রশ্ন উঠল যে, আপনার জীবদ্দশায় ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে আমাদের দুরূদ পেশ করা হবে একথা আমাদের বোধগম্য হল, কিন্তু আপনার ইন্‌তিকালের পর যখন আপনাকে দাফন করা হবে এবং সাধারণ নিয়ম অনুসারে আপনার শরীর মাটিতে একাকার হয়ে যাবে, তখন আমাদের দুরূদ আপনার কাছে কিভাবে পেশ করা হবে? নবী করীম ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্‌র নির্দেশে নবী-রাসূলদের শরীর কবরে পূর্ববৎ অবস্থায় অটুট থাকে। মাটির স্বাভাবিক প্রভাব নবীদের দেহে কার্যকর হয় না। যেভাবে পৃথিবীতে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ও ঔষধের সাহায্যে মৃত্যুর পর মরদেহ অটুট রাখা হয়, ঠিক একইভাবে আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ কুদ্‌রত ও নির্দেশে নবী-রাসূলদের তিরোধানের পর তাঁদের শরীর অটুট ও অক্ষুন্ন রাখেন এবং সেখানে তাঁদের এক

বিশেষ ধরনের জীবন দান করেন (যেরূপ পৃথিবীতে থাকাকালীন সময় ছিল)। তাই ইন্তিকালের পরেও দুরূদ পৌঁছাবার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

জুমু'আর দিনে রহমত প্রাপ্তি ও দু'আ কবূলের একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে

٢٣٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدُ مُسْلِمٍ يَسْأَلُ اللّٰهُ فِيْهَا خَيْرًا اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ -

رواه البخارى ومسلم

২৩৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জুমু'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, কোন মুসলিম বান্দা সে মুহূর্তটি পেলে এবং আল্লাহ্‌র নিকট কোন কল্যাণ প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে তা দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সারা বছরে রহমত প্রাপ্তি ও দু'আ কবূলের জন্য যেমন লায়লাতুল কাদ্‌র বা মহিমান্বিত নির্ধারিত, যাতে বান্দা তাওবা -ইস্তিগফার করে দু'আ করলে সৌভাগ্যের ছোঁয়া পায় এবং আল্লাহ্ তার দু'আ কবূল করেন। একইভাবে প্রতি সপ্তাহে জুমু'আর দিনেও রহমত প্রাপ্তি ও দু'আ কবূলের একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে। কাজেই বান্দা যদি উক্ত সময়ে দু'আ করে তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ্ তার দু'আ কবূল করবেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম ও কা'ব ইব্‌ন আহ্‌বার (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেছেন, জুমু'আর দিনের দু'আ কবূলের মুহূর্তটির বিষয়ে তাওরাতেও বর্ণিত আছে। বলাবাহুল্য, এ দু'জনেই ছিলেন তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী কিতাবের বিশেষজ্ঞ আলিম।

জুমু'আর দিনের এই মুহূর্তটি সনাক্ত করতে যেয়ে হাদীস বিশারদগণ অনেক অভিমত দিয়েছেন। এর মতে দু'টি এমন মত রয়েছে যা প্রকাশ্য কিংবা ইঙ্গিতে কোন কোন হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। নিম্নে তাই উল্লেখ করা হলো–

১. ইমাম যখন খুত্‌বা দানের জন্য মিম্বরে উঠেন, সে সময় থেকে শুরু করে সালাত আদায় শেষ করা পর্যন্ত দু'আ কবূলের এই মুহূর্তটি স্থায়ী থাকে।

মোদ্দকথা, খুত্‌বা এবং সালাতের মধ্যবর্তী সময়ই মূলতঃ দু'আ কবূলের মুহূর্ত।

২. আসর থেকে শুরু করে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) এ অভিমত দু'টি 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায়' উল্লেখ করে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন ঃ

উল্লিখিত অভিমত দু'টিতে সময় নির্দিষ্ট করা উদ্দেশ্য নয়। বরং খুত্‌বা ও সালাতের সময় যেহেতু বান্দা বিশেষভাবে আল্লাহ্ অভিমুখী হয় তখনই ইবাদত ও দু'আ করার বিশেষ সময়-এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য। তাই আশা করা যায় যে, ঐ সময়ই মূলতঃ দু'আ কবূলের মুহূর্ত। একইভাবে আসরের সময় থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময় যেহেতু ভাগ্য প্রসন্ন হওয়ার মুহূর্ত এবং দিনের শেষ সময় কাজেই সে সময় ও দু'আ কবূল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কোন কোন মনীষী লিখেছেন ঃ কাদ্‌রের রাত যে কারণে অনির্দিষ্ট ঠিক একই কারণে জুমু'আর দিনের দু'আ কবূলের মুহূর্তটিও অজ্ঞাত রাখা হয়েছে।

বলাবাহুল্য, তথাপিও রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে, বিশেষত সাতাশতম রাত কাদ্‌রের রাত হওয়ার ব্যাপারে কোন কোন হাদীসে যেমন ইঙ্গিত রয়েছে, ঠিক একইভাবে জুমু'আর দিনের দু'আ কবূলের মুহূর্তটি সম্পর্কেও সালাত ও খুত্‌বার সময় এবং আস্‌র থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়ের ব্যাপারে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীসের ইঙ্গিত রয়েছে। তাই এই দু'সময়েই যেন আল্লাহ্‌র বান্দারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করে এবং গুরুত্বের সাথে দু'আ করে।"

এই অধম তাঁর কোন কোন প্রবীন উস্তাদদের দেখেছেন যে, তাঁরা এই দু'সময়ে লোকদের সাথে মেলামেশা এবং কথাবার্তা বলা পসন্দ করতেন না, বরং সালাত অথবা যিক্‌র ও আল্লাহ্‌র প্রতি গভীর ধ্যানের মধ্য দিয়ে সময় কাটাতেন।

জুমু'আর সালাত ফরয হওয়া এবং তা আদায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ

٢٣٥- عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجُمُعَةُ حَقٌ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ جَمَاعَةٍ اِلاَّ عَلَى اَرْبَعَةٍ عَبْدٍ مَمْلُوْكٍ اَوْ اِمْرَأَةٍ اَوْ صَبِىٍّ اَوْ مَرِيْضٍ - رواه أبوداؤد

২৩৫. হযরত তারিক ইব্‌ন শিহাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জুমু'আর সালাত প্রত্যেক মুসলমানের উপর জামা'আতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু তা চার প্রকার লোকের উপর ওয়াজিব নয়। ক্রীতদাস, মহিলা, শিশু ও রুগ্ন ব্যক্তি। (আবূ দাউদ)

٢٣٦- عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُمَا قَالاَ سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى اَعْوَادِ مِنْبَرِهِ لِيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ اَوْلِيَخْتَمَنَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ لِيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ - رواه مسلم

২৩৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে মিম্বরের দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন, যারা জুমু'আর সালাত পরিত্যাগ করে, তাদেরকে এ কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে, নতুবা আল্লাহ্ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিবেন। এরপর তারা অবশ্যই গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (মুসলিম)

٢٣٧- عَنْ اَبِى الْجَعْدِ الضَّمْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ ثَلٰثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قَلْبِهِ - رواه أبوداؤد والترمذى والنسائى وابن ماجة

২৩৭. আবুল জা'দ যামরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বিনা কারণে অলসতা হেতু তিনটি জুমু'আ ত্যাগ করে আল্লাহ্ তার অন্তরের উপর মোহর মেরে দেন। (ফলে সে নেকআমলের তাওফীক থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়)। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্ন মাজাহ ও দারিমী, ইমাম মালিক সাফওয়ান ইব্ন সুলায়ম সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

٢٣٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِىْ كِتَابٍ لاَ يُمْحَى وَلاَ يُبَدَّلُ وَفِىْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ثَلٰثًا- رواه الشافعى-

২৩৮. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অকারণে জুমু'আর সালাত বর্জন করে, সে মুনাফিক বলে আল্লাহ্র এ দফতরে লেখা হয় যার লেখা পরিবর্তন করা যায় না। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনটি (জুমু'আ) বর্জন করেছে। (শাফিঈ)

ব্যাখ্যা ঃ উল্লিখিত হাদীসসমূহে জুমু'আর সালাতের ব্যাপারে যে অসাধারণ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং বর্জনকারীদের প্রতি যে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। যে সকল অপরাধের কারণে বান্দা আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত পড়ে এবং অন্তরে মোহর মারা হয় তা থেকে আমাদেরকে হিফাযত করুন।

জুমু'আর সালাত আদায়ের গুরুত্ব এবং তা আদায়ের নিয়ম

٢٣٩- عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَااسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ اَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُخَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّىْ مَاكُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ اِذَا تَكَلَّمَ الاِمَامُ اِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ الاُخْرٰى - رواه البخارى

২৩৯. হযরত সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে এবং যথাসাধ্য পবিত্র হয়ে স্বীয় তেল থেকে ব্যবহার করে কিংবা নিজ ঘরের সুগন্ধি ব্যবহার করে, এরপর (মসজিদের উদ্দেশ্যে) বের হয় এবং এক সাথে বসা দু'জন লোককে ফাঁক করে না বসে, তারপর তার জন্য নির্ধারিত সুন্নাত ও নফল সালাত আদায় করে এবং ইমামের খুতবা দানের সময় চুপ থাকে, তাহলে তার সেই জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ পর্যন্ত যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (বুখারী)

٢٤٠- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ اَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ ثُمَّ اَنْصَتَ اِذَا خَرَجَ اِمَامُهُ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ صَلٰوتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِىْ قَبْلَهَا — رواه أبوداؤد

২৪০. হযরত আবূ সাঈদ ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে এবং আপন উত্তম পোশাক পরিধান করে জুমু'আর সালাত আদায়ের উদ্দেশ্য (মসজিদে) যায় এবং মানুষের ঘাড়ের উপর লাফ দিয়ে চলে না এবং তার পক্ষে যথা সম্ভব সুন্নাত ও নফল সালাত আদায় করে। তার পর যখন ইমাম (খুতবা দানের জন) বের তখন নীরব থাকে যতক্ষণ না আপন সালাত থেকে অবসর হয়, তার এ জুমু'আ ও পূর্ব জুমু'আর মধ্যকার গুনাহ রাশির কাফ্ফারা হয়ে যায়। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ শরী'আতে জুমু'আর গোসলের যে মর্যাদা এবং যে বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে এবং তা সুন্নাত কি মুস্তাহাব সে বিষয় ইতপূর্বে এই অনুচ্ছেদের প্রথম দিকে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বোল্লিখিত দু'টি হাদীসের জুমু'আর সালাতের জন্য গোসলের সাথে সাথে আরো কতিপয় কাজের উল্লেখ রয়েছে। ১.

যথাসাধ্য পবিত্রতা অর্জন, ২. উত্তম পোশাক পরিধান, ৩. সুগন্ধি ব্যবহার, ৪. মানুষের কষ্ট হতে পারে কিংবা পারস্পরিক তিক্তভাব জন্ম হতে পারে এমন কাজের বিষয় সতর্কতা অবলম্বন করা, যেমন পূর্বে বসা দুই ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করে বসা অথবা লোকদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়া, ৫. যথাসাধ্য নফল সালাত আদায় করা, ৬. খুত্‌বার সময় একান্ত মনোনিবেশ সহকারে খুতবা শুনা, ৭. জুমু'আর সালাত আদায় করা। যে ব্যক্তি এভাবে জুমু'আর সালাত বিশেষ গুরুতত্বের সাথে আদায় করবে, পূর্বোক্ত দুই হাদীসের তা তার বিগত সপ্তাহের গুনাহ ক্ষমার মাধ্যম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অত্যন্ত গভীরভাবে ভাবতে হবে যে, এসব কাজ যদি বিশুদ্ধ মন মানস নিয়ে সম্পাদন করা হয় তাহলে আমলকারীর অন্তরে কীরূপ রেখাপাত করবে এবং তার জীবনে সালাতের কী প্রভাব পড়বে এবং তার সাথে আল্লাহ্‌র রহমত ও মাগফিরাতের কী গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

٢٤١- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللّٰهُ عِيْدًا فَاغْتَسِلُوْا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيْبٌ فَلاَ يَضُرُّهُ اَنْ يَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ - رواه مالك ورواه ابن ماجة وهو عن ابن عباس متصلا

২৪১. উবায়দ ইবন সাব্‌বাক (র.) তাবিঈ সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক জুমু'আর খুত্‌বায় বলেছেন ঃ হে মুসলমানগণ! মহান আল্লাহ্ জুমু'আর দিনকে ঈদ স্বরূপ করেছেন। সুতরাং তোমরা এদিন গোসল করবে এবং যার নিকট সুগন্ধি আছে সে তা দেহে মাখলে তার কোন ক্ষতি হবে না এবং তোমরা অবশ্যই মিস্‌ওয়াক করবে। (মালিক ও ইব্‌ন মাজাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রে হাদীসটি অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করছেন।)

জুমু'আর দনি ক্ষৌরকর্ম করা এবং নখকাটা

٢٤٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْلِمُ اَظْفَارَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ اَنْ يَخْرُجَ اِلَى الصَّلٰوةِ - رواه البزار والطبرانى فى الاوسط

১. হাদীসবিশারদগণ এই হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু সহীহ্ বুখারীর বরাতে হযরত সালমান ফারেসী (রা.) থেকে যে হাদীস ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে তাতে রাসূলুল্লাহ (স.) জুমু'আর দিন পবিত্রতা অর্জনের জন্য যে অনুপ্রাণিত করেছেন তার ব্যাপকতার মধ্যে এসব বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২৪২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ জুমু'আর দিন মসজিদে যাওয়ার পূর্বে তাঁর নখ এবং গোঁফ কেটে নিতেন।[১] (মুসনাদে বায্‌যার ও তাবারানীর মু'জামুল আওসাত গ্রন্থ)

জুমু'আর দিন উত্তম পোশাক পরিধানের প্রতি গুরুত্বারোপ

٢٤٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّلاَمِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا عَلَى اَحَدِكُمْ اِنْ وَجَدَ اَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَىْ مِهْنَتِهِ - رواه ابن ماجة ورواه مالك عن يحي بن سعيد

২৪৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো যদি সামর্থ্য থাকে, তবে জুমু'আর সালাতের জন্য কাজের কাপড় ব্যতীত একজোড়া উত্তম কাপড় রাখার কোন ক্ষতি নেই। (ইব্‌ন মাজাহ, মালিক ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ সূত্রে বর্ণনা করেন)

ব্যাখ্যা ঃ প্রত্যহ পরিধেয় কাপড় ব্যতীত পৃথক একজোড়া কাপড় রাখায় মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে যে এ কাজ সাদাসিধে জীবন ও কৃচ্ছতা পরিপন্থী এবং অপছন্দনীয়ও বটে। আলোচ্য হাদীসে উক্ত সন্দেহ দূর করা হয়েছে। হাদীসের মর্ম হল এই যে, জুমু'আর সালাত মূলত মুসলমানদের সাপ্তাহিক ঈদ। তাই সাধ্যমত উত্তম পোশাক পরিধান করা আল্লাহ্‌র কাছে পসন্দনীয় ব্যাপার। তাই সালাতের জন্য আরেক জোড়া বিশেষ কাপড় রাখায় দোষের কিছু নেই।

ইমাম তাবারানী (র.) মু'জামুস সাগীর ও আওসাত গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর একজোড়া বিশেষ কাপড় ছিল। তিনি জুমু'আর দিন তা পরিধান করতেন। এরপর তিনি সালাত শেষ করে বাসায় ফিরলে আমরা তা ভাজ করে রাখতাম। পরবর্তী জুমু'আর জন্য আবার বের করতাম কিন্তু হাদীসবিশারদগণের নিকট এই হাদীসের সূত্র দুর্বল।[১]

প্রথম ওয়াক্তে জুমু'আর সালাতে যাওয়ার ফযীলাত

٢٤٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الاَوَّلَ فَالاَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِىْ يُهْدِىْ بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِىْ يُهْدِىْ بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ

১. জামউল ফাওয়ায়েদ মা'আত'তালীকাতি আ'যাবিল মাওয়ারিদ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৬০ দ্র.

دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَاِذَا خَرَجَ الاِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ –

رواه البخارى ومسلم

২৪৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন জানাবাত (অপবিত্রতা) থেকে পবিত্র হওয়ার উদ্দেশ্যে গোসল করে এবং সালাতের জন্য (মসজিদে) যায় সে যেন একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি এরপর গমন করবে সে যেন একটি গাভী কুরবানী করল। তৃতীয় গমনকারী ব্যক্তি যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। চতুর্থ গমনকারী ব্যক্তি যেন একটি মুরগী কুরবানী দান করল। পঞ্চম গমনকারী ব্যক্তি যেন একটি ডিম কুরবানী করল। এর পর ইমাম যখন খুত্‌বা দানের জন্য মিম্বরের উদ্দেশ্যে তখন ফিরিশ্‌তাগণ নিজেদের রেজিষ্টার বন্ধ করে খুত্‌বা শুনায় শরীক হয়ে যান। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মূলকথা হল, জুমু'আর দিন প্রথম ওয়াক্তে মসজিদে যাওয়ার প্রতি অনুপ্রেরণা দান এবং আগে পিছে আগমনকারীদের মর্যাদার ব্যবধান উপমা সহকারে বর্ণনা করে বুঝিয়ে দেওয়া।

জুমু'আর সালাত ও খুত্‌বা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমল

٢٤٥- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بِالصَّلٰوةِ وَاِذَا اَشْتَدَّ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلٰوةِ يعنى الْجُمُعَةَ- رواه البخارى

২৪৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ প্রচণ্ড শীতের সময় সকাল সকাল (প্রথম ওয়াক্তেই জুমু'আর) সালাত আদায় করতেন। আর তীব্র গরমের সময় ঠাণ্ডা করে (বিলম্বে) সালাত আদায় করতেন। অর্থাৎ জুমু'আর সালাত। (বুখারী)

٢٤٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ فَكَانَتْ صَلٰوتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا – رواه مسلم

২৪৬. হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ এর খুত্‌বা হতো দু'টি। তিনি উভয়ের মাঝে বসতেন। তিনি তাতে কুরআন পাঠ করতেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দিতেন। তাঁর সালাত ও খুত্‌বা ছিল মধ্যম ধরনের (দীর্ঘও নয় একেবারে সংক্ষিপ্তও নয়) (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীসের মর্ম হল, নবী করীম ﷺ এর খুতবা না দীর্ঘ হতো আর না একেবারে সংক্ষিপ্ত হতো। একইভাবে তাঁর সালাত না একেবারে দীর্ঘ হতো আর না একেবারে সংক্ষিপ্ত হতো। বরং উভয়ই ছিল মধ্যম ধরনের। কিরা'আত অনুচ্ছেদে কিরা'আত সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ ইতেপূর্বে বর্ণিত হয়েছে এবং জুমু'আর সালাতে তিনি বেশির ভাগ কোন্ কোন্ সূরা পাঠ করতেন তাতে আরও উল্লেখ রয়েছে।

٢٤٧- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَى صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتّٰى كَاَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُوْلُ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْهِ وَيَقْرِنُ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى- رواه مسلم

২৪৭. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন খুতবা দিতেন তখন চোখ দু'টি রক্তিমাভ হতো, কণ্ঠস্বর উঁচু হতো এবং তীব্র ক্রোধ প্রকাশ পেত। মনে হতো তিনি যেন আক্রমণকারী শত্রুসেনা সম্পর্কে সতর্ক করছেন এবং বলছেন তারা সকালে তোমাদের উপর চড়াও হবে এবং বিকালে আক্রমণ করবে। তিনি আরো বলতেন, আমি প্রেরিত হয়েছি এমন অবস্থায় যে, আমি ও কিয়ামত এই দু'টির ন্যায় (এই বলে তিনি) মধ্যম আঙ্গুল ও তর্জনী মিলিয়ে দেখাতেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীসের মূলকথা হল, নবী করীম ﷺ তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে আবেগময়ী ভাষায় খুতবা দিতেন। তাঁর অবস্থা বক্তব্যের অনুরূপ হতো। তিনি বিশেষভাবে কিয়ামত নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হওয়ার এবং তার ভয়াবহ তার কথা জোর দিয়ে বলতেন। মধ্যম ও তর্জনী আঙ্গুল মিলিয়ে তিনি একথা বলতেনঃ তোমরা ভাল করে জেনে রেখ, এই দুইটি আঙ্গুল যেমন কাছাকাছি তদ্রূপ আমার নবুওয়াতের পরে কিয়ামতও কাছাকাছি। আমার পরে কোন নবী আসবেন না। আমার নবুওয়াত কালেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। কাজেই তোমরা সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ কর।

জুমু'আর (ফরয) সালাতের পূর্বের ও পরের সালাত

٢٤٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا- رواه الطبرانى فى الكبير

২৪৮. হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর সালাতের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত[১] সালাত আদায় করতেন। (তাবারাণীর কাবীর গ্রন্থ)

٢٤٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطْفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّىَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ قُمْ فَارْكَعْهُمَا - رواه مسلم

২৪৯. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সুলায়ক গাতফানী জুমু'আর দিন মসজিদে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন মিম্বরের উপর বসাছিলেন। সুলায়ক (রা.) সালাত আদায় না করে বসে পড়লেন। তখন নবী করীম ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি দুই রাক'আত সালাত আদায় করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি দাঁড়াও এবং দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নাও। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও অন্যান্যদের মত হলো যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাত আদায়ের লক্ষ্যে মসজিদে আসে তার উপর তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সালাত আদায় করা ওয়াজিব। যদিও ইমাম খুত্বা শুরু করেন। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা, মালিক, সুফিয়ান সাওরীসহ বিপুল সংখ্যক ইমামের মতে (তা ওয়াজিব নয়)। তাঁদের সবের ভিত্তি হল ঐ সব হাদীস যাতে খুতবা শুরু হলে গভীর মনোনিবেশ সহকারে তা শুনার ব্যাপারেই রয়েছে বিশেষ তাকিদ এবং অনুপ্রেরণা। তাই অধিকাংশ সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈগণ কার্যত ও ফাতোয়ার দিক থেকে কখনো খুতবার সময় সালাত আদায়ের ব্যাপারে অনুমতি দেননি। সুলায়ক গাতফানীর আলোচ্য হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। এ মাস'আলার ব্যাপারে উভয়পক্ষের শক্তিশালী দলীল প্রমাণ রয়েছে।[২] তাই সতর্কতার দাবি হল, জুমু'আর দিন এমন সময় মসজিদে পৌঁছা কর্তব্য যাতে কমপক্ষে দুই রাক'আত সালাত আদায় করা যায়।

১. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণিত এই হাদীস জামউল ফাওয়াইদে তাবারানীর বরাতে উদ্ধৃত হয়েছে এবং বলা হয়েছে, সনদসূত্রে হাদীসটি দুর্বল।

কিন্তু 'আযাবুল মাওয়ারিদ' গ্রন্থে একটি ভিন্ন সূত্রে হযরত আলী (রা) থেকে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এই সনদে কোন দুর্বলতা নেই। বরং ইরাকী এই হাদীসটিকে উত্তম সনদে বর্ণিত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

২. মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী (র) 'ফাতহুল মুলহিম' গ্রন্থে এই মাস'আলায় উভয় পক্ষের দলীল প্রমাণ সবিস্তার বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি লিখেছেন : ন্যায়বিচারের কথা হল, কোনটি প্রাধান্য পাবার দাবি রাখে সে বিষয় এখনো বক্ষ উন্মোচিত হয়নি। সম্ভবতঃ আল্লাহ্ এ বিষয়ে জটিলতার অবসান ঘটিয়ে দিবেন।

٢٥٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا اَرْبَعًا

২৫০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত।, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ জুমু'আর (ফরয) সালাত আদায় করলে সে যেন তারপর চার রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়। (মুসলিম)

٢٥١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ فِىْ بَيْتِهِ- رواه البخارى مسلم

২৫১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর পর কোন সালাত আদায় করতেন না। তবে বাড়ীতে ফিরে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ হাদীস গ্রন্থসমূহে জুমু'আর ফরযের পর যে সব সুন্নাত সালাতের বিবরণ এসেছে তার মধ্যে দুই রাক'আত, চার রাক'আত ও ছয় রাক'আতের বর্ণনা রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র) স্বয়ং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জুমু'আর ফরয সালাতের পর দুই রাক'আত, চার রাক'আত আবার কখনো ছয় রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তাই বিশেষজ্ঞ আলিমগণ প্রনিধানযোগ্য বিষয় নিরূপণের ক্ষেত্রে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কোন কোন মনীষী দুই রাক'আতকে, কোন কোন মনীষী চার রাকা'আতকে আবার কেউ কেউ ছয় রাক'আতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আযহা

প্রত্যেক জাতিরই কিছু কিছু বিশেষ জাতীয় উৎসব রয়েছে যাতে তারা সামর্থ্যানুযায়ী উত্তম পোশাক পরিধান করে এবং উপাদেয় খাবার পাকায় এবং বিভিন্নভাবে মনের আনন্দ প্রকাশ করে। বলাবাহুল্য এ হচ্ছে, মানব স্বভাবের সহজাত দাবি। তাই এমন কোন মানব গোষ্ঠি নেই, যাদের বিশেষ কোন জাতীয় উৎসব নেই।

ইসলামে জাতীয় উৎসবের দু'টি দিন রয়েছে। যথা:- ১. ঈদুল ফিত্র এবং ২. ঈদুল আযহা। এদু'টিই হল মুসলমানদের ধর্মীয় বড় উৎসব। এছাড়া মুসলমানরা যে সব অনুষ্ঠান পালন করে তার কোন ধর্মীয় ভিত্তি নেই, বরং তার বেশির ভাগই রয়েছে নানা আজে বাজে উপাদান।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর মদীনায় হিজরতের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের সামাজিক ও সামষ্টিক জীবন শুরু হয়। আর ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এ সময় থেকেই শুরু হয়।

উল্লেখ্য, ঈদুল ফিত্‌র রমযানের অব্যবহিত পরে ১লা শাওয়াল অনুষ্ঠিত হয়। আর ঈদুল আযহা অনুষ্ঠিত হয় যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখে। ধর্মীয় পবিত্রতা সংরক্ষণ ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ বিধানের লক্ষ্যে মুবারক মাস। এ মাসেই কুরআন অবতরণের শুভ সূচনা ঘটে। এ মাসের পুরো সময়ে সিয়াম পালন করা মুসলিম উম্মাতের উপর ফরয। এ মাসে স্বতন্ত্র জামা'আতবদ্ধ সালাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং প্রতিটি সৎকাজে অধিক লাভের বিষয় অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। মোদ্দাকথা, পুরো মাসটিকে প্রবৃত্তি দমন ও কৃচ্ছতা অবলম্বন এবং সর্ববিধ আনুগত্য ও বেশি বেশি ইবাদত করার মাসরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ঈমানী ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক থেকে এ মাসের পর যেদিন আসে সে দিনের সবচেয়ে বড় দাবি হল, মুসলিম উম্মাত এদিনে আনন্দ-স্ফূর্তি করবে। তাই এ দিনকে ঈদুল ফিতরের দিন বলা হয়েছে।

দশই যিলহাজ্জ একটি ঐতিহাসিক দিন। এদিনে মুসিলম উম্মাতের পিতা হযরত ইব্‌রাহীম (আ) আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে স্বীয় কলিজার টুকরা (সন্তান) হযরত ইসমাঈল (আ) কে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে গলায় ছুরি চালিয়ে দিয়ে ছিলেন এবং তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে চূড়ান্ত আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের প্রমাণ রেখে ছিলেন। আল্লাহ্- তা'আলা তাঁর এই প্রিয় বান্দাকে কুরবানীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঘোষণা দিয়ে হযরত ইসমাঈল (আ) কে জীবিত রেখে একটি পশুর কুরবানী কবূল করেন। তার পর আল্লাহ্ হযরত ইব্‌রাহীম (আ) এর মাথায় انِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا (আমি তোমাকে বিশ্বমানবতার নেতা নির্বাচন করেছি।) এর মুকুট পরিয়ে দেন এবং তিনি কুরবানীর এই ধারাকে কিয়ামত পর্যন্ত প্রীতির স্মারকরূপে স্বীকৃতি দেন। কাজেই এই বিরাট ঘটনা সংঘটিত হওয়ার দিনকে স্মরণীয় করে রাখা হলে তা মুসলিম উম্মাতের জন্য ইব্‌রাহিমী উত্তরাধিকারের স্মারক হতে পারে। এ ঘটনা স্মরণীয় করে রাখার ক্ষেত্রে দশই যিল্‌হজ্জের চেয়ে উত্তম কোন দিন ধার্য করা যায় না। তাই দ্বিতীয় ঈদ হিসেবে ঈদুল আযহাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যে উপত্যকায় হযরত ইসমাঈল (আ) এর কুরবানী হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হয় উক্ত উপত্যকায় সম্মিলিতভাবে সমবেত হওয়া, হজ্জ অনুষ্ঠান পালন ও কুরবানী করা মূলতঃ মূল ঘটনাকেই বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় এটাই মূল স্মারক। আর প্রত্যেক ইসলামী রাষ্ট্রে কিংবা মহল্লায় যে সালাত ও কুরবানী অনূষ্ঠিত হয় তা যেন দ্বিতীয় পর্যায়ের স্মারক মোটকথা এ দু'দিনের (১ শাওয়াল ও ১০ যিলহজ্জ) উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের কারণে এ গুলোকে মুসলমানদের উৎসবের দিন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

এই দীর্ঘ ভূমিকার পর উভয় ঈদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিম্নোক্ত হাদীস সমূহ পাঠ করা যেতে পারে। আলোচ্য সালাত অধ্যায়ে দুই ঈদের সালাতের বর্ণনাই মূল উদ্দেশ্য , তবুও দুই ঈদ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজের বিধান সম্বলিত হাদীসসমুহ ও হাদীস বিশারদগণের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এখানে আনা হয়েছে।

দুই ঈদের উৎপত্তি

٢٥٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَقَالَ مَا هٰذَانِ الْيَوْمَانِ ؟ قَالُوْا كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَبْدَلَكُمُ اللّٰهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الاَضْحٰى وَيَوْمَ الْفِطْرِ - رواه أبوداؤد

২৫২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ মদীনায় পৌঁছে দেখতে পান যে, সেখানকার অধিবাসীরা যাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বছরে দুই দিন খেলাধূলা ও আনন্দ উৎসব করে থাকে। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, এই দু'টি দিন কিসের এর মূল ভিত্তি ও তাৎপর্য কি? তারা বলল, জাহিলিয়্যা যুগে আমরা এই দুই দিন খেলাধূলা ও আনন্দ উৎসব করতাম সেই প্রথা এখনও বহাল রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এই দুই দিনের বিনিময়ে অন্য দু'টি উত্তম দিন দান করেছেন এখন এগুলোই তোমাদের জাতীয় ও ধর্মীয় উৎসব রূপে গণ্য হবে। তাহল, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্‌র। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ কোন জাতির আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়েই মূলত তাদের বিশ্বাস, ইতিহাস -ঐতিহ্য ইত্যাদির প্রতিফলন ঘটে। তাই ইসলাম পূর্ব জাহিলিয়া যুগে মাদীনাবাসী উৎসবের আয়োজন করত এবং তার মধ্যে দিয়ে জাহিলিয়া যুগের চিন্তা-চেতনা ও ভাবধারার বহিঃ প্রকাশ ঘটত।

এদিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্‌র বাণী প্রাপ্ত হয়ে সেকেলে জাতীয় উৎসব নির্মূল করে ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহা নামে দু'টি জাতীয় উৎসব তাঁর উম্মাতের জন্য নির্ধারণ করেন। আর এর মধ্য দিয়ে তাঁর তাওহীদি চেতনা, ঐতিহ্য জীবনবোধের নীতি ইত্যাদি চিন্তা -চেতনার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে। কাজেই মুসলমানরা যদি এই জাতীয় উৎসব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশনা অনুযায়ী উদ্‌যাপন করে, ইসলামের প্রাণশক্তি ও এর আহবানের তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য এ দু'টি উৎসব যথেষ্ট।

ঈদের সালাত ও খুতবা

٢٥٣- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالاَضْحَى اِلَى الْمُصَلّٰى فَاَوَّلُ شَىْءٍ يَبْدَءُ بِهِ الصَّلٰوةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلَى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوْصِيْهِمْ وَيَاْمُرُهُمْ وَاِنْ كَانَ يُرِيْدُ اَنْ يَّقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ اَوْيَاْمُرَ بِشَىْءٍ اَمَرَبِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ - رواه البخارى ومسلم

২৫৩. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহে গিয়ে সর্বপ্রথম যে কাজ করতেন তা হলো সালাত। আর সালাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং তারা তাদের কাতারে বসে থাকত। তিনি তাদের উপদেশ দিতেন, ওয়াসীয়াত করতেন এবং নির্দেশ দান করতেন। যদি তিনি কোন সেনাদল পাঠাবার ইচ্ছা করতেন হবে তাদের প্রথম করে নিতেন অথবা যদি কোন বিষয়ে নির্দেশ জারী করার ইচ্ছা করতেন, তবে তা জারী করতেন। এরপর তিনি ফিরে যেতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ– আলোচ্য হাদীস সূত্রে জানা যায় যে, দুই ঈদের সালাতের জন্য মদীনার মসজিদ এলাকা ছেড়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে ঈদগাহ নির্বাচন করেছিলেন সেখানে তিনি সালাত আদায় করতেন এবং এ ছিল তাঁর সাধারণ আমাল । তরে মাঠের চারিপাশ প্রাচীর ঘেরা ছিলনা বরং তা ছিল উন্মুক্ত মাঠ। ঐতিহাসিকগণ লেখেন, এ ঈদগাহ মসজিদে নববী থেকে মাত্র এক হাজার কদম দূরে অবস্থিত ছিল। একবার তিনি বৃষ্টিজনিত কারণে মসজিদে ঈদের সালাত আদায় করেছিলেন। পরবর্তীতে এ বিষয়ে একটি হাদীসের বর্ণনা আসবে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, ঈদের দিন ঈদের সালাত ও খুতবা দান শেষে আল্লাহর তাওহীদের বাণীর আওয়ায বুলন্দ করার লক্ষ্যে সেনাদলকে যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করা হতো এবং ঈদগাহ থেকে তাদের বিদায় অভ্যর্থনা জানানো হতো।

বিনা আযান ও ইকামাতে দুই ঈদের সালাত আদায় করা সুন্নাত

٢٥٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَ هُمَا - رواه البخارى ومسلم

২৫৪. হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে একাধিকবার দুই ঈদের সালাত আযান-ইকামাত ছাড়াই আদায় করেছি। (মুসলিম)

٢٥٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلٰوةَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فَبَدَءَ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلاَ اِقَامَةٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَامَ مُتَّكِئًا عَلَى بِلاَلٍ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ وَمَضَى اِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَاَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ - رواه النسائى

২৫৫. হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি একবার ঈদের দিন নবী করীম ﷺ এর সাথে সালাতে উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, তিনি খুত্‌বার পূর্বে আযান-ইকামাত ছাড়াই সালাত শুরু করে দিয়েছেন। এর পর সালাত আদায় করে বিলালের শরীরের ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি আল্লাহ্‌র মহিমা ও প্রশস্তি বর্ণনা করলেন। এর পর লোকদের উপদেশ দিলেন। তাদের (আখিরাতের কথা) স্মরণ করালেন এবং আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি অনুপ্রানিত করলেন। তিনি বিলাল (রা) কে সাথে নিয়ে মহিলাদের দিকে অগ্রসর হলেন। এরপর তিনি তাদেরকে তাক্‌ওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিলেন। তাদের কিছু বিষয়ে উপদেশ দেন এবং আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। (নাসায়ী)

ব্যাখ্যাঃ হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বর্ণিত এই হাদীসে ঈদের খুত্‌বায় পুরুষের পাশাপাশি নারীদের ও পৃথকভাবে সম্বোধন করার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আববাস(রা) থেকে বর্ণিত সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীস সূত্রে জানা যায় যে, নবী করীম ﷺ খেয়াল করেছিলেন যে, নারীরা খুতবা শুনতে পায়নি (তাই তিনি পৃথকভাবে তাদের নসীহত করেন)।

জ্ঞাতব্যঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যুগে দুই ঈদের সালাতে সাধারণভাবে মহিলারা অংশ নিত। বরং বলা যায় , এ বিষয়ে তাঁর নির্দেশও ছিল। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে এবং মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা ফাসাদ দেখা দেওয়ায় ফিক্‌হবিদ বিশেষজ্ঞ আলিমগণ যেমন জুমু'আ ও পাঁচ ওয়াক্তের সালাতে মহিলাদের জামা'আতে অংশগ্রহণ করাকে অসমীচীন মনে করেন, অনুরূপভাবে দুই ঈদের সালাতের ক্ষেত্রেও তাদের ঈদগাহে যাওয়া তারা অসমীচীন মনে করেন।

দুই ঈদের সালাতের আগে কিংবা পরে কোন সুন্নাত সালাত নেই

٢٥٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهُمَا- رواه البخارى ومسلم

২৫৬. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন মাত্র দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। এর পূর্বেও কোন সালাত আদায় করেন নি এবং পরেও না। (বুখারী ও মুসলিম)

দুই ঈদের সালাতের সময়

٢٥٧- عَنْ يَزِيْدَبْنِ بِنْت خُمَيْرِ الرَّحْبِىِّ قَالَ خَرَجَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ النَّاسِ فِىْ يَوْمِ عِيْدِ فِطْرٍ اَوْ اَضْحَى فَاَنْكَرَ اِبْطَاءَ الاِمَامِ فَقَالَ اِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا وَذَالِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ- رواه ابوداؤد

২৫৭. হযরত ইয়াযীদ ইব্ন খুমায়র রাহবী (র) নামক তাবিঈ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসর (রা) ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার দিন লোকদের সাথে সালাত আদায়ের জন্য রওয়ানা হন, ইমামের বিলম্বের কারণে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে আমরা এমন সময় অর্থাৎ ইশরাকের সময় বর্ণনাকারী বলেন সময়টি ছিল নফল সালাত। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যাঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসর (র) ছিলেন সিরিয়ার অধিবাসী । তিনি অষ্টাশি হিজরীতে হিমসে ইনতিকাল করেন। সম্ভবত এই ঘটনা সেখানেই ঘটেছিল। একবারই ইমাম ঈদের সালাত বিলম্ব করায় তিনি ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হন এবং বলেন, আমারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে সূর্য একটু উপরে উঠতেই ঈদের সালাত আদায় করে নিতাম। হাফিয ইব্ন হাজার (র) 'তালখীসুল হাবীর' নামক গ্রন্থে আহ্মাদ ইব্ন হাসানুল বান্নার 'কিতাবুল আযাহী', গ্রন্থের বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত জুন্দুব (রা) থেকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাতের সময় সম্পর্কীয় নিম্নোক্ত বিশুদ্ধ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

" كان النبى صلى اللّٰه عليه وسلم يصلى بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والاضحى على قيد رمح "

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে এমন সময় ঈদুল ফিতরের সালাত আদায় করতেন যে, সূর্য তখন দুই বর্শা পরিমাণ উপরে উঠে যেত। আর ঈদুল আযহার সালাত এমন সময় আদায় করতেন যে, সূর্য তখন এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠে যেত।"

বর্তমানকালে বেশিরভাগ স্থানে বিলম্বে দুই ঈদের সালাত আদায় করা হয়। নিঃসন্দেহে কাজ সুন্নাত পরিপন্থী।

٢٥٨- عَنْ عُمَيْرِبْنِ اَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رُكْبًا جَاؤُا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَشْهَدُوْنَ اَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلاَلَ بِالاَمْسِ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يُفْطِرُوْا وَاِذَا اَصْبَحُوْا اَنْ يَغْدُوْ اِلَى مُصَلاَّهُمْ - رواه أبوداؤد والنسائى

২৫৮. হযরত আবূ উমায়র ইব্ন আনাস (রা) তাঁর কয়েকজন চাচা যারা নবী করীম ﷺ এর সাহাবী ছিলেন, থেকে বর্ণনা করেন একবার এক কাফেলা নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে অবস্থিত হয়ে বললেন যে, তাঁরা গতকাল চাঁদ দেখেছেন। তখন তিনি তাদের সিয়াম ভংগ করতে এবং পরের দিন সকালে ঈদের সালাত আদায় করতে বলেন। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যাঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যামানায় ২৯ শে রমাযান চাঁদ দেখা না যাওয়ায় ৩০শে রমাযান সবাই সিয়াম পালন করেন। কিন্তু একটি বাণিজ্য কাফেলা বাইর থেকে দিনে মদীনায় এসে পৌঁছল এবং তাঁরা জানালেন আমরা গতকাল সন্ধ্যায় (ঈদের) চাঁদ দেখেছি। নবী করীম ﷺ তাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে বললেন। তোমরা সিয়াম ভংগ কর এবং আগামী দিন ভোরে ঈদের সালাত আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ কর।

স্পষ্টতই, এই কাফিলাটি দিনের অনেক বেলা হওয়ার পর মদীনায় পৌঁছেছিলেন এবং তখন সালাতের সময়ও শেষ হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় এটাই মাসআলা যে ঐদিন সালাতের সময় না থাকায় পরের দিন ঈদের সালাত আদায় করতে হয়।

দুই ঈদের সালাতে কিরা'আত

٢٥٩- عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَاَلَ اَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِىِّ مَا كَانَ يَقْرَءُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ الاَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ - رواه مسلم

২৫৯. উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। একবার উমর (রা) আবূ ওয়াকিদ লায়সীকে জিজ্ঞেস করলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সালাতে কোন্ সূরা পাঠ করতেন? তিনি বললেন ঃ তিনি উভয় ঈদের সালাতে সূরা কা'ফ, সূরা 'কামার' পাঠ করতেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ একথা বিশ্বাসযোগ্য যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দুই ঈদের সালাতের কিরা'আত হযরত উমর (রা) এর স্মরণ না থাকায় আবূ ওয়াকিদ লায়সী (রা) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আসলে সম্ভবত আবূ ওয়াকিদ লায়সীর স্মরণ শক্তি যাচাই করার জন্যই তিনি এ প্রশ্ন করে ছিলেন অথবা নিজের জানা বিষয় সম্পর্কে আরো আশ্বস্ত হবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

٢٦٠- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِىْ الْعِيْدَيْنِ وَفِىْ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى وَهَلْ اتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ وَاِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةُ فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأَ بِهِمَا فِى الصَّلٰوتَيْنِ - رواه مسلم

২৬০. হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয় ঈদে এবং জুমু'আর সালাতে সূরা গাশিয়া ও সূরা আ'লা পাঠ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, ঈদ ও জুমু'আ একই দিনে একত্র হলে উক্ত সূরা দু'টি তিনি উভয় সালাতে পাঠ করতেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ হযরত আবূ ওয়াকিদ লায়সী ও নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) বর্ণিত। হাদীসদ্বয়ের মধ্যে মূলতঃ কোন দ্বন্দ্ব নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই ঈদের সালাতে কখনো সূরা কাফ ও সূরা কামার এবং কখনো সূরা আ'লা ও গাশিয়া পাঠ করতেন।

বৃষ্টি কারণে মসজিদে ঈদের সালাত আদায় করা

٢٦١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ اَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِىُّ ﷺ صَلٰوةَ الْعِيْدِ فِىْ الْمَسْجِدِ - رواه أبوداؤد و ابن ماجة

২৬১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা ঈদের দিন বৃষ্টি হলে নবী করীম ﷺ সাহাবীদের নিয়ে মসজিদে সালাত আদায় করেন। (আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ মুসলিম উম্মাতের ধর্মীয় জাতীয় উৎসবের যে মর্যাদা তার অনিবার্য দাবি হল, দুনিয়ার অপরাপর সম্প্রদায়ের জাতীয় উৎসবের ন্যায় সামষ্টিকভাবে দুই ঈদের সালাত উন্মুক্ত মাঠে আদায় করা।

উল্লিখিত হাদীস সূত্রে একথা জানা যায় যে, সাধারণভাবে নবী করীম ﷺ ঈদের সালাত উন্মুক্ত ঈদগাহে আদায় করতেন। আর ঈদগাহে ঈদের সালাত আদায় করাই সুন্নাত। কিন্তু হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস সূত্রে জানা যায় যে, যদি বৃষ্টি হয় কিংবা অন্য কোন কারণ উপস্থিত হয় এমতাবস্থায় ঈদের সালাত মসজিদেও আদায় করা যেতে পারে।

দুই ঈদের খাবার ঈদগাহে গমনের আগে না পরে?

٢٦٢- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمُ وَلاَ يُطْعَمُ يَوْمَ الاَضْحَى حَتَّى يُصَلِّى - رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى

২৬২. হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিত্রের দিন কিছু না খাওয়া পর্যন্ত ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হতেন না এবং ঈদুল আযহার দিন সালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছু খেতেন না। (তিরমিযী, ইব্ন মাজাহ ও দারিমী)

ব্যাখ্যাঃ সহীহ্ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিত্রের দিন ঈদগাহে যাবার পূর্বে কয়েকটি খেজুর খেয়ে নিতেন এবং বেজোড় সংখ্যায় খেতেন। ঈদুল আযহার দিন সালাতের পরে আহারের কথা আসার কারণ হল, যেন ঐদিন প্রথম খাবার কুরবানীর গোশ্ত দ্বারা হয়, যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক ধরনের আপ্যায়ন। আর ঈদুল ফিতরের দিন সালাত আদায়ের পূর্বে কিছু আহার করে নেয়ার কারণ এই হয়ে থাকবে যে, আল্লাহ্র নির্দেশে বান্দা গোটা রমাযান মাসের দিনসমূহে খানা বন্ধ রেখেছিল। আজ যেহেতু খানা গ্রহণের অনুমতি পাওয়া গেছে এবং এতেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি রয়েছে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী বান্দা প্রভু প্রদত্ত আপ্যায়নের স্বাদ দিনের প্রথমভাগেই গ্রহণ করে। কারণ এটাই বান্দার প্রকৃত অবস্থান

گر طمع خواهد زمن سلطان دیں
خاك برفرق قناعت بعدازیں

"ভোগের হুকুম দিলে প্রভু, ত্যাগে আমি দেই ছুটি।

ঈদগাহে যাতায়াতের ক্ষেত্রে রাস্তা পরিবর্তন করা

٢٦٣- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ- رواه البخارى

২৬৩. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঈদের দিন (বাড়ী ফেরার সময়) ভিন্ন পথ ধরে আসতেন। (বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদের দিন যে পথে ঈদগাহে যেতেন, ফেরার সময় অন্য কোন পথে বাড়ী আসতেন। আলিমগণ এর একাধিক ব্যাখ্যাও হিক্‌মত বর্ণনা করেছেন। এই অধমের দৃষ্টিতে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত হল এরূপ করার মূল উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামের প্রতীক এবং মুসলমানদের সামাজিক উৎসব সমূহের অধিক প্রকাশ ও প্রচার। তাছাড়া ঈদের আনন্দ উৎসবের এটাই দাবি যে বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে ও বিভিন্ন এলাকা দিয়ে গমনাগমন হয়।

সাদাকাতুল ফিত্‌র আদায়ের সময় এবং এর হিক্‌মত

٢٦٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَرَبِهَا اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ - رواه البخارى ومسلم

২৬৪. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেকের উপর রমাযানের সাদাকাতুল ফিত্‌র ফরয করে দিয়েছেন। প্রত্যেক মুসলিম ক্রীতদাস ও স্বাধীন নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সবার উপর এক সা খেজুর অথবা এক সা যব নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর সালাতের উদ্দেশ্য (ঘর থেকে) বের হওয়ার পূর্বে তা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ যাকাতের ন্যায় সাদাকা-ই-ফিতর ও বিত্তবানদের উপর আদায় করা ওয়াজিব। একথা যেহেতু সাধারণ মানুষ সহজেই বুঝে, তাই হাদীসে সবিস্তার বিবরণ আসেনি যে, কে ধনী এবং ইসলামে ধন্যাঢ্যতার মাপকাঠি কি? এ বিষয় সবিস্তার বিবরণ ইনশাআল্লাহ যাকাত অধ্যায়ে দেওয়া হবে।

আলোচ্য হাদীসে প্রত্যেকের পক্ষ থেকে সাদাকা-ই-ফিত্‌র স্বরূপ এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, উপরিউক্ত দু'টি বস্তুই তদানীন্তন যুগে মদীনা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় খাদ্যদ্রব্য

হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তাই এই হাদীসে এদু'টি বস্তুর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন মনীষী লিখেছেন, সেকালে একটি ছোট পরিবারের জন্য এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব যথেষ্ট মনে করা হতো। এই হিসাবে প্রত্যেক বিত্তবানের পক্ষ থেকে তার পরিবারের ছোট বড় সবার এতটুকু পরিমাণ সাদাকা-ই-ফিত্‌র আদায় করা উচিত যাতে একটি সাধারণ পরিবারের একদিনের ব্যয় মিটে যায়। বর্তমানকালে উপমহাদেশের অধিকাংশ আলিমের মতে, এক সা' প্রায় সাড়ে তিন সেরের কাছাকাছি।

٢٦٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكٰوةَ الْفِطْرِ طُهْرًا لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ - رواه أبو داؤد

২৬৫. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিয়ামকে অনর্থক কথা, অশ্লীল ব্যবহার হতে পবিত্র করার এবং দুঃস্থদের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে সাদাকা-ই-ফিত্‌র নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে সাদাকা-ই-ফিতরের দু'টি হিক্‌মত এবং দু'টি বিশেষ উপকারিতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ১. মুসলমানদের উৎসবের দিন তাদের দানের দ্বারা যাঞ্চাকারীদের তৃপ্তি সহকারে আহারের ব্যবস্থা করা হয়। ২. জিহবার অসংলগ্ন ও অনভিপ্রেত কথাবার্তা দ্বারা সিয়ামের উপর যে প্রভাব পড়ে সাদাকা-ই-ফিতর আদায়ের মধ্য দিয়ে তার কাফ্‌ফারা আদায় হয়ে যায়।

ঈদুল আযহার কুরবানী (পশু যবাই)

٢٦٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا عَمِلَ ابْنُ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ وَاِنَّهُ لَيَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلَافِهَا وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ بِالْاَرْضِ فَطِيْبُوْ بِهَا نَفْسًا- رواه الترمذى وابن ماجة

২৬৬. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কুরবানীর দিন বনী আদমের কাজসমূহের মধ্যে আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করা অপেক্ষা প্রিয় কাজ আর নেই। কিয়ামতের দিন কুরবানীর পশু, শিং, চুল এবং খুরসহ উপস্থিত হবে। আর কুরবানীর পশুর রক্ত যমীনে পড়ার পূর্বেই তা আল্লাহ্‌র কাছে গৃহীত হয়ে যায়। কাজেই তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে কুরবানী কর। (তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ)

٢٦٧- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ قَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا هٰذَ الْاَضَاحِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالُوْا فَمَا لَنَا فِيْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ ، قَالُوْا فَالصُّفُوْفُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّفُوْفُ حَسَنَةٌ - رواه أحمد وابن ماجة

২৬৭. হযরত যায়িদ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন হে আল্লাহ্র রাসূল ! কুরবানী কী তিনি বললেন ঃ এতো তোমাদের (আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয়) পিতা ইব্রাহীম (আ) এর সুন্নাত। তাঁরা বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! কুরবানী করায় আমাদের জন্য কী পুরস্কার রয়েছে ? তিনি বললেন ঃ প্রতিটি (গরু, বকরী ইত্যাদির) পশমে বিনিময়ে রয়েছে একটি করে নেকী। তাঁরা বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! পশমে? তিনি বললেন ঃ (মেষ, দুম্বা, উট হত্যাদির) প্রতিটি পশমে রয়েছে একটি করে নেকী। (আহ্মাদ ও ইব্ন মাজাহ)

٢٦٨- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ يُضَحِّىْ- رواه الترمذى

২৬৮. হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় হিজরত করার পর দশ বছর অবস্থান করেন এবং প্রতি বছর কুরবানী করেন। (তিরমিযী)

٢٦٩- عَنْ حَنَشٍ قَالَ رَاَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّىْ بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هٰذَا ؟ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْصَانِىْ اَنْ اُضَحِّىَ عَنْهُ فَاَنَا اُضَحِّىْ عَنْهُ

২৬৯. হযরত হানাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আলী (রা) কে দু'টি দুম্বা কুরবানী করতে দেখে বললাম, আপনি এ কি (একটির স্থলে দু'টি কুরবানী) করছেন ? তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ আমাকে এই মর্মে ওসীয়াত করেছেন যে, আমি যেন তাঁর নামে কুরবানী করি। সে মতে আমি তাঁর পক্ষ থেকে একটি কুরবানী করছি। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় অবস্থানকালে প্রতি বছর কুরবানী

করেন। আর হযরত আলী (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী করীম ﷺ তাঁকে এ মর্মে ওসীয়াত করে যান যে, তিনি যেন তাঁর নামে কুরবানী করেন। সে মতে এই ওসীয়াত মুতাবিক হযরত আলী মুরতাযা (রা) সব সময় নবী করীম ﷺ এর পক্ষ থেকে কুরবানী করতেন।

কুরবানী করার নিয়ম

٢٧٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ ضَحَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ قَالَ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهَا وَيَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرَ - رواه البخارى ومسلم

২৭০. হযরত আনাস (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ হাতে সাদা-কালো রং মিশ্রিত দুই শিং বিশিষ্ট দু'টি দুম্বা যবাই করেন এবং তাতে 'বিসমিল্লাহ্ ও আল্লাহু আকবার' পাঠ করেন। আমি দেখলাম, তিনি দুম্বা দু'টির পার্শ্বদেশে পা রেখে বলছেন ঃ "বিসমিল্লাহে ওয়া আল্লাহু আকবার" (আল্লাহ্র নামে, সেই আল্লাহ্ মহান। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٧١- عَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْئَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ " اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ عَلَى مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ مُحَمَّدٍ وَاُمَّتِهِ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ - رواه أحمد وأبوداؤد وابن ماجة والدارمى وفى روايته لاحمد وابى داؤد والترمذى ذَبَحَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَنِّىْ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ اُمَّتِىْ

২৭১. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিন সাদা-কালো রং মিশ্রিত, দুই শিং বিশিষ্ট দু'টি খাসি দুম্বা যবাই করেন। তারপর যখন তিনি এ দু'টিকে কিবলামুখি করেন তখন এই দু'আ পাঠ করেন–

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضَ عَلَى مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَاُمَّتِهِ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ –

"আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ করছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (৬, সূরা আন'আম ঃ ৭৯)। বলুন, আমার সালাত, আমার ইবাদাত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে (৬, আন'আম ঃ ১৬২) তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি এ (সাক্ষ্য দানের) জন্যই আদিষ্ট হয়েছি। আর আমি মুসলমানদেরই একজন। হে আল্লাহ্! তোমার পক্ষ থেকে পাওয়া বস্তু তোমার জন্য মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর উম্মাতের পক্ষ থেকে পেশ করছি। আল্লাহ্র নামে সেই আল্লাহ্ মহান।" তারপর তিনি যবাই করেন, (আহ্মাদ, আবূ দাউদ, ইব্ন মাজাহ ও দারিমী)

আহ্মাদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযীর অন্য বর্ণনায় আছে, তা নিজ হাতে যবাই করেন এবং বলেন, আল্লাহ্র নামে যে আল্লাহ্ মহান। হে আল্লাহ্! এতো আমার পক্ষ থেকে এবং আমার সে সব উম্মাতের পক্ষ থেকে যাদের কুরবানী করার সামর্থ্য নেই।

ব্যাখ্যা ঃ কুরবানী করার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্র কাছে এই বলে আরযি পেশ করতেন ঃ আমার পক্ষ থেকে অথবা কুরবানী দানে আমার অসমর্থ উম্মাতের পক্ষ থেকে এই কুরবানী। স্পষ্টতই এটাই ছিল উম্মাতের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রগাঢ় স্নেহের প্রকাশ। তবে এর মর্ম এই নয় যে, তিনি সকল উম্মাতের পক্ষ থেকে অথবা অসমর্থ লোকদের পক্ষে কুরবানী করেছেন, তাই তাদের জন্য যথেষ্ট এবং তাদের আর কুরবানী করতে হবে না। বরং এর মর্ম হল, হে আল্লাহ্! কুরবানীর সাওয়াবে আমার সাথে আমার উম্মাতকেও অংশীদার কর। সাওয়াবে অংশীদার করা এক জিনিস, আর সবার পক্ষ থেকে কুরবানী আদায় হয়ে যাওয়া ভিন্ন জিনিস।

কুরবানীর পশু সম্পর্কে দিক নির্দেশনা

٢٧٢- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا ذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا فَاَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ اَرْبَعًا اَلْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ

الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِىْ لاَ تُنْقِىْ –

رواه مالك وأحمد والرمذى وأبوداؤد والنسائى وابن ماجة والدارمى

২৭২. হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুরবানী করার ক্ষেত্রে কোন ধরনের পশু বাদ দেওয়া উচিত সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি নিজের হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন ঃ চার রকমের (ত্রুটিযুক্ত) পশু বাদ দেওয়া উচিত। তা হল, খোড়া-যার খোঁড়ানো সুস্পষ্ট, অন্ধ-যার অন্ধত্ব সুস্পষ্ট, রুগ্ন-যা রুগ্নতা সুস্পষ্ট এবং দুর্বল যার হাড়ের মজ্জা শুকিয়ে গেছে। (মালিক, আহ্মাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইব্ন মাজাহ ও দারিমী)

٢٧٣- عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُضَحَّىَ بِاَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالاُذُنِ – رواه ابن ماجة

২৭৩. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভাঙ্গা শিং ও ছেড়াঁ কান বিশিষ্ট পশু (কুরবানীর উদ্দেশ্যে) যবাই করতে নিষেধ করেছেন। (ইব্ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ কুরবানী মুলতঃ বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহ্র কাছে এক প্রকার নযরানা। তাই সাধ্যানুসারে ভাল পশু কুরবানী করা উচিত। খোড়া, অন্ধ, কান বিহীন, রুগ্ন, দুর্বল, জীর্ণ-শীর্ণ, ভাঙ্গা শিং বিশিষ্ট এবং কানছেঁড়া পশু আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কুরবানী করা উচিত নয়। কুরআন মাজীদে তাই ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

"তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না।" (৩, সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২)

এটাই কুরবানী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নির্দেশনার প্রাণশক্তি ও বিশেষ উদ্দেশ্যে।

বড় পশু কয়ভাগে কুরবানী করা যাবে?

٢٧٤- عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُوْرُ عَنْ سَبْعَةٍ – رواه مسلم وأبوداؤد واللفظ له

২৭৪. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিটি গরু সাতজনের এবং প্রতিটি উট সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করা যায়। (মুসলিম ও আবূ দাউদ শব্দমালার আবূ দাউদের)

ব্যাখ্যা ঃ আরব দেশে গরুও মহিষকে একই সাথে শ্রেণীভুক্ত মনে করা হয়, আরবে এগুলো না থাকায় হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি, মহিষের কুরবানীতেও সাত ব্যক্তি অংশগ্রহণ করতে পারে।

ঈদের সালাতের পরেই কুরবানী করার সময়

٢٧٥- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ اِنَّ اَوَّلَ نَبْدَءُ بِهِ فِيْ يَوْمِنَا هٰذَااَنْ نُصَلِّيَ فَاِنَّمَا ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ نُصَلِّيَ هُوَ شَاةُ لَحْمٍ عَجَّلَهُ لِاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِيْ شَيْءٍ - رواه البخارى ومسلم

২৭৫. হযরত বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কুরবানীর দিন আমাদের উদ্দেশ্য ভাষণ দেন। তিনি বলেন ঃ আজকের এই দিনে আমরা সর্বপ্রথম যে কাজটি করব তাহল সালাত আদায়। এরপর ফিরে গিয়ে কুরবানী করব। যে ব্যক্তি এভাবে করবে সে আমাদের সুন্নাতকে অনুরসণ করল (তার কুরবানী আদায় হবে)। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আমাদের সালাত আদায়ের পূর্বে কুরবানী করল সে তার পরিবারের জন্য অগ্রিম গোশ্ত খাওয়ার জন্য বকরী যবাই করল। তা কিছুতেই কুরবানী নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٧٦- عَنْ جُنْدُبِ بْنْتِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ شَهِدتُ الاَضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَعْدُ اَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ اَضَاحِيْ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ اَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلٰوتِهِ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّيَ اَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحَ مَكَانَهَا اُخْرَى- رواه البخارى ومسلم

২৭৬. হযরত জুন্দুব ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি একবার কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। সালাত শেষ করার সাথে সাথেই তাঁর দৃষ্টি কুরবানীর গোশ্তের উপর পড়ল। এই কুরবানীর পশু সালাত আদায়ের পূর্বেই যবাই করা হয়েছিল। সে মতে তিনি বললেন ঃ যে

সব লোক সালাত আদায়ের পূর্বে কুরবানী করে তাদের (সালাতের পরে) আরেকটি কুরবানী করা উচিত (কেননা সালাতের পূর্বে কুরবানী হয়না)। (বুখারী ও মুসলিম)

১০ ই যিলহজ্জের ফযীলত ও সম্মান

আল্লাহ্ তা'আলা সপ্তাহের সাত দিনের মধ্যে যেমন জুমু'আর দিনকে, বছরের বার মাসের মধ্যে রমযান মাসকে, তারপর রমযানের তিন দশকের মধ্যে শেষ দশদিনকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। তেমনি ১০ই যিলহাজ্জকেও দুর্লভ সম্মানে ভূষিত করেছেন। আর তাই এই দশদিনের মধ্যে হজ্জের দিনকে রাখা হয়েছে। মোটকথা এই দিনগুলোতে রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত। এসব দিনের সৎকাজ আল্লাহর অতি এবং মূল্যবান।

٢٧٧- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ هٰذِهِ الاَيَّامِ الْعَشْرَةِ- رواه البخارى

২৭৭. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ ১০ই যিলহাজ্জ তারিখের আমলের চেয়ে কোন প্রিয় আমল আল্লাহ্র কাছে আর নেই। (বুখারী)

٢٧٨- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَاَرَادَ بَعْضُكُمْ اَنْ يُّضَحِّيَ فَلاَ يَاْخُذَنَّ شَعْرًا وَلاَ يُقَلِّمَنَّ ظُفْرًا - رواه مسلم

২৭৮. হযরত উম্মু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন যিলহজ্জের প্রথম দশদিন শুরু হয় এবং তোমাদের কেউ কুরবানী করতে চায় সে যেন কুরবানী না করা পর্যন্ত চুল এবং নখ না কাটে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ ১০ই যিলহজ্জ প্রকৃতপক্ষে হজ্জের দিন এবং এদিনে অনেক বিশেষ করণীয় কাজ রয়েছে। কিন্তু হজ্জব্রত পালন করতে হয় মক্কা শরীফে গিয়ে। তাই সামর্থ্যবানের উপর জীবনে কেবল একবার তা আদায় ফরয করা হয়েছে। যে লোক সেখানে গিয়ে হজ্জব্রত পালন করে সেই প্রকৃত অর্থে বিশেষ বরকত লাভ করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মু'মিনকে এ রহমত লাভের যে, হজ্জের দিনসমূহে যেন তারা স্ব-স্ব স্থানে থেকে হজ্জ এবং হাজীর কাজসমূহের সাথে সম্পৃক্ত কাজে অংশগ্রহণ করে। এক ধরনের সম্পর্ক করে নেয়। ঈদুল আযহার কুরবানীর মূলে এটাই বিশেষ রহস্য। হাজীগণ ১০ই যিলহজ্জ তারিখে মিনায় আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিজ নিজ কুরবানী করে থাকেন। তবে বিশ্বের যে সকল

মুসলমান হজ্জে অংশগ্রহণ করেন নি তাঁদের জন্য নির্দেশ হল, তারা যেন নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কুরবানী করে। হাজীগণ যেভাবে ইহ্‌রাম বাঁধার পর চুল ও নখ কাটেন না তদ্রুপ যে সকল মুসলমান কুরবানী করতে ইচ্ছুক তারাও যেন যিলহাজ্জের চাঁদ দেখার পর চুল অথবা নখ না কাটে। এভাবে যেন তারা হাজীদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে। কতই না চমৎকার দিক নির্দেশনা। যার উপর আমল করে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সকল মুসলমান হজ্জের বরকত ও নূর লাভ করে ধন্য হতে পারে।

সতর্কবাণী ঃ প্রকাশ থাকে যে, এখানে কুরবানী এবং এর পূর্বে সাদাকা-ই-ফিতর এর সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসমূহ মুহাদ্দিসগণের অনুকরণে দুই ঈদের সালাতের সাথে অবিচ্ছেদ্য বিধায় এখানেই উল্লেখ করা হলো।

সূর্য গ্রহণের সালাত এবং বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত

জুমু'আ ও দুই ঈদের যেমন সামষ্টিক সালাতের দিন তারিখ সুনির্ধারিত, এছাড়া আরো দুই সালাত সামষ্টিকভাবে আদায় করা হয়। তবে তার দিনক্ষণ তারিখ নির্ধারিত নেই। এর মধ্যে একটি সূর্য গ্রহণের সালাত এবং অপরটি হল বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত (সালাতুল ইস্তিস্‌কা)

সূর্য গ্রহণের সালাত

সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ মূলতঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার অসীম কুদ্‌রতের নিদর্শনসমূহের অন্যতম। যখন চন্দ্র অথবা সূর্যগ্রহণ হয় তখন অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে মহা মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র আসনে মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁর দয়া ও করুণা প্রার্থনা করা উচিত। উল্লেখ্য, নবী নন্দন হযরত ইব্‌রাহীমের বয়স যখন দেড় বছর তখন তিনি ইনতিকাল করেন[১] এবং ঐদিন সূর্যগ্রহণও লেগেছিল। জাহিলিয়া যুগের একটি বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, কোন মহান ব্যক্তির তিরোধান জনিত কারণেই মূলতঃ সূর্যগ্রহণ হয়। যেন তার মৃত্যুতে সূর্যকালো চাদর গায়ে শোকের আচ্ছন্ন হয়। হযরত ইব্‌রাহীমের ইন্‌তিকালের দিন সূর্যগ্রহণ হওয়ায় মানুষ উক্ত ভুল ধারণার শিকার হতে পারত। বরং কোন কোন বর্ণনায় আছে, কোন কোন মানুষের মুখে একথা উচ্চারিত হয় যে, তাঁর মৃত্যুতেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তাই সূর্যগ্রহণের সময়

১. নবীনন্দন হযরত ইব্‌রাহীম (রা) দশম হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন এ বিষয় বিপুল সংখ্যক হাদীস বিশারদ ঐকমত্য পোষণ করেন। কারো কারো মতে, তিনি রাবীউল আউওয়াল মাসে ইন্‌তিকাল করেন। বিগত শতাব্দীর খ্যাতিমান মনীষী মরহুম মাহমূদ পাশা এ বিষয়ে ফরাসী ভাষায় একটি নিবন্ধ লিখেছেন যার আরবী তরজমা ১৩০৫ হিজরীতে মিসরে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি উক্ত সূর্যগ্রহণের তারিখ দশম হিজরীর ২৯ শে সাওওয়াল বলে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত ঐদিন সকাল সাড়ে আটটার সূর্যগ্রহণ লেখেছিল।

রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ভীষণভাবে শংকিত হয়ে পড়েন এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে জামা'আত সহ দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। এ সালাত ছিল ভিন্ন ধর্মী। তিনি এতে দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ করেন এবং কিরা'আতের মধ্যে কখনো কখনো তন্ময় হয়ে ঝুঁকে পড়তেন। আবার সোজা হয়ে কিরা'আত পাঠ করতেন। একইভাবে এ সালাতে তিনি দীর্ঘ রুকূ সিজ্‌দা করেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সালাতে আল্লাহ্‌র দরবারে কাতর প্রার্থনা করেন। তারপর লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। কারো মৃত্যু জনিত কারণে চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ হওয়ার বদ্ধমূল ধারণা চিরতে বিদূরিত করেন। তিনি বলেন, এ হল, জাহিলিয়া যুগের চিন্তা-চেতনারই ফল যার কোন ভিত্তি নেই। এ হচ্ছে মূলতঃ মহান আল্লাহ্‌ তা'আলার অসীম কুদ্‌রতেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাই কখনো সূর্য কিংবা চন্দ্রগ্রহণ হলে বিনয় নম্রতার সাথে আল্লাহ্‌ অভিমুখী হওয়া, তাঁর ইবাদাত করা এবং দু'আ করা উচিত। এই দীর্ঘ ভূমিকার পর সূর্য গ্রহণের সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় হাদীস পাঠ করা যেতে পারে।

٢٧٩- عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعَيْبَةَ قَالَ كَسَفَةِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ فَصَلُّوْا وَادْعُوْ اللّٰهَ - رواه البخارى ومسلم

২৭৯. হযরত মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর যুগে তাঁর ছেলে ইব্‌রাহীমের ইন্‌তিকালের দিন সূর্যগ্রহণ হয়ে ছিল। তখন লোকেরা বলাবলি শুরু করল যে, ইব্‌রাহীমের ইন্তিকালের কারণে সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বললেন ঃ কারো মৃত্যু জনিত কারণে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হয় না। কাজেই তোমরা গ্রহণ দেখতে পেলে সালাত আদায় করবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি খুবই সংক্ষিপ্ত, এমনকি নবী করীম ﷺ এর সালাত আদায়ের বিষয়ও এতে স্থান পায়নি। অন্য বর্ণনায় তাঁর সালাত আদায় এবং তার বিশেষ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সবিস্তার বিবরণ এসেছে।

٢٨٠- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَزِعًا يَخْشَى اَنْ تَكُوْنَ السَّاعَةُ فَاَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِاَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ مَارَاَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هٰذِهِ الاٰيَاتُ الَّتِىْ يُرْسِلُ اللّٰهُ لاَ تَكُوْنُ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيٰوتِهِ وَلٰكِنْ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهَا عِبَادَهُ فَاِذَارَاَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَالِكَ فَافْزَعُوْا اِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ - رواه البخارى ومسلم

২৮০. হযরত আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার সূর্যগ্রহণ হলো। নবী করীম ﷺ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কিয়ামত হয়ে যাওয়ার আশংকা করতে থাকেন। এরপর তিনি মসজিদে আসেন এবং এর আগে আমি তাঁকে যেমন করতে দেখেছি, তার চাইতে দীর্ঘ সময় দরে কিয়াম ও রুকূ-সিজ্‌দাসহ সালাত আদায় করেন। তিনি আরো বলেন, এগুলো হলো নিদর্শন যা আল্লাহ্ পাঠিয়ে থাকেন, তা কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সতর্ক করেন। সুতরাং যখনই তোমরা এর কিছু দেখতে পাবে, তখনই আল্লাহ্‌র যিকর দু'আ এবং ইস্‌তিগফারের দিকে ধাবিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٨١- عَنْ قَبِيْصَةَ الْهِلاَلِىِّ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَاَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَاَطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَانْجَلَّتْ فَقَالَ اِنَّمَا هٰذِهِ الاٰيَاتُ يُخَوِّفُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهَا فَصَلُّوْا كَاَحْدَثِ صَلٰوةٍ صَلَّيْتُمُوْهَا مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ - رواه أبوداؤد والنسائى

২৮১. হযরত কাবীসা হিলালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সময় একবার সূর্যগ্রহণ হয়। এ সময় তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এত দ্রুত বের হয়ে আসেন যে, তার চাদর মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল এবং এ সময় মদীনাতে আমি তাঁর সাথে ছিলাম। তারপর তিনি দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন, যাতে তিনি দীর্ঘ কিয়াম করেন। তাঁর সালাত শেষ করার সাথে সাথে সূর্যগ্রহণও শেষ হয়। তখন তিনি বললেন ঃ এটা আলাহ্ তা'আলার অন্যতম নিদর্শন, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দাদের সতর্ক করে থাকেন। যখন তোমরা এরূপ হতে দেখবে তখন দ্রুত তোমাদের সর্বশেষ ফরয সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করবে। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)

٢٨٢- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ اَرْتَمِىْ بِاَسْهُمٍ لِىْ بِالْمَدِيْنَةِ فِىْ حَيٰوةِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهَا فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لاَنْظُرَنَّ اِلَى مَا حَدَثَ لِرَسُوْلِ لِلّٰهِ ﷺ فِىْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ قَالَ فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيُحْمِدُ وَيَدْعُوْ حَتَّى حُسِرَ عَنْهَا فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَأَ سُوْرَتَيْنِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ - رواه مسلم

২৮২. হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি তীর-ধনুক নিয়ে মদীনায় অনুশীলন করছিলাম। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ লাগল। আমি তীর-ধনুক রেখে দিলাম এবং বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! সূর্যগ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কী করেন আমি অবশ্যই তা দেখব। তিনি বলেন, আমি দেখতে পেলাম, তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে আছেন। হাত তুলে তিনি তাসবীহ্, হামদ, তাহ্‌লীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) তাক্‌বীর ও দু'আয় মশগুল আছেন। সূর্যগ্রহণ শেষ হওয়া পর্যন্ত সালাত ও দু'আ করতে থাকেন। এ সালাতে তিনি দু'টি সূরা পাঠ করেন এবং দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। (মুসলিম)

٢٨٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ قَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ فَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الاُخْرَمِثْلَ مَا فَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الاُوْلَى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذَالِكَ فَادْعُوْ اللّٰهِ وَكَبِّرُوْا وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا ثُمَّ قَالَ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ اِنْ مِنْ اَحَدٍ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ اَنْ يَزْنِىْ عَبْدُهُ اَوْ تَزْنِىْ اَمَتُهُ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا اَلاَهَلْ بَلَّغْتُ - رواه البخارى ومسلم

২৮৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করতে দাঁড়িয়ে যান এবং দীর্ঘ কিয়াম করেন। এরপর রুকূ করেন এবং দীর্ঘ রুকূ করেন। রুকূ হতে মাথা উঠান এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। কিন্তু পূর্বের দাঁড়াবার সময়ের চাইতে তা কম দীর্ঘ ছিল। এরপর রুকূ করেন এবং দীর্ঘ রুকূ করেন কিন্তু তা ছিল প্রথম রুকূ হতে কিছু কম। এরপর সিজ্‌দা করেন, এবং দীর্ঘ সিজ্‌দা করেন। তা প্রথম রুকূ হতে কিছু কম। এরপর প্রথম রাক'আতের ন্যায় দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করেন। তারপর তিনি ফিরেন। এদিকে সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এরপর তিনি লোকদের উদ্দেশ্য ভাষণ দিতে যেয়ে আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা পাঠ করেন। এরপর বলেন, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ্‌র কুদ্‌রতের নিদর্শনসমূহের অন্যতম। কারো মৃত্যু কিংবা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ হয় না। যখন তোমরা চন্দ্র অথবা সূর্যগ্রহণ দেখতে পাবে, তখন আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করবে, তাক্‌বীর বলবে, সালাত আদায় করবে এবং দান সাদাকা করবে। তিনি বলেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মাত। কোন গোলাম বা বাদীর ব্যভিচারে কেউ এত ক্রুদ্ধ ও বিরক্তি বোধ করে না যতটুকু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর গোলাম বাঁদীর ব্যভিচারে ক্রুদ্ধ হন (তাই তাঁর শাস্তিকে ভয় কর এবং ব্যভিচার ও নাফরমানি থেকে দূরে থাক)

হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মাত! আল্লাহ্‌র শপথ। যদি তোমরা জানতে যা আমি জানি, তবে তোমরা কাঁদতে বেশি এবং হাসতে কম। পরে তিনি বলেন, আমি কি আল্লাহ্‌র নির্দেশ যথাযথভাবে প্রচার করতে পেরেছি? (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সালাত যেহেতু ব্যতিক্রমধর্মী তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তা ব্যতিক্রমরূপেই আদায় করেন। ফলে অনেক সাহাবী এ বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এখানে শুধু পাঁচজন সাহাবীর রিওয়ায়াত উল্লেখ করা হলো। হাদীস গ্রন্থসমূহে বিশের অধিক সাহাবী সূত্রে এ বিষয়ে সবিস্তার বিবরণ পাওয়া যায়। ইমাম বুখারী (র.) বিভিন্নসূত্রে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সম্বলিত হাদীস নয় জন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। এসব হাদীস থেকে এ বিষয়ে সবিস্তার বিবরণ জানা যায়। এর মধ্যে অধিকাংশ হাদীসেই একটি বিষয় চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে যে, এ সালাত সাহাবা কিরামের নিকট ছিল একান্তভাবেই নতুন এবং এর পূর্বে তাঁরা কখনো চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সালাত আদায় করেন নি। রিওয়ায়াত সমূহে একথাও পরিষ্কারভাবে উল্লেখিত যে, নবী নন্দন ইব্‌রাহীমের ইন্‌তিকালের দিনই সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। হাদীস বিশারদগণ বলেছেন ঃ ইব্‌রাহীম (র.) দশম হিজরী সনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্‌তিকালের

কয়েক মাস পূর্বে ইন্‌তিকাল করেছিলেন। এর দ্বারা একথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় কেবল একবারই সূর্যগ্রহণের সালাত আদায় করেছিলেন। আর হাদীস সূত্রেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। চন্দ্রগ্রহণের সময়কালীন সালাত আদায় সম্পর্কিত বিষয়টিও আলোচ্য হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো চন্দ্র গ্রহণের সালাত আদায় করেছেন বলে কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায় না। সম্ভবত এ কারণ এই যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তিনি কেবল সূর্যগ্রহণের বিষয় আদিষ্ট হন এবং এর কয়েক মাস পর এ নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। আর এ সময়ের মধ্যে চন্দ্রগ্রহণ হয়নি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সালাত একান্তভাবেই ব্যতিক্রমী পদ্ধতিতে আদায় করেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে কতিপয় নতুন নতুন বিষয় প্রকাশিত হতে থাকে। এক. তিনি এই সালাত দীর্ঘ সময় ধরে আদায় করেন (যদিও জামা'আতে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর সালাত আদায় করা সচরাচর অভ্যাস পরিপন্থী ছিল বরং লোকদের এ থেকে নিষেধও করতেন)

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মনে হয় তিনি এই সালাতের প্রথম রাক'আতে সূরা বাকারা এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা আল্‌-ইমরান পাঠ করেন। হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, এই সালাতে লোকেরা দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি বরং মাটিতে পড়ে যায়। কোন কোন বর্ণনায় আছে, এই সালাতে মানুষ চেতনাহীন হয়ে পড়ে এবং তাদের মাথায় পানি ঢালতে হয়েছিল।

এ সালাতের নূতনত্বের মধ্যে এও ছিল যে, তিনি কিয়াম অবস্থায় হাত তুলে তাসবীহ্ তাহ্‌লীল, তাহ্‌মীদ ও তাক্‌বীর বলে দীর্ঘক্ষণ দু'আ করে। অন্য হাদীসে এ বিস্ময়কর তথ্যও পরিবেশিত হয়েছে যে, তিনি সালাতে দাঁড়ান অবস্থায় আল্লাহ্‌র হুযূরে ঝুঁকে পড়েন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকূতে থেকে দাঁড়িয়ে যান এবং কিরা'আত পাঠ করে রুকূ-সিজ্‌দা করেন। কোন কোন বর্ণনায় আছে, কিয়াম অবস্থা থেকে কেবল একবার নয় বরং কয়েকবার রুকূর দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন।

কোন কোন বর্ণনায় আছে, তিনি এই সালাত আদায় কালে কখানা পিছনে হটে যান আবার কখনো সামনে এগিয়ে যান। আবার কখনো তিনি হাত সামনে সম্প্রসারিত করেন যেমন মানুষ কোন কিছু গ্রহণের উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে থাকে। তিনি পরে খুতবায় বলেন ঃ এসময় তাঁর সামনে অদৃশ্য জগতের বহু হাকীকত প্রকাশ পায়। তিনি জান্নাত জাহান্নাম সামনে দেখতে পান। তিনি জাহান্নামের ভয়বাহ মর্মান্তিক শাস্তি প্রত্যক্ষ করেন এবং তিনি এমন বস্তুও দেখেন যা ইতো-পূর্বে কখনো দেখেন নি।

এই সালাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে সকল বিষয় নূতনরূপে প্রকাশ পায় তাহল সালাতে হাত তুলে দীর্ঘক্ষণ দু'আ করা, কিরা'আত পাঠরত অবস্থায় বারবার আল্লাহ্‌র সমীপে ঝুঁকে পড়া, কখনো পিছে হটে যাওয়া আবার কখনো সামনে এগিয়ে যাওয়া, কখনো নিজ হাত সামনে বাড়িয়ে দেওয়া এসবই অদৃশ্য বিষয় দর্শনের কারণেই হয়েছে।

জ্ঞাতব্য ঃ নবী নন্দন হযরত ইব্‌রাহীমের ইন্‌তিকালের দিন সূর্যগ্রহণ হওয়ায় তিনি খুত্‌বায় জোর দিতে ঘোষণা করেন যে, এই সূর্যগ্রহণের সাথে আমার বাসভবনের ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। এ ধরনের কিছু মনে করা হবে মারাত্মক ভুল। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ সত্যভাষণ ও পবিত্র বাণী তাঁর সত্যতা পবিত্রতার এমনই দলীল যা ভয়ানকভাবে আল্লাহকে অস্বীকার কারীদের মনে অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করে। তবে এ প্রভাব কেবল জীবন্ত অন্তরেই অনুভূত হবে।

বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত (সালাতুল ইস্তিস্‌কা)

সকল প্রাণীর জীবন জীবিকা পানির সাথে সম্পৃক্ত থাকায় বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কাজেই কোন এলাকায় দুর্ভিক্ষ ও খরা দেখা দিলে তা সাধারণ বিপদের রূপ নেয়। বরং বলাচলে, এক ধরনের সাধারণ শাস্তির রূপ ধারণ করে। ব্যক্তিগত সমস্যা উত্তরনের লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন সালাতুল হাজতের (প্রয়োজন পূরনের সালাত) শিক্ষা দিয়েছেন যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে, ঠিক একইভাবে সামষ্টিক বিপদ উত্তরনের লক্ষ্যেও একটি সালাত শিক্ষা দিয়েছেন যা সালাতুল ইস্তিস্‌কা (বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত) নামে পরিচিত। ইস্তিস্‌কার আভিধানিক অর্থ পানি প্রার্থনা করা এবং পানি দ্বারা যমীন প্লাবিত করার দু'আ করা।

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি সালাতুল ইস্তিস্‌কা আদায় করেন এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশে তখন বৃষ্টিও বর্ষিত। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস থেকে উক্ত ঘটনার সবিস্তার বিবরণ পাঠ করা যেতে পারে।

٢٨٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ شَكَا النَّاسُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُحُوْطَ الْمَطَرِ فَاَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِى الْمُصَلَّى وَوَعَدَالنَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُوْنَ فِيْهِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ اِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ

جَرْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِخَارَ الْمَطَرِ عَنْ اِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ اَمَرَ اللّٰهُ اَنْ تَدْعُوْهُ وَوَعَدَكُمْ اَنْ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنِىُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّتً وَبَلَاغًا اِلٰى حِيْنٍ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَتْرُكِ الرَّفْعَ حَتّٰى بَدَا بَيَاضُ اِبِطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَّبَ اَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعُ يَدَيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَاَنْشَاءَ اللّٰهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَفَرِقَتْ ثُمَّ اَمْطَرَتْ بِاِذْنِ اللّٰهِ فَلَمْ يَاتِ مَسْجِدَهُ حَتّٰى سَالَتِ السُّيُوْلُ فَلَمَّا رَاَى سُرْعَتِهِمْ اِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ وَاَنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ - رواه ابوداؤد

২৮৪. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করে। তিনি দিন ক্ষণ ঠিক করে সকলের নিকট থেকে ঈদগাহের ময়দানে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি মাঠে মিম্বর স্থাপানের নির্দেশ দিলে তা স্থাপিত হয় । আয়েশা (রা.) বলেন সে দিন সূর্য উঠার সাথে সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ময়দানে গিয়ে উক্ত মিম্বরে আরোহন করে সর্বপ্রথম তাক্‌বীর বলেন। তারপর আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশংসা করেন। এরপর তিনি বলেন, তোমরা সময়মত বৃষ্টিপাত না হওয়ায় দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করছ অথচ আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন ঃ যদি তোমরা তাঁর নিকট দু'আ কর, তবে তিনি তা কবুল করবেন। এরপর তিনি বলেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের প্রতিপালক। তিনি পরমদাতা, মেহেরবান, কিয়ামতের দিনের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। হে আল্লাহ্‌! তুমি আল্লাহ্‌! তুমি ছাড়া অপর কেউ স্বয়ং সম্পূর্ণ নেই। এবং আমরা তো তোমার মুখাপেক্ষী। তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর এবং তার সাহায্যে খাদ্য শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা কর। তার পর তিনি উভয় হাত এত উপরে উঠান যে, তাঁর বগলের সাদা অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। এরপর তিনি লোকদের প্রতি পিঠ ফিরিয়ে স্বীয় চাদর মুবারক উল্টিয়ে দেন এবং ঐ সময়ে ও তাঁর হাত উপরে ছিল। অবশেষে তিনি লোকদের দিকে ফিরে মিম্বর

হতে অবতরণের পর দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। এই সময় আল্লাহ্ তা'আলা আকাশে মেঘ সঞ্চার করেন এবং মেঘের গর্জন ও ঘনঘটা শুরু হয়ে যায়। তার পর আল্লাহ্র হুকুমে এমন বৃষ্টিপাত হতে থাকে যে, নবী করীম ﷺ মসজিদে নববীতে আসার পূর্বেই সমস্ত এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়। এর পর তিনি যখন তাদেকে আর্দ্রতা হতে আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তে দেখেন, তখন এমনভাবে হেসে দেন যে, তাঁর দাঁত মুবারক দৃষ্টি°গোচর হয়। এরপর তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং আমি আল্লাহ্র বান্দাও রাসূল। (আবূ দাউদ)

٢٨٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ اِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِىْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُوْ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ - رواه البخارى ومسلم

২৮৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বৃষ্টি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে লোকদের নিয়ে ঈদগাহের দিকে বের হন এবং তাদের নিয়ে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। এতে তিনি উচ্চকণ্ঠে কিরা'আত পাঠ করেন। এসময় তিনি নিজ হাত দু'টি উপরে তুলে কিব্লামুখী হয়ে দু'আ করেন। কিবলামূখী হওয়ার সময় তিনি নিজ চাদর উল্টিয়ে নিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٨٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِىْ فِى الاِسْتِسْقَاءِ مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا - رواه الترمذى وأبوداؤد والنسائى وابن ماجة

২৮৬. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার সালাতুল ইস্তিস্কার উদ্দেশ্যে সাধারণ পোশাক পরে (মাঠের উদ্দেশ্যে) বের হন। তিনি বিনয় নম্রতা সহকারে আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করতে করতে পথ চলেন। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ)

ব্যাখ্যাঃ 'সালাতুল ইস্তিসকা' মূলতঃ সাধারণ দুর্ভিক্ষ ও সামষ্টিক বিপদ থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে আদায় করা হয় এবং এত দু'আ করা হয়, উপরে বর্ণিত হাদীস সমূহ থেকে এই সালাত সম্পর্কিত কতিপয় বিষয় জানা যায়। যথাঃ-

১. সালাতুল ইস্তিস্কা উন্মুক্ত মাঠে আদায় করা উচিত, কারণ বৃষ্টি প্রার্থনার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত মাঠই যোগ্য স্থান এবং সেখানে মূলতঃ নিজ আকুতি অধিক প্রকাশ পায়।

২. জুমু'আ ও ঈদের সালাত আদায়ের জন্য যেমন গোসল করা হয় ও উত্তম পোশাক পরিধান করা হয় তদ্রূপ এ সালাতের ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই। বরং এর বিপরীত সম্পূর্ণ সাধারণ পোশাক পরে দুঃস্থ ও ফকীরের বেশে আল্লাহ্র দরবারে হাযির হওয়া উচিত। যাঞ্চনাকারীর জন্য ছেঁড়া কাপড় এবং দুঃস্থ অবস্থা বহাল রাখাই সমীচীন।

৩. নাচোড় বান্দার ন্যায় দু'আ করা উচিত এবং এ উদ্দেশ্য আকাশের দিকে হাত অধিক উত্তোলন করা চাই।

প্রথমোক্ত দুই হাদীসে চাদর পরিবর্তন করার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ নবী করীম ﷺ কিব্লামূখী হয়ে নিজ চাদর পরিবর্তন করে নেন। এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, হে আল্লাহ্! আমি যেভাবে চাদর উল্টিয়ে নিয়েছি তুমি তেমনি বৃষ্টি বর্ষণ করে অনাবৃষ্টির অবস্থা পরিবর্তন করে দাও। সম্ভবত হাত উঠানোর ন্যায় একাজও আমলের অংশ ছিল।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত প্রথমোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাতুল ইস্তিস্কা আদায় করেন তখন আকাশে মেঘের সঞ্চার হয় এবং তা থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, অন্যান্য সাহাবীর রিওয়ায়াতে ও এ বিষয় বর্ণনা পাওয়া যায়।

আল-হামদুলিল্লাহ্! এবিষয়ে উম্মাতের ও সাধারণ অভিজ্ঞতা রয়েছে। অধম তার জীবনে কমপক্ষে তিনবার এই সালাত আদায় করেছে, প্রথম শৈশবে, দ্বিতীয়বার পনের বছর বয়সে লাখ্নৌতে এবং তৃতীয়বার ১৯৫১ সালে পবিত্র মদীনায়। তিন বারই আল্লাহ্র মেহেরবাণীতে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে, যখন সালাত ও দু'আর ফলে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলো তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ " আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল।"

পূর্ণ দাসত্বের দাবি হিসেবে নবী করীম ﷺ -এর সালাত এবং দু'আর ফলস্বরূপ মু'জিযারূপে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ

ঘোষণা দেওয়া জরুরী মনে করেন যে এসব যা হয়েছে তা মূলতঃ আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতা ও ইচ্ছারই অভিব্যক্তি। তাই তিনিই সার্বিক হামদ ও শুক্‌রের মালিক, আর আমি কেবল আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। হে আল্লাহ্! তোমার বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি রহমত বর্ষণ কর।

জানাযার সালাত এবং তার আগে ও পরে করণীয়

হাদীস বিশারদগণ সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সালাত অধ্যায়ের শেষে জানাযা অধ্যায় সন্নিবেশিত করে তার অধীনে মৃত্যু, মৃত্যুশয্যার রোগ বরং সাধারণ রোগ ব্যাধি ও তখনকার করণীয় ইত্যাকার বিষয় আলোচনা করেন। এর পর মৃতর গোস, দাফন-কাফন, জানাযার সালাত, শোকপ্রকাশ, কবর যিয়ারত ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হাদীসসমূহ বর্ণনা করেন। এই নিয়মের অনুসরণে এখানে এ সকল বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণী ও আমলসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। এসব হাদীসের সারকথা হল,মৃত্যু অবশ্যাম্ভাবী এবং তার কোন নির্ধারিত সময় নেই। কাজেই মৃত্যুর ব্যাপারে কোন মুসলমানের অচেতন থাকা উচিত নয়, সর্বদা তা স্মরণ রাখা এবং আখিরাতের এই সফরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। বিশেষতঃ যখন কেউ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে তার নিজ দীনী ও ঈমানী অবস্থা সংশোধন করে নেয়া উচিত। এবং আল্লাহ্ সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে অধিক মনোযোগী হওয়া উচিত। একজন রোগাক্রান্ত হলে অপরজনের সেবা শুশ্রূষা ও সমবেদনা প্রকাশ করে তার চিন্তা হাল্‌কা করা উচিত এবং তার মনোরঞ্জনের ও সাধ্যমত চেষ্ট করা উচিত। রোগ মুক্তির লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তার জন্য দু'আ করে তার দেহে ফুঁক দেওয়া উচিত সাওয়াব লাভ করা যায় এমন কথা বলা এবং আল্লাহ্‌র শান ও রহমতের আলোচনা তার সামনে করা উচিত। তবে বিশ্বাস জন্মে যে, রোগী সুস্থ হবে না এবং মুত্যু অত্যাসন্ন এমতাবস্থায় তার অন্তর আল্লাহ্ অভিমুখী করা এবং ঈমানের কালেমা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার যথোচিত পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। তার পর মারা গেলে মৃতের নিকটাত্মীয়দের ধৈর্যধারণ করা উচিত এবং মৃত্যু সহজাত ব্যাপার একে আল্লাহ্‌র ফয়সালা মনে করে তাদের মাথা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঝুঁকিয়ে দেয়া উচিত, এরূপ দুঃখ -কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাওয়াব প্রাপ্তির আশা করা এবং মৃতের জন্য দু'আ করা উচিত। এরপর মৃতের গোসলের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাফন পরানো এবং সুগন্ধি ব্যবহার করানো চাই। এরপর তার জানাযার সালাত আদায় করে নিতে হবে এবং তাতে আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ ও প্রশংসা। তাঁর মাহাত্ম্যের স্বীকৃতি এবং উম্মাতের (মৃত ব্যক্তিসহ সকল মু'মিনের) পথ প্রদর্শনকারী আল্লাহ্‌র নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য

রহমতের দু'আ করতে হবে। এসবের পর মৃতের জন্য আল্লাহ্‌র দয়া অনুগ্রহ কামনা করে দু'আ করা উচিত। এরপর অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাকে মাটির মধ্যে রেখে দিতে হবে, যে মাটির অংশ দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর মৃতের শোক সন্তপ্ত নিকটাত্মীয়-স্বজনের সমবেদনা প্রকাশ করা উচিত এবং তাদের সান্ত্বনা দিয়ে দুশ্চিন্তা লাঘবের চেষ্টা করা উচিত।

উল্লিখিত বিষয়গুলোর রহস্য পরিষ্কার, অভিজ্ঞতার নিরিখে দেখা গেছে যে, সাধারণ রোগ-ব্যাধি এবং অপরাপর বিপদের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত কার্যক্রম অনুযায়ী কাজ করা হলে অন্তরে স্বস্তি ও শান্তি ফিরে আসে। তাঁর দেওয়া প্রতিটি শিক্ষা ও নির্দেশনা অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে দুঃখ-কষ্ট দূরীকরণের ক্ষেত্রে ঔষধরূপে কাজ করে। মৃত্যু আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের মাধ্যম হওয়ায় তা একজন বান্দার অভিপ্রেত ব্যাপার হচ্ছে যায়। এগুলো দুনিয়ারী বরকতের সাথে সংশ্লিষ্ট। আখিরাতের বিষয়সমূহ ইনশাআল্লাহ্ সামনে আসবে যা প্রাপ্তি অঙ্গীকার পরবর্তী হাদীসসমূহে করা হয়েছে। এই ভূমিকার পর এ পর্যায়ে কতিপয় হাদীস পাঠ করা যেতে পারে।

মৃত্যুর স্মরণ এবং তার আকাঙ্ক্ষা

٢٨٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثِرُوْا ذِكْرَهَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ- رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة

২৮৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধ্বংসী মৃত্যুর কথা তোমরা বেশি বেশি স্মরণ করবে। (তিরমিযী, নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাহ্)

٢٨٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْكِبِىَّ فَقَالَ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْعَابِرُ سَبِيْلٍ، وَكَانَ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ اِذَاَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَاِذَا اَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَّاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيوتِكَ لِمَوْتِكَ - رواه البخارى

২৮৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উভয় কাঁধ ধরে বললেন ঃ তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফিরের ন্যায় অথবা পথযাত্রীর মত থাকবে। আর ইব্‌ন উমর (রা) (এই হাদীসের ভিত্তিতে) বলতেন, তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা

করবে না এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করবে না। (যেহেতু ততক্ষণ বাঁচবে কিনা জানা নেই) তোমার সুস্থতার অবকাশে তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য কিছু সঞ্চয় করে রাখবে। আর জীবিতাবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবে। (বুখারী)

٢٨٩- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهُ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ -رواه البخارى ومسلم

২৮৯. হযরত উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সাক্ষাৎ কামনা করে, আল্লাহ্ও তাঁর সাক্ষাৎ কামনা করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাৎ অপ্রিয় মনে করে, আল্লাহ্ও তাঁর সাক্ষাৎ অপ্রিয় মনে করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) বর্ণিত হাদীসখানা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) অথবা নবী সহ ধর্মিনীদের অন্য কেউ বলেন, হে আল্লাহ্র নবী ! আমাদের অবস্থান হল এই আমরা তো মৃত্যু অপসন্দ করি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জবাবে যা বলেছেন তার সারমর্ম হল, আমার কথার উদ্দেশ্য এই নয় যে, মানুষ মৃত্যু কামনা করুক, কেননা মৃত্যু অপ্রিয় হওয়া মানুষের সহজাত ব্যাপার। বরং আমার কথার উদ্দেশ্য হল, মৃত্যুর পর মু'মিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ্র যে দয়া অনুগ্রহ লাভ উদ্দেশ্য যা মৃত্যুর সময় তার কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে তা যেন সে প্রিয় মনে করে এবং তা পাওয়ার জন্য আগ্রহী হয়। যার অবস্থা এরূপ আল্লাহ্ তাকে পসন্দ করেন বেং তার সাক্ষাৎ কামনা করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মন্দকাজসমূহ আজ্ঞাম দেওয়ায় আল্লাহ্র ক্রোধ ও শাস্তির উপযুক্ত, মৃত্যুর সময় তাকে তার পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করা হয়। তাই যে আল্লাহ্র কাছে উপস্থিত হওয়াকে অপ্রিয় মনে করে এবং নিজের জন্য কঠিন বিপদ মনে করে। এরূপ ব্যক্তির সাক্ষাৎ আল্লাহ্ চান না, বরং তাকে অপসন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী لقاء الله দ্বারা মৃত্যু উদ্দেশ্য নয় বরং মৃত্যু পরবর্তী সময়ে বান্দার সাথে আল্লাহ্র যে আচরণ হবে তা-ই বুঝানো হয়েছে। একই বিষয়ের উপর বর্ণিত আয়েশা (রা.) এর হাদীসের শেষাংশে উল্লিখিত হয়েছে যে, اَلْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللّٰهِ "মৃত্যু হল আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের পূর্ব ঘটনা।"

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, যখন মানুষের এই দুনিয়া ছেড়ে আখিরাতের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাবার সময় কাছাকাছি এসে পড়ে তখন পাশবিকতা ও জড় জগতের গাঢ় পর্দা ছিন্ন হয়ে যায় এবং আত্মার কাছে আখিরাত স্পষ্ট হয়ে উঠে। ঐ সময় নবী-রাসূলগণ বর্ণিত আখিরাতের হাকীকত ও অদৃশ্য জগতের বিষয়াবলী তার সামনে ফুটে উঠে। এসময় মু'মিন ব্যক্তির আত্মা যা সর্বদা পাশবিকতার দাবি নিয়ন্ত্রণ করে ফিরিশতাসুলভ গুর্ণাবলী অর্জনে সচেষ্ট থাকত, সে আল্লাহ্ অনুগ্রহও দয়া দেখে তাড়াতাড়ি আখিরাতের জগতে প্রবেশের মাধ্যমে আল্লাহ্র রহমত লাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আত্মপূজায় এবং পাশবিকতার মাঝে আকণ্ঠ নিয়জ্জিত থেকে দুনিয়ার স্বাদ আস্বাদনে ব্যস্ত ছিল, সে মৃত্যুর সময় তার মৃত্যু পরবর্তী জীবনের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে। ফলে সে কোনভাবে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে চায় না। শাহওয়ালী উল্লাহ্ (র.) বলেন, এই দুই ব্যক্তির অবস্থাকেই أحب لقاء الله এবং كره لقاء الله বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আব اَحب لقائه এবং كره لقائه দ্বারা উদ্দেশ্য হল যথাক্রমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি, পুরস্কার ও তিরস্কার, সাওয়াব ও আযাব।

٢٩٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرٍ وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ - رواه البيهقى فى شعب الايمان

২৯০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত্যু হল মু'মিনের জন্য উপহার। (বায়হাকীর শু'আবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ উপরে একথা বর্ণিত হয়েছে যে, সহজাত কারণেই মানুষের কাছ মৃত্যু প্রিয় বস্তু নয়। কিন্ত আল্লাহ্র যে সকল বান্দা ঈমানরূপী দৌলত ধন্য হয়েছে। সে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশেষ পুরস্কার লাভের আশায় অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকে এবং সংগত কারণেই মৃত্যুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ঠিক একইভাবে সহজাত কারণে মানুষ চোখে অস্ত্রোপচার করাতে আগ্রহী নয়। কিন্তু যখন তার হৃদয়ে এই বিশ্বাস জন্মে যে, তার চোখে আলো ফিরে আসবে তখন সে তা (অস্ত্রোপচার) করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে এবং ডাক্তারকে দেখিয়ে চোখে অস্ত্রোপচার করতে যায়। এখানে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আস্ত্রোপচারের ফলে চোখের জ্যোতি ফিরে আসার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত নয়। কারণ কখনো কখনো অস্ত্রোপচার ব্যর্থও হয়। কিন্ত মু'মিন ব্যক্তি মৃত্যুর পর আল্লাহ্র কাছ থেকে বিপুল পুরস্কারে ভূষিত হওয়া এবং তার দীদার লাভের বিষয়টি একান্তভাবেই সুনিশ্চিত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মু'মিন ব্যক্তির মৃত্যু উপহার স্বরূপ। এবিষয়টি

ভালভাবে বুঝে নেয়ার জন্য আরো একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। প্রত্যেক মেয়ের জন্য বিবাহ পরবর্তী জীবনের পিতা-মাতার ঘর ছেড়ে স্বামীর ঘরে চলে যাওয়ার বিষয়টি একারণে অনভিপ্রেত ও দুঃখজনক যে, সে পিতা-মাতার স্নেহে-মমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে তাদের পরিবেশ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যত জীবন অপরিচিত পরিবেশ ও লোকজনের মধ্যে ঘর বাধতে যাচ্ছে। কিন্তু বিবাহের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য সুখশান্তি অর্জনের লক্ষ্যে সন্দেহাতীতভাবে বিবাহের জন্য তার মনে প্রবল আগ্রহও থাকে। বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্কের বিষয়টিও ঠিক একই ধরনের। কারণ মৃত্যুর পর সে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ, নৈকট্য লাভ ইত্যাকার কারণে মৃত্যুর প্রতি তার প্রবল আগ্রহ ও ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়।

মৃত্যু কামনা করা এবং এর জন্য দু'আ করা নিষেধ

অনেক লোক দুনিয়ার কষ্ট ও দুশ্চিন্তার শিকার হয়ে মৃত্যু কামনা করে এবং মৃত্যুর জন্য দু'আ ও করে, তবে একাজন নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা, ভীরুতা ও ধৈর্যহীনতার পরিচায়ক এবং ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণও বটে। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ থেকে নিষেধ করেছেন।

٢٩١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَتَمَنَّى اَحَدُكُمْ الْمَوْتَ اَمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَاَمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَسْتَعْتِبَ -

২৯১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কারণ সে সৎ হলে আরো নেকী অর্জন করবে আর অসৎ হলে (তাওবা করে) আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভে সমর্থ হবে। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ উপরে যে শব্দগুচ্ছ যোগে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে সহীহ্ বুখারীতে রয়েছে সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনায় সামান্য শাব্দিক পার্থক্য দেখা যায়। তাতে মৃত্যু কামনার সাথে সাথে মৃত্যুর জন্য দু'আ করার বিষয়েও নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

٢٩٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ اَصَابَهُ فَاِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَاكَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ- رواه البخارى ومسلم

২৯২. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ বিপদ গ্রস্ত হয়েও যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি সে তা করতেই চায় তবে যেন বলে اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَاكَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ "হে আল্লাহ্! আমাকে জীবিত রাখ যে পর্যন্ত আমার জীবন আমার পক্ষে কল্যাণকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দাও যখন মৃত্যু আমার পক্ষে কল্যাণকর হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

রোগ ব্যাধি মু'মিনের জন্য রহমত এবং পাপের কাফ্‌ফারা (ক্ষতিপূরণ)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মৃত্যু সম্পর্কে বলেছেন যে, মৃত্যুবরণ করা অর্থ অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়া নয় বরং এক জীবন হোকে অন্য জীবনে পাড়ি জমানো। মু'মিন ব্যক্তিদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে আনন্দের বিষয় এদিক থেকেই মৃত্যু মু'মিনের জন্য উপহার স্বরূপ। তাই তিনি বলেছেন, রোগব্যাধি কোন দুঃখের কিংবা বিপদের বিষয় নয়। বরং একদিক থেকে তা রহমতও বটে। কারণ এর দ্বারা পাপ বিমোচিত হয়। রোগব্যাধি ও অপরাপর বিপদাপদকে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী বান্দাদের জন্য সতর্কবাণী বলে মনে করতে হবে এবং নিজের সংশোধনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। নিম্নবর্ণিত হাদীসে এসব বিষয়ের শিক্ষা ও নির্দেশনা রয়েছে।

٢٩٣- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمُ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ اَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا اِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ - رواه البخارى ومسلم

২৯৩. হযরত আবূ সাঈদ (র.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যখন কোন মুসলমান বিপদগ্রস্ত হয়, রোগাক্রান্ত হয়, কোন দুশ্চিন্তার শিকার হয়, কোন প্রকার দুঃখ-কষ্টে পতিত হয় এমন কি তার দেহের কোথাও কাঁটাবিদ্ধ হয় এসব দ্বারা আল্লাহ্ তার পাপরাশি মুচে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٩٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ اَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ اِلاَّ حَطَّ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا - رواه البخارى ومسلم

২৯৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলামানের প্রতি যে কোন কষ্ট পৌঁছে থাকুক না কেন,

চাই তা রোগ-ব্যাধি বা অন্য কিছু আল্লাহ্ তা'আলা এর দ্বারা তার পাপরাশি ঝেড়ে ফেলেন যে ভাবে গাছ তার পাতা ঝেড়ে ফেলে। (বুখারী ও মুসলিম)

٢٩٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ اَوِالْمُؤْمِنَةِ فِىْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى اللّٰهُ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيْئَةٍ -رواه الترمذى

২৯৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিন নারী ও পুরুষের বিপদ লেগেই থাকে। কখনো তার নিজের উপর, কখনো তার ধন-সম্পদে, কখনো তার সন্তান-সন্ততিতে যার দরুন তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এমনকি সে আল্লাহ্র দরবারে এমন অবস্থায় হাযির হয় যে তার কোন পাপই থাকে না। (তিরমিযী)

٢٩٦- عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ خَالِدٍ السُّلَمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللّٰهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ اِبْتَلاَهُ اللّٰهُ فِىْ جَسَدِهِ اَوْ فِىْ مَالِهِ اَوْ فِىْ وَلَدِهِ ثُمَّ صَبَّرَهُ ذَالِكَ حَتَّى يُبَلِّغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِىْ سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللّٰهِ -رواه أحمد وأبو داؤد

২৯৬. মুহাম্মাদ ইব্ন খালিদ সুলামী (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও তাঁর পিতামহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন বান্দার জন্য যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন মর্যাদা নির্ধারিত থাকে এবং সে যদি তা আমল করে অর্জন করতে না পারে তখন আল্লাহ্ তাঁর শরীর, সম্পদ ও সন্তানের দ্বারা পরীক্ষা করেন। তার পর তাকে ধৈর্যের তাওফীক দেন যাতে সে বিপদে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ্র নির্ধারিত মর্যাদা লাভ করতে পারে। (আহ্মাদ ও আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সকল ক্ষমতার উৎস ও এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। তিনি যদি চান তাহলে বিনা কাজে তাঁর বান্দারকে মর্যাদা সমুন্নত করতে পারেন। কিন্ত সুবিচারের দাবি হল, যে ব্যক্তি তার কাজ দ্বারা যে মর্যাদা পেতে পারে তাকে সে স্থানে রাখা। কেননা আল্লাহ্র বিধান হল এরূপ যে, যখন তিনি কোন বান্দার কাজ পসন্দ করেন অথবা কারো দ্বারা দু'আ করিয়ে তার মর্যাদা সমুন্নত করেন অথচ কাজ দ্বারা সে উক্ত মর্যাদায় উন্নতি হতে পারে নি, এমতাবস্থায় ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন এবং তাতে ধৈর্যধারণেরও তাওফীক দেন।

٢٩٧- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوَدُّ اَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِيْنَ يُعْطَى اَهْلُ الْبَلاَءِ الثَّوَابَ لَوْ اَنَّ جُلُوْدَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِىْ الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيْضِ - رواه الترمذى

২৯৭. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছান্দ্যে বসবাসকারীরা কিয়ামতের দিন যখন দেখবে যে, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাওয়াব দেয়া হচ্ছে, তখন তারা আফসোস করে বলবে, হায় দুনিয়াতে যদি আমাদের চামড়া কাঁচি দ্বারা কাটা হতো। (তিরমিযী)

٢٩٨- عَنْ عَامِرٍ الرَّامِ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الاَسْقَامَ فَقَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا صَابَهُ السَّقْمُ عَافَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوْبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُ وَاِنَّ الْمُنَافِقَ اِذَا مَرِضَ اُعْفِىَ كَانَ كَالْبَعِيْرِ عَقَلَهُ اَهْلُهُ ثُمَّ اَرْسَلُوْهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوْهُ وَلِمَ اَرْسَلُوْهُ - رواه أبوداؤد

২৯৮. হযরত আমির আর-রামী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোগ ব্যাধি সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বলেন, মু'মিন ব্যক্তির যখন রোগ হয় তার পর আল্লাহ্ তাকে আরোগ্য দান করে এতে তার অতীত পাপের ক্ষতিপূরণ হয় এবং ভবিষতের জন্য শিক্ষণীয় ও সতর্কবাণী হয়ে থাকে। কিন্তু মুনাফিক আখিরাত থেকে গাফিল যখন রোগাক্রান্ত হয় এরপর তাকে আরোগ্য দান করা হয় সে এ থেকে উপকৃত হয় না। তার দৃষ্টান্ত ঐ উটের ন্যায় যাকে তার মালিক বেঁধেছিল তার পর ছেড়ে ছিল। অথচ সে বুঝল না যে, কেন তাকে বেঁধেছিল এবং কেন তাকে ছেড়ে দিল। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাণীর সারমর্ম হচ্ছে এই যে, রোগ-ব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট, অস্তিরতা (যা এই দুনিয়ায় আকশ্যিকভাবে হয়েই থাকে) তাকে কেবল বিপদ এবং আল্লাহ্র ক্রোধের ও শাস্তির বহিঃপ্রকাশ মনে না করা উচিত আল্লাহ্র সাথে যারা নিবিড় সম্পর্ক রাখে তাদের জন্য এ সবের মধ্যে বিরাট কল্যাণ ও রহমত নিহিত রয়েছে। এর দ্বারা পাপ বিমোচিত হয়ে যায় এবং আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ এবং বুলন্দ মর্যাদা লাভ করা যায় এবং আমলের ঘাটতি পূরণ হয়। এগুলো দ্বারা ভাগ্যবানদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

আল্লাহ্‌র যে সকল বান্দা বড় বড় রোগ ব্যাধি এবং বিপদাপদকে অনুগ্রহ ও দয়া প্রাপ্তির একটি মাধ্যম মনে করেন তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রদর্শিত শিক্ষার মধ্যে কতই না বিরাট বরকত নিহিত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এ বিরল মর্যাদা যাদের দান করেছেন তারা ভালভাবে জানেন যে, একত বিরাট অনুগ্রহ। তারা আরো জানেন, রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাদের ঈমানে কত শক্তি সঞ্চয় হয় এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ও ভালবাসার স্তর কত উন্নত করা যায়।

রোগাক্রান্ত থাকাকালে সুস্থ থাকাকালীন আমলের সাওয়াব লাভ

٢٩٩- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْسَافَرَكُتِبَ لَهُ بِمِثْلِ مَاكَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا - رواه البخارى

২৯৯. হযরত আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন বান্দা রোগাক্রান্ত হয় অথবা সফর করে যার ফলে নিয়মিত আমল করতে পারে না তার জন্য তাই লেখা হয় যা সে সুস্থ থাকা অবস্থায় অথবা বাড়ী থাকা অবস্থায় আমল করত। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ কোন ব্যক্তি যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে অথবা সফরে থাকে অথবা অন্য কোন উযরবশত তার সাধারণ আমল করতে না পারে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহ ও দয়ায় সুস্থ ও মুকীম বাড়ীতে অবস্থানরত থাকা কালে তার কৃত আমলের সাওয়াব তার আমলনামায় লিখে দেন। 'হে আল্লাহ্! তোমারই প্রশংসা, তোমারই জন্য শোক্‌র, আমরা তোমার গুণ-কীর্তন করে শেষ করতে পারব না।"

রোগীর সেবা করা, সান্ত্বনা দেওয়া ও সমবেদনা প্রকাশ করা

রোগীর সেব করা, সান্ত্বনা দেওয়া এবং তার সেবাযত্ন করাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সার্বোচ্চ সৎকাজ এবং গ্রহণযোগ্য ইবাদাত হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং বিভিন্নভাবে এ সরের প্রতি অনুপ্রাণিতও করেছেন। তিনি স্বয়ং রোগীদের সেবা করতে যেতেন এবং তাদের সাথে এমন কথা বলতেন যাতে তাদের মনে প্রশান্তি আসত এবং দুশ্চিন্তা হাল্‌কা হয়ে যেত। আল্লাহ্‌র নাম ও কুরআন পাঠ করে তার উপর ফুঁক দিতেন এবং অন্যান্যদেরকে এ বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।

٣٠٠- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِىْ - رواه البخارى

৩০০. হযরত আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ক্ষুধার্তদের অন্ন দাও, রুগীদের সেবা কর এবং বন্দীদের মুক্তি দাও। (বুখারী)

٣٠١- عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا عَادَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ - رواه مسلم

৩০১. হযরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলমান যখন তার কোন রোগী মুসলমান ভাইয়ের সেবা করতে যায়, প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত সে জান্নাতের বাগানের ফল চয়ন করতে থাকে। (মুসলিম)

٣٠٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَادَى مَرِيْضًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً- رواه ابن ماجة

৩০২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন রোগীকে সেবা করতে যায়, আকাশ থেকে একজন আহবায়ক তাকে লক্ষ্য করে বলেন, তুমি মুবারক হও এবং মুবারক হোক তোমার এই পদচারণা। তুমি জান্নাতে নিজ আবাস তৈরি করে নিলে। (ইব্‌ন মাজা)

٣٠٣- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَفِّسُوْا لَه فِىْ اَجَلِهِ فَاِنَّ اَجَلِه فَاِنَّ ذَالِكَ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَيُطِيْبُ بِنَفْسِهِ -رواه الترمذى وابن ماجة

৩০৩. হযরত আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যখন কোন রোগীর কাছে যাবে তার জীবন সম্পর্কে আনন্দদায়ক কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দেবে। (এ সান্ত্বনার বাণী) ভাগ্যের পবির্তন ঘটাবে না যা ঘটার তাই ঘটবে কিন্তু তার মন সান্ত্বনা লাভ করবে। যা রোগীকে দেখতে যাওয়ার আসল উদ্দেশ্য। (তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা)

٣٠٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ غُلاَمٌ يَهُوْدِىٌّ يَخْدِمُ النَّبِىَّ ﷺ فَمَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَاْسِهِ فَقَالَ لَه اَسْلِمْ فَنَظَرَ اِلَى اَبِيْهِ وَهُوَ

عِنْدَهُ فَقَالَ اَطِعْ اَبَا الْقَاسِمِ فَاَسْلَمْ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْقَضَهُ مِنَ النَّارِ- رواه البخارى

৩০৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ইয়াহূদী যুবক নবী করীম ﷺ এর খিদমত করত। একবার সে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী করীম ﷺ তাকে দেখতে যান এবং তার শিয়রে বসে বললেন ঃ তুমি মুসলমান হায় যাও। সে তার পিতার দিকে তাকাচ্ছিল। উল্লেখ্য, তার পিতাও তখন তার কাছে ছিল। সে (তার পিতা) বলল, তুমি আবুল কাসিম ﷺ-এর কথা মেনে নাও। সুতরাং সে মুসলমান হয়ে গেল। নবী করীম ﷺ তার নিকট থেকে বের হয়ে বললেন ঃ ঐ আল্লাহ্‌রই প্রশংসা যিনি তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিলেন। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস সূত্রে একটি বিশেষ কথা জানা গেল যে, অমুসলিমরাও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমত করত । দ্বিতীয়ত এও জানা গেল যে, নবী করীম ﷺ অমুসলিম রোগীদেরও দেখতে যেতেন। তৃতীয়ত এও জানা যায় যে, কোন অমুসলিমের নবী করীম ﷺ-এর সান্নিধ্যের ফলে এমনভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ত যে, নিজ পুত্রকে ইসলাম গ্রহণের জন্য সর্ম্পণ করাকে সর্বোত্তম কাজ মনে করত।

রোগীর উপর ফুঁক দেওয়া এবং তার আরোগ্য লাভের জন্য দু'আ করা

٣٠٥- عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اشْتَكَى مِنَّا اِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا - رواه البخارى ومسلم

৩০৫. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান হাত তার দেহে বুলাতেন এবং বলতেন اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَائُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا "হে মানুষের প্রতিপালক! এই রোগ নিরাময় কর এবং তাকে সুস্থ কর। কেননা তুমিই রোগ নিরাময়কারী। তোমার আরোগ্য ব্যতীত এমন কোন আরোগ্য নেই যা কোন রোগ অবশিষ্ট রাখে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٠٦- عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ اَبِى الْعَاصِ اَنَّهُ شَكَى اِلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجْعًا يَجِدُهُ فِيْ جَسَدِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِيْ يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ ثَلٰثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ فَفَعَلْتُ فَاَذْهَبَ اللّٰهُ مَا كَانَ بِيْ - رواه مسلم

৩০৬. হযরত উসমান ইব্‌ন আবুল আ'স (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে এমন রোগের কথা জানান যা তিনি নিজ দেহে অনুভব করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন ঃ তোমার দেহের বেদনাযুক্ত স্থানে নিজ হাত রাখ এবং তিনবার বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ করা আর সাতবার হল ঃ اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ "আমি যা অনুভব করছি এবং আশংকা করছি তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও কুদ্‌রতের পানাহ চাচ্ছি।" তিনি বলেন, আমি কার্যত তাই করলাম। ফলে আমার শরীরের কষ্ট আল্লাহ্ দূর করে দিলেন। (মুসলিম)

٣٠٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ اُعِيْذُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ وَيَقُوْلُ اِنَّ اَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحٰقَ رواه البخارى

৩০৭. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসান ও হুসাইন (রা.) এর জন্য আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাইতেন এবং বলতেন اُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ وَيَقُوْلُ اِنَّ اَبَا كُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحٰقَ "আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণ বাক্যসমূহের দ্বারা পানাহ চাচ্ছি প্রত্যেক শয়তান থেকে, প্রত্যেক বিষধর কীট থেকে এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর চোখ থেকে। তিনি আরো বলতেন, তোমাদের উর্দ্ধতন পিতা (ইব্‌রাহীম আ.) এই শব্দমালার দ্বারা তাঁর দুই সন্তান যথাক্রমে হযরত ইসমাঈল ও ইসহাক (আ.) এর জন্য পানাহ চাইতেন। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ "কালিমায়ে তাম্মাহ" দ্বারা আল্লাহ্‌র আহ্‌কাম অথবা কুরআন মাজীদ বুঝানো হয়েছে। তিনি ইমাম হাসান ও হুসাইন (রা.) এর জন্য পানাহ চেয়ে এই

দু'আ পাঠ করে ফুঁক দিতেন এবং তাঁদের হিফাযতের জন্য আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাইতেন।

٣٠٨- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَاشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِىْ كَانَ تُوَفِّيْهِ كُنْتُ اَنْفُثُ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِىْ كَانَ يَنْفُثُ وَاَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِىِّ ﷺ - رواه البخارى ومسلم

৩০৮. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ পীড়িত হলে মু'আব্বিযাত (সূরা নাস ও ফালাক) দ্বারা নিজ দেহের উপর ফুঁক দিতেন এবং নিজ হাত শরীরে বুলাতেন। যখন তিনি ঐ রোগে আক্রান্ত হন যাতে তাঁর ইন্‌তিকাল হয়, তখন আমি মু'আব্বিযাত পাঠ করে তাঁর শরীর ফুঁক দিতাম যে মু'আব্বিযাত পাঠ করে তিনি নিজে ফুঁক দিতেন। তবে আমি তাঁর পবিত্র হাত দ্বারাই তাঁর শরীর মুছে দিতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত মু'আব্বিযাত দ্বারা সূরা নাস ও ফালাক বুঝানো হয়েছে, যার দ্বারা আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাওয়া হয় এবং যা পাঠ করে তিনি রোগীদের উপর ফুঁক দিতেন। এমনিতর কিছু সংখ্যক দু'আ উপরে বর্ণিত হাদীসেও এসেছে। আল্লাহ্ চাহেত অবশিষ্ট দু'আ আদ-দাওয়াত অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

মৃত্যুর লক্ষণ স্পষ্ট হলে করণীয় কী?

٣٠٩- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ- رواه مسلم

৩০৯. হযরত আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা মুমূর্ষু ব্যক্তিদেরকে একথা বলার উপদেশ দেবে যে لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই " (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে মৃত বলতে মুমূর্ষু ব্যক্তি বুঝানো হয়েছে যার মৃত্যুর লক্ষণ পরিষ্কার হয়ে ওঠেছে। এসময় তাদের সামনে لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ এই কালিমার উপদেশ দেওয়ার অর্থ হল, তার মন যেন আল্লাহ্‌র তাওহীদের দিকে ধাবিত হয়। যদি মুখে উচ্চারণ করতে পারে তাহলে কালিমা পাঠ করে যেন তার ঈমান শাণিত করে নেয় এবং এ অবস্থার মধ্য দিয়েই যেন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। আলিমগণ পরিষ্কারভাবে বলেছেন ঃ মুমূর্ষু অবস্থায় যেন কালেমা পাঠ করানোর

চেষ্টা করা না হয়। কারণ অজান্তে তার মুখ থেকে অন্য শব্দও বের হতে পারে। তাই মৃতের সামনে কেবল কালিমা ঃ পাঠ করাই যথেষ্ট।

٣١٠- عَنْ مَعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلاَمِهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ - رواه أبوداؤد

৩১০. হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যার (জীবনের) শেষ বাক্য হবে لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ সে জান্নাতী। (আবূ দাউদ)

٣١١- عَنْ مَعْقِلِ ابْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَؤُا سُوْرَةَ يس عَلَى مَوْتَاكُمْ-رواه أبوداؤد وابن ماجة

৩১১. হযরত মালিক ইব্‌ন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মুমূর্ষদের উপর সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে। (আহ্‌মাদ, আবূ দাউদ ও ইব্‌ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে মৃত্যু পথযাত্রীরূপে তাদের বুঝনো হয়েছে যাদের উপর মৃত্যুর লক্ষণ ফুটে উঠেছে। এর মধ্যে কী হিক্‌মত নিহিত তা কেবল আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তবে একথা স্পষ্ট যে এই সূরা ইয়াসীন ও ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সবিস্তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। বিশেষত সর্বশেষে فَسُبْحَانَ الَّذِىْ بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ "অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যার হাতে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৩৬, সূরা ইয়াসীন ঃ ৮৩) আয়াতটি মৃত্যুর সময়ের খুবই উপাযোগী।

٣١٢- عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلاَثٍ اَيَّامٍ يَقُوْلُ لاَ يَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ - رواه مسلم

৩১২. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে তাঁর ইন্‌তিকালের তিনদিন পূর্বে বলতে শুনেছি তোমাদের কেউ যেন আল্লাহ্‌র প্রতি সুধারণা পোষণ করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ না করে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের এটাই দাবি। আল্লাহ্‌কে ভয় করার সাথে সাথে তাঁর অনুগ্রহ কামনা করে মানুষ বিশেষ করে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ কালে যেন তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ আশা করে। রোগী যেন স্বয়ং এ চেষ্টা করে এবং তার সেবকও যেন তার সামনে এমন কথা বলে যাতে আল্লাহ্ সম্বন্ধে তার সুধারণা স্থাপিত হয় এবং দয়া ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশার সঞ্চার হয়।

মৃত্যুর পর করণীয় কী?

٣١٣- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى اَبِىْ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَاَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الرُّوْحَ اِذَا تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ اَهْلِهِ فَقَالَ لاَ تَدْعُوْ عَلى اَنْفُسِكُمْ اِلاَّ بِخَيْرٍ فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لاَبِىْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهِ فِى الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ - رواه مسلم

৩১৩. হযরত উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আবূ সালামার কাছে যান। তখন তাঁর চোখ দু'টি বিস্ফারিত ছিল। তিনি তা বন্ধ করে দেন এবং বলেন, আত্মা যখন নিয়ে যাওয়া হয়, তখন চোখ সাথে সাথে চলে যায় (তাই মৃত্যুর পর চোখ বন্ধ করে দেওয়া উচিত)। একথা শুনে তাঁর পরিবারের সদস্যরা উচ্চঃস্বরে কেঁদে ওঠলো এবং নানা অভিশাপমূলক বাক্য উচ্চারণ করতে লাগল। তিনি বললেন ঃ তোমরা নিজেদের জন্য ভাল ব্যতীত দু'আ করো না। কারণ তোমাদের কথার সাথে মিল রেখে ফিরিশ্তারা আমীন আমীন বলতে থাকে। তারপর তিনি বলেন ঃ "হে আল্লাহ্! আবূ সালামাকে ক্ষমা করে দাও, হিদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা বুলন্দ করে দাও এবং তাঁর উত্তরসূরীদের জন্য তুমিই অভিভাবক হয়ে যাও। হে জগতসমূহের প্রতিপালক ! আমাদেরকেও তাঁকে ক্ষমা করে দাও। তাঁর জন্য কবর প্রশস্ত করে দাও এবং তাঁর কবরকে জ্যোতির্ময় করে দাও।" (মুসলিম

٣١٤- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مُسْلِمٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ مَااَمَرَهُ اللّٰهُ بِهِ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ اَخْلَفَ اللّٰهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَافَلَمَّا مَاتَ اَبُوْسَلَمَةَ قُلْتُ اَىُّ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرٌ مِنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بَيْتٍ هَاجَرَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اِنِّىْ قُلْتُهَا فَاَخْلَفَ اللّٰهُ لِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ - رواه مسلم

৩১৪. হযরত উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলমান যখন বিপদে পড়ে, তখন যে যদি আল্লাহ্র

নির্দেশানুযায়ী "ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন" বলে নিম্নের দু'আ اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا "হে আল্লাহ্! আমাকে বিপদে ধর্যধারণের সাওয়াব দাও এবং এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দিয়ে ধন্য কর" পাঠ করে, আল্লাহ্ তাকে উত্তম প্রতিদান দিয়ে ধন্য করবেন। যখন আবূ সালামা (রা.) ইন্তিকাল করলেন, তখন আমি বললাম, আবূ সালামা (রা.) থেকে কে উত্তম হতে পারে ? কারণ তাঁর পরিবার প্রথম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে হিজরত করেছিল। তারপর আমি এই দু'আ পাঠ করলাম। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে আমার জন্য দান*করলেন। (মুসলিম)

٣١٥- عَنْ حَصِيْنِ ابْنِ وَحْوَحٍ اَنَّ طَلْحَةَ ابْنِ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لاَ اِنِّىْ لاَاَرَى طَلْحَةَ اِلاَّ قَدْ حَدَثَ بِهِ الْمَوْتُ فَاٰذِنُوْنِىْ بِهِ وَعَجِّلُوْا فَاِنَّهُ لاَ يَنْبَغِىْ لِجِيْفَةِ مُسْلِمٍ اَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ اَهْلِهِ- رواه أبوداؤد

৩১৫. হাসীন ইব্ন ওয়াহওয়াহ্ থেকে বর্ণিত। তালহা ইব্ন বারা (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী করীম ﷺ তাঁকে দেখতে যান। তিনি তাঁর নাযুক অবস্থা দেখে বললেন ঃ আমার মনে হচ্ছে তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। যদি তা-ই হয় তবে আমাকে সংবাদ দেবে এবং তাঁর দাফন-কাফনের কাজ দ্রুত সেরে নিবে। কারণ মৃতকে তার দীর্ঘক্ষণ পরিবারের মধ্যে আটকে রাখা কোন মুসলমানর জন্য সমীচীন নয়। (আবূ দাঊদ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, মৃত্যুর পর মৃতের দাফন-কাফনের কাজ যথা সাধ্য তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা উচিত।

মৃতের জন্য কান্নাকাটি, উচ্চস্বরে বিলাপ ও মাতম করা

কারো মৃত্যুজনিত কারণে তার নিকট আত্মীয় স্বজনের দুঃখিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া এবং তার ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখ বেয়ে পানি ঝরা কিংবা অন্য কোন-ভাবে দুঃখ-কষ্ট প্রকাশ পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। এমন অবস্থার বহিঃপ্রকাশ মৃতের জন্য তার আপন জনদের আন্তরিক ভালবাসা ও সমবেদনারই প্রতিফলন যা মানবতার এক মূল্যবান ও পসন্দনীয় উপাদান। একারণে শরী'আতে এটা নিষিদ্ধ নাই বরং কিছুটা প্রশংসনীয়ও বটে। তবে কান্নাকাঠি ও মাতম করাকে শরী'আত কখনো অনুমোদন করে না। যদিও একদিক থেকে এর মূল্যায়ন করা হয়েছে কিন্তু অপর দিকে উচ্চস্বরে কান্না ও মাতম এবং স্বেচ্ছায় বিলাপ করাকে কঠিনভাবে

নিষেধ করা হয়েছে। প্রথমত, এ কাজ দাসত্বের অবস্থান এবং আল্লাহ্‌র ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান বুদ্ধি রূপ যে নি'আমত দান করেছেন এবং বিপদাপদ উত্তরণের যে বিশেষ যোগ্যতা দান করেছেন উচ্চস্বরে চিৎকার, মাতম, বিলাপ ইত্যাদি করা মূলতঃ আল্লাহ্ প্রদত্ত সে নি'আমতের অস্বীকৃতি বৈকি! কারণ এর ফলে অন্যের দুঃখ বেদনা আরো বেড়ে যায় এবং চিন্তাও কার্যশক্তি দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ ছাড়া উচ্চস্বরে কাঁদা ও মাতম করা মৃতের জন্য (কবরে) শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

٣١٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اشْتَكَى سَعْدُبْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَاَتَاهُ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِىْ غَاشِيَةٍ فَقَالَ قَدْ قُضِىَ ؟ قَالُوْا لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَبَكَى النَّبِىُّ ﷺ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِىِّ ﷺ بَكَوْا فَقَالَ لاَ تَسْمَعُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا وَاَشَارَ اِلَى لِسَانِهِ اَوْ يَرْحَمُ وَاِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ - رواه البخارى

৩১৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়েন। নবী করীম ﷺ তাঁকে দেখতে যান আর তখন আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ, সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাস ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) তাঁর সাথে ছিলেন। যখন তিনি তাঁর কাছে গোলাম তখন যদি ছিলেন বেহুঁশ। তিনি জানতে চাইলেন তাঁর কি ইন্‌তিকাল হয়েছে? উপস্থিত লোকজন বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি ইন্‌তিকাল করেন নি। তখন তিনি কেঁদে উঠলেন, নবী করীম ﷺ কে কাঁদতে দেখে সাহাবা কিরাম ও কাঁদতে লাগলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা মনে রাখ যে, আল্লাহ্ অন্তরের ব্যথা ও চোখের পানির জন্য কাউকে শাস্তি দেন না। তিনি তাঁর জিহবার দিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আল্লাহ্ শাস্তি দেন (মাতমের কারণে) কিংবা দয়া করেন (দু'আ ইস্তিগ্‌ফারের কারণে) তবে মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের লোকদের (উচুস্বরে বিলাপও) কান্নার কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসের মূল বক্তব্য হল, মৃতের জন্য উচ্চস্বরে না কাঁদা এবং মাতম না করা। কারণ এগুলো কাজ আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও শাস্তির কারণ। বরং ইন্না

লিল্লাহ্ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন এবং ইস্‌তিগফার পাঠ করা উচিত এবং এমন কথা বলা উচিত যাতে আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ লাভ হয়। এই হাদীসে পরিবারের লোকদের কান্নার কারণে মৃতের শাস্তি হওয়ার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এই বিষয়ের হাদীস ইব্‌ন উমর (রা.) ছাড়াও তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হযরত আয়েশা ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) এই বিষয় অস্বীকার করেন।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত যে, তাঁর কাছে যখন হয়রত উমর এবং উমর তনয় ইব্‌ন উমর (রা.)-এর রিওয়ায়াত সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয় তখন তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে এ দু'জন সত্যবাদী, কিন্তু এই রিওয়ায়াতের বিষয়ে তাঁরা ভুলে গিয়েছেন অথবা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী শুনা কিংবা বুঝার ক্ষেত্রে ভুলের শিকার হয়েছেন। মূলতঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ কথা বলেন নি। হযরত আয়েশা (রা.) কুরআনের এই আয়াত لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না। (৬ সূরা আন'আম ঃ ১৬৪) দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করেন। তিনি আরো বলেন, এই আয়াতে এ মর্মে একটি মূলনীতি বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, কারো পাপের শাস্তি কেউ বহন করবে না। কাজেই পরিবারের লোকদের কান্নার কারণে কীভাবে মৃতের শাস্তি হতে পারে। কিন্তু হযরত উমর (রা.) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) সূত্রে যে রিওয়ায়াত পাওয়া যায় তা থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, না তাঁরা ভুলের শিকার হয়েছেন আর না তাঁরা হাদীসের মর্ম অনুধাবনে ভুল করেছেন। অপরপক্ষে হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক পেশকৃত দলীলও বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। তাই হাদীস বিশারদগণ উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তাঁদের ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও সহজবোধ্য ব্যাখ্যা হল, এই পরিবারের সদস্যদের কান্নায় ভেঙ্গে পড়ার ব্যাপারে যদি মৃতের কোন সম্পৃক্ততা ও অসাবধানতা থাকে, যেমন সে মৃত্যুর পূর্বে যদি উচ্চস্বরে চিৎকার ও মাতম করার ওসীয়াত করে, যেরূপ আরব সমাজে প্রচলন ছিল এবং নিদেনপক্ষে সে যদি পরিবারের লোকদের কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে নিষেধ না করে থাকে (তবে মৃতের কবরে শাস্তি হবে)। এক্ষেত্রে হযরত উমর ও ইব্‌ন উমর (রা)-এর রিওয়ায়াতের যথার্থতা দেখা যায়। স্বয়ং ইমাম বুখারী (র) সহীহ্ বুখারীতে এরূপ সামঞ্জস্য বিধান করেছেন।

অন্য এক ব্যাখ্যা হলো, যখন মৃতের পরিবারের লোকেরা তার মৃত্যুতে উচুস্বরে কাঁদে কিংবা মাতম করে এবং জাহিলিয়্যা যুগের প্রথা অনুযায়ী মৃতের

কৃতকর্ম বর্ণনা করার জন্য সমাবেশের আয়োজন করে তখন প্রশংসায় তাকে আকাশে তোলা হয় এবং ফিরিশতারা মৃতকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করেন, ওহে! তুমি কি এরূপ এরূপ ছিলে? একথা কোন কোন হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। এ বিষয় এখানেই শেষ করা সমীচীন মনে করছি। যিনি এ বিষয়ে সবিস্তার জানতে চান তিনি 'ফাতহুল মুলহিম' (কৃত মাওলানা শাববীর আহমাদ ওসমানী (র) পাঠ করে নিতে পারেন। এ হাদীসে হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার যে বিবরণ এসেছে তা থেকে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। এক বর্ণনা মতে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বাকর (রা)-এর খিলাফতকালে ইন্তিকাল করেন। অন্য বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) হযরত উমর (রা)-এর খিলাফাতকালে ইন্তিকাল করেন বলে উল্লিখিত হয়েছে।

٣١٧- عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ اُغْمِىَ عَلَى اَبِىْ مُوْسَى فَاَغْبَلَتْ امْرَأَتُهُ اُمُّ عَبْدِ اللّٰهِ تَصِيْحُ بِرَنَّةٍ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَلَمْ تَعْلَمِىْ وَكَانَ يُحَدِّثُهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَا بَرِئٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَصَلَقَ وَخَرَقَ - رواه البخارى ومسلم واللفظ لمسلم

৩১৭. আবূ বুরদা ইব্ন আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার (আমার পিতা) আবূ মূসা (রা) অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এতে তাঁর স্ত্রী উম্মু আবদুল্লাহ্ (রা) সুর করে বিলাপ করতে থাকেন। তারপর তিনি হুঁশ ফিরে পেয়ে উম্মু আবদুল্লাহ্কে বললেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এই বাণীর বিষয় অবহিত নও যে, তিনি বলেছেন ঃ যে (মৃতু শোকে) মাথার চুল মুড়িয়ে ফেলে, উচ্চস্বরে বিলাপ করে এবং জামার ছিঁড়ে আমি তার সাথে সম্পর্ক মুক্ত। (বুখারী ও মুসলিম)। তবে শব্দমালা মুসলিমের)

٣١٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَى بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ - رواه البخارى

৩১৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (মৃত্যু শোকে) আপন মুখমণ্ডল আঘাত করে, জামা ছিঁড়ে এবং জাহিলিয়্যা যুগের ন্যায় হা-হুতাশ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (বুখারী)

চোখের পানি বের হওয়া এবং অন্তরে ব্যাথা অনুভব করা

٣١٩- عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَبِىْ سَفٍّ الْيَقِيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لاِبْرَهِيْمَ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَالِكَ وَاِبْرَاهِيْمُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ عَوْفٍ اِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ اَتْبَعَهَا بِاُخْرَى فَقَالَ اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ الْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلاَ نَقُوْلُ اِلاَّ مَا يَرْضى رَبُّنَا وَاِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ الْمَحْزُوْنُوْنَ - رواه البخارى ومسلم

৩১৯. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে আবূ সাঈফ কর্মকারের কাছে গেলাম। তিনি নবী নন্দন হযরত ইব্রাহীম (রা)-এর ধাত্রী (মাওলা বিন্ত মুনযির)-এর স্বামী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইব্রাহীমকে (কোলে) নিলেন এবং চুম্বন করলেন ও ঘ্রাণ নিলেন। এরপর আরেকবার আমরা তাঁর নিকট গেলাম আর তখন ইব্রাহীম (রা)-এর ইন্তিকাল আসন্ন ছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দু'চোখ বেয়ে পানি ঝরছিল। তা দেখে আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) (না বুঝে আশ্চর্য হয়ে) বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনিও (কাঁদছেন)? তখন তিনি বললেন হে ইব্ন আওফ! (এটা তো দোষের কিছু নয়) এটাতো দয়া। এরপর আবার তাঁর চোখ বেয়ে পানি ঝরছিল। এ সময় তিনি বললেন ঃ চোখ পানি ঝরাচ্ছে এবং অন্তর দু:খিত হচ্ছে। তথাপি আমি তাই প্রকাশ করছি যাতে আমরা প্রতিপালক সন্তুষ্ট থাকেন। তারপর তিনি বললেন ঃ হে ইব্রাহীম! তোমার বিয়োগে আমরা শোকাভিভূত। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীস থেকে পরিষ্কার জানা গেল যে, বৈষয়ক বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তেন এবং দু'চোখ বেয়ে পানি ঝরত। নিঃসন্দেহে মানবসূলভগুণের পূর্ণরূপের অনিবার্য দাবি হচ্ছে, আনন্দ-খুশীর ব্যাপারে আনন্দিত হওয়া এবং দুশ্চিন্তা ও কষ্টদায়ক ব্যাপারে চিন্তিত ও বিষন্ন হয়ে পড়া। যদি কারো অবস্থান না হয়, তবে তা অপূর্ণতা, পূর্ণতা নয়।

হযরত মুজাদ্দিদ আল্ফসানী (র) মাকতূবাতের একস্থানে লিখেছেন ঃ আমার জীবনে এমন একটি সময় অতিবাহিত হয় যে, আনন্দদায়ক বস্তুও আমাকে আনন্দ দিত না এবং কষ্টদায়ক বিষয়ও আমাকে ভাবিয়ে তুলত না। এ সময় আমি নবী

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণের নিয়তে চেষ্টা করে আনন্দের ঘটনায় আনন্দ এবং কষ্টের ঘটনায় চিন্তিত হতে থাকলাম। এরপর আল্লাহ্‌র অসীম মেহেরবানীতে আমার পূর্বোক্ত অবস্থা কেটে যায়। তারপর আমার অবস্থা এরূপ হয়ে যায় যে, দুঃখ কষ্টের শিকার হলেই দুশ্চিন্তা আমাকে স্পর্শ করে, একইভাবে আনন্দের কোন বিষয়ের উদ্ভব হলে স্বাভাবিকভাবেই আমি আনন্দোৎফুল্ল হয়ে উঠি।

বিপদগ্রস্তের জন্য শোক ও সমবেদনা প্রকাশ মৃত্যু কিংবা এমনি ধরনের কোন ভয়াবহ বিপদের সময় কোন ব্যক্তি সান্ত্বনা দেওয়া, সমবেদনা প্রকাশ করা এবং তার দুশ্চিন্তা হাল্‌কা করার চেষ্টা করা মূলত মহোত্তম চরিত্রের অনিবার্য দাবি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এ বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দানের নির্দেশ দিয়েছেন এবং অন্যান্যদেরকেও অনুপ্রাণিত করেছেন।

٣٢٠- عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَزَّىٰ مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ- رواه الترمذى وابن ماجة

৩২০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ করবে বিপদগ্রস্তের অনুরূপ সাওয়াব তাকেও দান করা হবে। (তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা)

মৃতের পরিবারের লোকদের আহারের বন্দোবস্ত করা

মৃতের শোক-সন্তপ্ত পরিবারের লোকদের যেহেতু খানা পাকাবার মত অবস্থা থাকে না, তাই তাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশের অনিবার্য দাবি হচ্ছে, তাদের নিজেদের ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের আহারের সুবন্দোবস্ত করা।

٣٢١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْىُ جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِصْنَعُوْا لاٰلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ اَتَاهُمْ مَايَشْغَلُهُمْ- رواه الترمذى وأبوداؤد وابن ماجة

৩২১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন (আমরা পিতা) জাফর (রা)-এর শাহাদাতের সংবাদ এলো, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা জাফরের পরিবারের লোকদের জন্য খানা পাকাও। কারণ তাঁদের কাছে তাঁর (শাহাদাতের) সংবাদ আসায় খানা পাকানোর মত অবস্থা তাদের নেই। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইব্‌ন মাজা)

কারো মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ এবং তার প্রতিদান

٣٢٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ مَا لِعَبْدِى الْمُؤْمِنِ جَزَاءٌ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ اِلاَّ الْجَنَّةَ- رواه البخارى

৩২২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ আমি যখন আমার মু'মিন বান্দার প্রিয় ব্যক্তিকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেই এবং এতে সে সাওয়াবের আশা করে, আমার কাছে তার প্রতিদান জান্নাত। (বুখারী)

٣٢٣- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الاَشْعَرِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لِمَلاَئِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا قَالَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اِبْنُوْا لِعَبْدِىْ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ - رواه أحمد والترمذى

৩২৩. হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কারো সন্তান মারা যায় আল্লাহ্ তা'আলা তখন ফিরিশ্‌তাদের বলেন ঃ তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের আত্মা উঠিয়ে আনলে? তারা বলেন, জ্বী হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তার অন্তরের ধন কেড়ে আনলে? তারা বলেন, জ্বী-হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তখন আমার বান্দা কি বলল? তারা বলেন, সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং 'ইন্নালিল্লাহ্' বলেছে। তখন আল্লাহ্ বলেন (এর প্রতিদানে) আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি কর এবং তার নাম রাখ 'বায়তুল হাম্‌দ'। (আহ্‌মাদ ও তিরমিযী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি শোকগাঁথা এবং ধৈর্যের উপদেশ

٣٢٤- عَنْ مُعَاذٍ اَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ فَكَتَبَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ التَّعْزِيَةَ -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَى مُعَاذَبْنِ جَبَلٍ سَلاَمٌ عَلَيْكَ فَاِنِّى اَحْمَدُ اِلَيْكَ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعْظَمَ اللّٰهُ لَكَ الاَجْرَ وَاَلْهَمَكَ

الصَّبْرَ وَرَزَقَنَا وَايَّاكَ الشُّكْرَ فَانْ اَنْفُسَنَا وَاَمْوَالَنَا وَاَهْلَنَا مِنْ مَوَاهِبِ اللّٰهِ الْهَيْئَةِ وَعَوَارِيْهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ مَتَّعَكَ اللّٰهُ بِهِ فِيْ غِبْطَةٍ وَسُرُوْرٍ وَقَبَضَهُ مِنْكَ بِاَجْرٍ كَبِيْرِ الصَّلٰوةُ وَالرَّحْمَةُ وَالْهُدٰى اِنِ احْتَسَبْتَهُ فَاصْبِرْ وَلَا يُحِيْطُ جَزْعُكَ اَجْرَكَ فَتَنْدَمَ وَاعْلَمْ اَنَّ الْجَزْعَ لَايَرُدُّ مَيِّتًا وَلَا يَدْفَعُ حُزْنًا وَمَا هُوَ نَازِلٌ فَكَانَ قَدْ وَالسَّلَامَ - رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط

৩২৪. মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর একটি পুত্র সন্তান মারা যাওয়ায় নবী করীম ﷺ তাঁকে লক্ষ্য করে একটি শোকবাণী লিখে পাঠান।

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে"

আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে মু'আয ইব্‌ন জাবালের প্রতি। তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি প্রথমে তোমার পক্ষ থেকে ঐ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আমি দু'আ করি আল্লাহ্ তোমাকে বিপুল পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং ধৈর্যধারণের তাওফীক দিন। আমাদেরকে এবং তোমাকে তাঁর নি'আমতের শুক্‌রিয়া আদায়ের সামর্থ্য দিন। মূলকথা হল এই, আমাদের জীবন, আমাদের ধনসম্পদ ও পরিবারের-পরিজন এ সবই আল্লাহ্‌র বিশেষ দান এবং তাঁর দেওয়া আমানত। তিনি যখন চাইবেন এ সমুদয় থেকে উপকৃত করবেন এবং অন্তরে শান্তি যোগাবেন। আর যখন চাইবেন তিনি তাঁর আমানত তোমার থেকে ফিরিয়ে নিবেন। তবে এর বিপরীতে তিনি তোমকে বিপুল পুরস্কারে ধন্য করবেন। আল্লাহ্‌র কাছে তোমার জন্য রয়েছে বিশেষ অনুগ্রহ, দয়া এবং হিদায়াতের পথ নির্দেশক। কাজেই তুমি সাওয়াব চাইলে ধৈর্যধারণ কর। হে মু'আয! তুমি ধৈর্য ধর! তোমার বিলাপও শোক প্রকাশ যেন এমন পর্যায়ে না পড়ে যাতে মূল্যবান প্রতিদান প্রাপ্তির আশা ব্যাহত হয়। ফলে তুমি লজ্জিত হয়ে পড়বে। তুমি জেনে রেখ, গভীর শোক প্রকাশ ও বিলাপ করা হলেও মৃত কখনো (জীবিত হয়ে ফিরে) আসে না এবং শোক ও দুঃখও লাঘব হয় না। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে নির্দেশ অবধারিত তা কার্যকর হবেই বরং বলা যায়। তা কার্যকর হয়ে গিয়েছে। তোমার প্রতি সালাম"। (তাবারানীর কাবীর ও আওসাত গ্রন্থ)

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন মাজীদে বিপদে ধৈর্যধারণকারীদের তিনটি সুসংবাদ দেয়া হয়েছে–

" اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ

"এরাই তারা যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আশিস ও দয়া বর্ষিত হয়। আর এরাই সৎপথে পরিচালিত।" (২, সূরা বাকারা ঃ ১৫৭)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর শোক বার্তায় মূলত কুরআনের উল্লিখিত বাণীর সুসংবাদের প্রতি ইংগিত করেছেন এবং বলেছেন–

"হে মু'আয! তুমি যদি সাওয়াব প্রাপ্তি ও আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের লক্ষ্যে এই বিপদে ধৈর্যধারণ কর, তবে আল্লাহ্‌র কাছে তোমার জন্য তাঁর রহমত, দয়া ও সুসংবাদ রয়েছে।"

যে কোন মুসলমান বিপদগ্রস্থ হলে নবী করীম ﷺ-এর এ শোকবার্তা পাঠ করে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে এবং পেতে পারে মনের প্রশান্তি। সম্ভবত আমরাও নিজ নিজ বিপদে নবী করীম ﷺ-এর ঈমান বর্ধক শোক গাঁথা থেকে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। ধৈর্য ও শোকর আদায়ের এই পদ্ধতিকে প্রতীক বানিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্‌র বিশেষ দয়া, অনুগ্রহ ও হিদায়াত প্রাপ্তির লক্ষ্যে এগিয়ে আসা সবার কর্তব্য।

মৃতের গোসল ও কাফন

আল্লাহ্‌র যে বান্দা মৃত্যুবরণ করে দুনিয়া থেকে আখিরাতের দিকে পাড়ি জমায়-ইসলামী শরী'আত তাকে সম্মানজনকভাবে বিদায় জানানোর এক বিশেষ পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে এর পবিত্র, ইবাদাত সমৃদ্ধ, সমবেদনামূলক সম্মানজনক পদ্ধতি। প্রথমত মৃতকে এমনভাবে গোসল দিতে হবে যেমন জীবিত অপবিত্র মানুষ ভালভাবে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করে থাকে। এ গোসলে পবিত্রতা অর্জন ছাড়াও গোসলের বিশেষ নিয়ম-কানূনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গোসলের সময় পানিতে এমন বস্তু মিশানো উচিত জীবদ্দশায় মানুষ যা ব্যবহার করে, তাছাড়া কর্পূর জাতীয় সুগন্ধি পানিতে মিশানো যেতে পারে। এতে মৃতের শরীর পবিত্র হওয়ার পাশাপাশি সুগন্ধিময় হয়ে উঠবে। তারপর অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় দিয়ে কাপন পরাতে হবে। কিন্তু কোন অবস্থায় অপচয় করা যাবে না। এরপর জামা'আতের সাথে তার জানাযার সালাতের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার জন্য দু'আ ও মাগফিরাত কামনা করতে হবে। এরপর শেষ বিদায় জানানোর উদ্দেশ্যে গোরস্থান যাওয়া উচিত। এরপর অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাকে কবরে রেখে আল্লাহ্‌র রহমতের হাতে ন্যস্ত করে আসতে হবে। এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী ও হিদায়াত সমৃদ্ধ নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পাঠ করা যেতে পারে।

٣٢٥- عَنِ ابْنِ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَ ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ ذَالِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الاَخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَلْقَى اِلَيْنَا حِقْوَهُ فَلَا اَشْعَرْنَهَا اِيَّاهُ وَفِىْ رِوَايَةٍ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ سَبْعًا وَبَدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا - رواه البخارى ومسلم

৩২৫. হযরত উম্মু আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূল তনয়াকে গোসল দানকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট এলেন। তিনি বললেন ঃ তাকে তিনবার অথবা পাঁচবার কিংবা প্রয়োজন মনে করলে আরো অধিক বার বরই কচিপাতা দিয়ে পানি গরম করে গোসল দাও। সবশেষে কর্পূর মিশিয়ে দেবে। তোমাদের গোসল দেওয়া শেষ হলে আমাকে জানাবে। আমরা গোসল কার্য শেষ করে তাঁকে জানালাম। তিনি তাঁর তহবন্দ দিয়ে বললেন ঃ এটা তাঁর শরীরের সাথে লাগিয়ে পরিয়ে দাও। অন্য বর্ণনায় আছে, তোমরা তাকে তিনবার, পাঁচবার কিংবা সাতবার–বেজোড় গোসল দাও এবং তোমরা ডানদিক থেকে এবং উযূর অঙ্গসমূহ থেকে ধোয়া শুরু করো। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত অনরূপ এক রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, আলোচ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ -এর যে কন্যাকে গোসলের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তিনি হলেন তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা হযরত যায়নাব (রা) আবুল আ'সের সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তিনি অষ্টম হিজরীর প্রথম দিকে ইন্তিকাল করেন। যে সকল মহিলা সাহাবী তাঁর গোসলে অংশগ্রহণ করছিলেন। তাঁদের মধ্যে আলোচ্য হাদীসের রাবী উম্মু আতিয়্যা আনসারিয়্যা (রা) ছিলেন অন্যতমা। এ ধরনের খিদমত আঞ্জাম দানের ক্ষেত্রে তিনি সদা প্রস্তুত থাকতেন। মৃত মহিলাদের লাশ গোসল করানোর ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। বিশিষ্ট তাবিঈ ইব্ন সীরীন (র) বলেন, আমি মৃতকে গোসল দানের পদ্ধতি তাঁর কাছেই শিখেছি।

আলোচ্য হাদীসে বরইপাতা দিয়ে পানি গরম করার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। কারণ এর দ্বারা সহজেই শরীরের ময়লা দূর হয়ে যায়। এই যুগে শরীর পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন করে তোলার লক্ষ্যে যেমন আমরা সাবান ব্যবহার করে থাকি, তেমনি সে যুগেও লোকেরা শরীরের ময়লা দূর করার উদ্দেশ্যে বরই পাতা দিয়ে পানি গরম করে নিত। তাই নবী করীম ﷺ তিনবার গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন

এবং প্রয়োজনবোধে তিনবারেরও অধিক সংখ্যার ক্ষেত্রে হওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত, কেননা বোজোড় সংখ্যা আল্লাহ্র কাছে পসন্দনীয়। অর্থাৎ তিন, পাঁচবার ও প্রয়োজনবোধে সাতবারও গোসল করানো যেতে পারে। শেষবারে কর্পূর মিশিয়ে ও গোসল দেওয়া যেতে পারে যাতে সুগন্ধি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এসব ব্যবস্থাই মৃতের সম্মান ও মর্যাদার দিক স্পষ্ট।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলোচ্য হাদীসে নিজ কন্যাকে নিজের তহবন্দ দিয়ে গোসলকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, তারা যেন তা তার দেহের সাথে লাগিয়ে পরান। এ পর্যায়ে আলিমগণ বলেন, আল্লাহ্র কোন প্রিয় মকবুল বান্দার পোশাক যদি বরকাতের উদ্দেশ্যে মৃতকে পরিয়ে দেওয়া হয় তবে তা যেমন জায়িয। তেমনি উপকৃত হওয়ারও আশা করা যেতে পারে। তবে এসবের উপর ভিত্তি করে যদি আমল বাদ দিয়ে অচেতনভাবে দিন কাটায়, তবে নিঃসন্দেহে তা হবে গুমরাহী।

আলোচ্য রিওয়ায়াত দ্বারা একথা বুঝা যাচ্ছে না যে, নবী তনয়াকে কয় কাপড়ে কাফন পরানো হয়েছে। কিন্তু হাফিয ইব্ন হাজার (র) জাওযাকীর সূত্রে উম্মু আতিয়্যা (রা) থেকে এটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

" فكفناها فى خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحى "

"আমরা নবী দূহিতাকে পাঁচটি কাপড় দ্বারা কাফন পরিয়েছি "এবং জীবিতাবস্থায় যেমন তিনি ওড়না পরতেন তেমনি তাকে ওড়না পরিয়েছি।"

এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে মহিলাদের জন্য পাঁচটি কাপড় কাফনরূপে ব্যবহার করা সুন্নাতরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে।

কাফনে কয়টি কাপড় হবে এবং তা কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়?

٣٢٦- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِىْ ثَلٰثَةِ اَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيْضٍ سُحُوْلِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ -رواه البخارى

৩২৬. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে,রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে তিনটি সাদা সাহুলী সূতি কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল। তবে কাপড়সমূহের মধ্যে কামিস ও পাগড়ী ছিল না। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ অধিকাংশ ভাষ্যকার সাহুলী কাপড়ের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ ইয়ামানের একটি বস্তীর নাম সাহুলী। ঐ এলাকার কাপড় ছিল খুবই প্রসিদ্ধ। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ অন্য ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ অভিমত হল এই যে,

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকালের পূর্বেও ইয়ামানী চাদর ব্যবহার করেছিলেন। ইন্তিকালের পর ত-ই তাঁর কাফন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে তাঁর এ তিন কাফনের মধ্যে কামিজ (কোর্তা) ও পাগড়ী ছিলনা। পুরুষ লোকের কাফনের জন্য তিনটি কাপড়ই সুন্নাত।

٣٢٧- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَفَّنَ اَحَدُكُمْ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ - رواه مسلم

৩২৭. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তার ভাইকে (কোন মুসলমানকে) কাফন পরায় সে যেন তাকে উত্তমরূপে কাফন পরায়। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে মৃতের সম্মানের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, কোন মৃতকে কবরে দাফন করা এবং মাটিতে শুইয়ে দেওয়া মূলত তার সম্মানের প্রতিই ইংগিত করে। পুরাতন ও ছেঁড়া- ফাঁড়া কাপড় দিয়ে কাফন না পরানো চাই। মৃতের মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে সম্মানজনকভাবে তার কাফন পরানো উচিত।

٣٢٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَاِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ - رواه أبوداؤد والترمذى وابن ماجة

৩২৮. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করবে, কেননা কাপড়সমূহের মধ্যে সাদা কাপড় উত্তম এবং সাদা কাপড় দ্বারাই তোমাদের মৃতদের কাফন দিবে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা)

٣٢٩- عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُغَالُوْا فِى الْكَفَنِ فَاِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيْعًا- رواه أبوداؤد

৩২৯. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা বেশী দামী কাপড় কাফনরূপে ব্যবহার করো না, কেননা তা অচিরেই নষ্ট হয়ে যাবে। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যেমন মৃতকে পুরাতন কাপড় দিয়ে কাফন পরানো উচিত নয় তেমনি বেশী দামী কাপড় ও কাফনরূপে ব্যবহার করা সমীচীন

নয়। পুরুষের জন্য তিন এবং মহিলাদের জন্য পাঁচ মধ্যম মূল্যমানের কাপড় দ্বারা কাফন পরানো উচিত। তবে এনিয়ম কেবল তখনই কার্যকর হবে যখন মৃতের পরিবারের লোকদের সামর্থ্য থাকবে। অন্যথায় অসমর্থ অবস্থায় একটি পুরাতন কাপড় দিয়েও কাফন পরানো যেতে পারে এবং এতে দোষেরও কিছু নেই।

উহুদ যুদ্ধে শহীদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আপন চাচা হযরত হামযা (রা.)-এবং মুস'আব ইব্ন উমায়র (রা.) কে এমন একটি করে কাপড় দিয়ে কাফন পরানো হয়েছিল যে, তা যদি মাথার দিকে টেনে দেওয়া হতো, তবে পা বেরিয়ে যেত আবার পায়ের দিকে টান দিলে মাথা বের হয়ে যেত। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশক্রমে চাদর দ্বারা তাঁদের মাথা আবৃত করা হয় এবং ইয্খির ঘাস দ্বারা পা ঢেকে দেওয়া হয় এবং এরূপ কাফন পরানোর পর তাঁদের দাফন করা হয়।

জানাযার (লাশের) পেছনে পেছনে যাওয়া এবং জানাযার সালাত আদায়ের সাওয়াব

٣٣٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةً اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ يُصَلَّى عَلَيْهَا يُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَاِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِرْطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ اُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ فَاِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ - رواه البخارى ومسلم

৩৩০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় কোন মুসলমানের লাশের অনুসরণ করে এবং জানাযা ও দাফনে অংশগ্রহণ করে সে দুই 'কীরাত' সাওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ জানাযার পেছনে পেছনে যাওয়া, জানাযার সালাত আদায় করা এবং দাফনে অংশ নেয়ার ফযীলাত বর্ণনা ও অনুপ্রেরণা দান করাই আলোচ্য হাদীসের প্রতিপাদ্য বিষয়। মোদ্দাকথা হল, যে ব্যক্তি জানাযার পেছনে হেঁটে কেবল জানাযার সালাত আদায় করে প্রত্যাবর্তন করে সে কেবল 'এক কীরাত' সাওয়াব লাভ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জানাযার সালাত ও দাফনে অংশ নেয়া সে দুই কীরাত সাওয়াব লাভ করবে।

অগ্রাধিকারযোগ্য মত অনুযায়ী 'কীরাত' হচ্ছে এক দিরহামের এক দ্বাদশ অংশ (১২ ভাগ), প্রায় দুই পায়সার কাছাকাছি। উল্লেখ্য, তদানীন্তন যুগে দিন

মজুরদেরকে কীরাতের হিসেবে মজুরী দেওয়া হতো। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ স্থানে 'কীরাত" শব্দটি বলেছেন। তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন: একে দুনিয়ার এক দিরহামের এক দ্বাদশ অংশ মনে করার অবকাশ নেই বরং আখিরাতের এক কীরাত দুনিয়ার মুকাবিলায় উহুদ পাহাড়ের ন্যায় বড় ও অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন হবে। এর সাথে সাথে তিনি আরো বলেছেন, এ সাওয়াব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তখনই পাবে যখন এই কাজের সাথে তার ঈমান- আমল ও সাওয়াবের নিয়্যাত থাকবে। অর্থাৎ এ সাওয়াব প্রাপ্তি মূলতঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এবং আখিরাতে সাওয়াব লাভের আশার উপর নির্ভর করে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি কেবল আত্মীয়তার জন্য এবং তাদের মনোরঞ্জনের জন্য কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে জানাযার সালাত আদায় করে এবং দাফনে অংশ নেয়, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালন এবং আখিরাতে সাওয়াব লাভের বিষয়টি প্রাধান্য না দেয়, তবে সে এ বিরাট সাওয়াব লাভের যোগ্য হবে না। হাদীসে বর্ণিত " اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا " এর মর্ম এ-ই। উল্লেখ্য, আখিরাতে পুরস্কার প্রাপ্তির এটা একটা সাধারণ শর্ত এ প্রসঙ্গ মা'আরিফুল হাদীসের প্রথম খণ্ডের শুরুতে " اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " হাদীসের বিশদ ব্যাখ্যা এবং দ্বিতীয় খণ্ডে 'ইখ্লাস' সম্পর্কে সবিস্তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

জানাযার পেছনে দ্রুত চলা এবং তাড়াতাড়ি করার নির্দেশ

٣٣١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَاِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا اِلَيْهِ وَاِنْ تَكُ سِوٰى ذَالِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ - رواه البخارى

৩৩১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মৃতকে তাড়াতাড়ি দাফন করে দাও। যদি সে সৎকর্মশীল হয়, তবে তাকে কল্যাণের দিকে অগ্রসর করে দিলে। পক্ষান্তরে যদি অন্য কিছু হয়, তবে মন্দকে তোমার কাঁধ থেকে সরিয়ে দিলে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীসের মূল বক্তব্য হচ্ছে, লাশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কাফন পরানোর কাজে নিষ্প্রয়োজনে বিলম্ব না করাই উচিত এবং দাফনের জন্য রওয়ানা করার পর অনর্থক ধীরেধীরে চলা অনুচিত। বরং যথাযোগ্য দ্রুত গতিতে চলতে হবে। যদি মৃতু ব্যক্তি সৎকর্মশীল হয় এবং আল্লাহ্র রহমতের পূর্ণ অধিকারী হয়, তবে অবিলম্বে তাকে

তার ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া উচিত। আল্লাহ্ না করুন যদি বিপরীত হয়, তবুও তাকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিয়ে বোঝা হাল্কা করে নেয়া উচিত।

জানাযার সালাত এবং মৃতের জন্য দু'আ

٣٣٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ- رواه أبوداؤد وابن ماجة

৩৩২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যখন কোন মৃতের জানাযার সালাত আদায় করবে, তখন তার জন্য নিষ্ঠার সাথে দু'আ করবে। (আবূ দাঊদ ও ইব্ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ জানাযার সালাতের মূল উদ্দেশ্য হল, মৃতের জন্য দু'আ করা। কেননা প্রথম তাক্বীরের পর আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণ-কীর্তন এবং দ্বিতীয় তাক্বীরের পর দুরূদ শরীফ পাঠ করা মূলতঃ আল্লাহ্র কাছে দু'আ করারই ভূমিকা স্বরূপ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাযার সালাতে যে সব দু'আ পাঠ করতেন তা ঐ স্থানের জন্য খুবই উপযোগী।

٣٣٣- عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرَ مِنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ حَتَّى تَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا ذَالِكَ الْمَيِّتَ - رواه مسلم

৩৩৩. হযরত আওফ ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাযার সালাত আদায় কালে যে দু'আ পাঠ করতেন আমি তা মুখস্থ করে নিয়েছি। তিনি বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ

الاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَابْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

"হে আল্লাহ্! তাকে ক্ষমা কর, তাকে দয়া কর, তাকে শান্তিতে রাখ, তাকে সম্মানজনকভাবে আপ্যায়ন কর, তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও, তাকে ধুয়ে মুছে নাও পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিলা বৃষ্টির পানি দ্বারা। তাকে এমনভাবে পাপমুক্ত করে দাও, যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার -পরিচ্ছন্ন করা হয়। তাকে তার (দুনিয়ার) ঘর থেকে উত্তম ঘর দান কর, তার পরিবার থেকে উত্তম পরিবার ও তার স্ত্রী হতে উত্তম স্ত্রী দান কর। তাকে কবরের ও জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।" বর্ণনাকারী বলেন,(নবী করীম ﷺ এই দু'আ করায়) আমি আকাঙক্ষা করেছিলাম আমি যদি এই মৃত ব্যক্তি হতাম। (মুসলিম)

٣٣٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الاِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لاَ تُحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ- رواه أحمد وأبوداؤد والترمذى وابن ماجة

৩৩৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন জানাযার সালাত আদায় করতেন তখন এই বলে দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الاِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لاَ تُحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

"হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের জীবিত, মৃত, উপস্থিত অনুপস্থিত, ছোট বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের মধ্যে যাকে জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ এবং যাকে মৃত্যু দিবে তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দিও। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করো না এবং (মৃত্যুর পরে) ফিতনা বা পরীক্ষায় ফেলে দিওনা। "(আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা)"

٣٣٥- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الاَسْقَعِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِىْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جَوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمِ - رواه أبوداؤد وابن ماجة

৩৩৫. হযরত ওয়াসিলা ইব্ন আস্কা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে এক মুসলিম ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করেন। আমি তখন তাঁকে এই দু'আ পাঠ করতে শুনলাম ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِىْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جَوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

"হে আল্লাহ্! আমুকের পুত্র অমুক তোমার দায়িত্বে এবং তোমার প্রতিবেশিত্বের আশ্রয়ে রইল । অতএব তুমি তাকে কবরের বিপদ ও জাহান্নামের শান্তি থেকে পানাহ দিও। তুমি তো প্রতিশ্রুতি পূরণকারী ও সত্যের উৎস। হে আল্লাহ্! তুমি তাকে ক্ষমা করে এবং তার প্রতি দয়া করে। কেননা নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। " (আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজা)

ব্যাখ্যা ঃ জানাযার সালাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিভিন্ন দু'আ পাঠ করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে তিনটি প্রসিদ্ধ দু'আর কথা পূর্বোল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়। পাঠক যে কোন একটি বা একাধিক পাঠ করে নিতে পারেন।

উপরে বর্ণিত বিশেষত ওয়াসিলা ইব্ন আস্কা ও আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবীম ﷺ এমন আওয়াযে দু'আ পাঠ করেছিলেন যে, তা শুনে সাহাবা কিরাম মুখস্থ করে নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো কখনো সালাতে সশব্দে দু'আ পাঠ করতেন যাতে অন্যান্যরা সহজেই শুনে মুখস্থ করে নিতে পারে। জানায়ার সালাতেও সম্ভবতঃ তাঁর উচুস্বরে দু'আ পাঠ করার এটাই উদ্দেশ্য ছিল। নতুবা স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী নিঃশব্দে দু'আ করাই উত্তম। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً "তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতি পালককে ডাক।" (৯, সূরা আরাফ ঃ ৫৫)

জানাযার সালাতে অধিক সংখ্যক লোক সমাবেশের বরকত এবং গুরুত্ব

٣٣٦- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّىْ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مَائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ اِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ -رواه مسلم

৩৩৬. হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে কোন মুসলিম ব্যক্তির জানাযায় যদি একশ' লোক অংশ গ্রহণ করে এবং প্রত্যেক তার জন্য সুপারিশ করে, তবে তাদের সুপরিশ কবূল করা হবে। (মুসলিম)

٣٣٧- عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ بِقُدَيْدٍ اَوْ بِعُسْفَانَ فَقَالَ يَا كُرَيْبُ اُنْظُرْ مَااجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ قَالَ خَرَجْتُ فَاِذَا نَاسٌ قَدْ اجْتَمَعُوْ لَهُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ تَقُوْلُهُمْ اَرْبَعُوْنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَخْرِجُوْهُ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ اَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللّٰهُ فِيْهِ - رواه مسلم

৩৩৭. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর মুক্তদাস কুরাইব সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কুদাইদ অথবা উস্ফান নামক স্থানে ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর এক পুত্র ইন্তিকাল করেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেন ঃ হে কুরাইব দেখে এস, কি পরিমাণ লোক জানাযার জন্য জড়ো হয়েছে। তিনি বলেন, আমি বেরিয়ে গেলাম এবং লোকদের জমায়েত সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাদের সংখ্যা চল্লিশ হবে কি? কুরাইব বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাকে বের করে নিয়ে এসো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে কোন মুসলমানের মৃত্যুর পর তার জানাযায় যদি অংশীবাদী নয় এমন চল্লিশজন লোক অংশগ্রহণ করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার সম্পর্কে তাদের সুপারিশ কবূল করেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ 'কুদাইদ' মক্কা ও মদীনার পথে রাবিগ নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি অঞ্চলের নাম। আর উস্ফান মক্কা ও রাবিগ এর মধ্যবর্তী মক্কা থেকে আনুমানিক ৩৫ কিংবা ৩৬ মাইল দূরবর্তী একটি বস্তির নাম। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) তনয় কুদাইদে না উস্ফান নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন সে বিষয়ে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে।

٣٣٨- عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيُصَلِّىْ عَلَيْهِ ثَلٰثَةُ صُفُوْفٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ اَوْجَبَ فَكَانَ مَالِكٌ اِذَا اسْتَقَلَّ اَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلٰثَةَ صُفُوْفٍ لِهٰذَا الْحَدِيْثِ - رواه أبوداؤد

৩৩৮. হযরত মালিক ইবন হুবায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন মুসলমান ইন্তিকাল করার পর যদি মুসলমানদের তিন সারি লোক তার জানাযার সালাত আদায় করে ও তার জন্য দু'আ করে তবে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত অবধারিত করে দেন। (অধ:স্তন বর্ণনাকারী বলেন,) সুতরাং মালিক ইব্ন হুবায়র যখন জানাযায় কম লোক দেখতেন তখন এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে তাদেরকে তিন সারিতে ভাগ করে দিতেন। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ উপরে বর্ণিত তিনটি হাদীস যথাক্রমে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে একশ' লোকের কোন জানাযায় অংশগ্রহণ, এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে কারো জানাযায় চল্লিশ জন লোকের অংশগ্রহণ এবং সর্বশেষ মালিক ইব্ন হুবায়র বর্ণিত হাদীসে কারো জানাযায় তিন সারি মুসলমান শরীক হলে মাগফিরাত ও জান্নাত লাভের বিষয় পরিষ্কার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ থেকে স্পষ্টত জানা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এই তিনটি কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত তাঁকে প্রথমে বলা হয়েছে যে, কোন মুসলমান ব্যক্তির জানাযায় যদি একশ' লোক অংশগ্রহণ করে এবং তাতে তারা মৃতের জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দু'আ করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা মৃতের পক্ষে এই দু'আ কবূল করবেন। এরপর এ বিষয়টি আরেকটু হাল্কা করে দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে চল্লিশজন লোকও যদি কারো জানাযায় অংশগ্রহণ করে এবং তাদের সংখ্যা যদি চল্লিশের কমও হয় তবু ও তার জন্য এ সুসংবাদ রয়েছে।

বলাবাহুল্য, উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে পরিষ্কার জানা গেল যে, জানাযায় অধিক লোকের সমাগম বরকত লাভের কারণ বটে । কাজেই যতদূর সম্ভব অধিক সংখ্যক লোক একত্র করার চেষ্টা করা উচিত।

লাশ দাফনের রীতিনীতি ও তার আদাব

٣٣٩- عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّ سَعْدَبْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ هَلَكَ فِيْهِ الْحِدُوْلِىْ لَحْدًا وَانْصِبُوْا عَلَىَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ - رواه مسلم

৩৩৯. হযরত আমির ইব্ন সাদ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইব্ন আবু ওয়াককাস (রা.) তাঁর মৃত্যু পীড়ায় আক্রান্ত অবস্থায় বলেছেন, আমার জন্য যেন লাহাদ কবর (বুগলী) কবর তৈরি করা হয় এবং তাতে যেন কাঁচা ইট লাগানো হয় যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কবরে কাঁচা ইট লাগানো হয়েছিল। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীস থেকে জানা গেল যে, বুগলী কবরই উত্তম। তবে তাতে কাঁচা ইট বিছিয়ে দেওয়া চাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কবরও ঠিক এভাবে তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু কাঁচা মাটি হওয়ার দরূন যদি বগলী কবর খনন করা না যায় তবে 'শিক্ক' কবর খনন করা যেতে পারে। কোন কোন বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জীবদ্দশায় উভয় প্রকার কবর তৈরি করা হতো। তবে বগ্লী কবরই উত্তম।

٣٤٠- عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ اُحُدٍ اِحْفِرُوْا وَاَوْسِعُوْا وَاَعْمِقُوْا وَاَحْسِنُوْا وَادْفِنُوْا الاِثْنَيْنِ وَالثَّلٰثَةَ فِىْ قَبْرٍ وَاحِدٍ وَقَدِّمُوْا اَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا- رواه أحمد والترمذى وأبوداؤد والنسائى

৩৪০. হযরত হিশাম ইব্ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ উহুদ যুদ্ধের দিন বলেছেন ঃ তোমরা শহীদগণের জন্য কবর খনন কর, একে প্রশস্ত কর, খুব গভীর কর এবং খুব সুন্দর করে তৈরি কর। তার পর প্রত্যেক কবরের দুইজন কি তিনজন করে রাখ। তবে যে ব্যক্তি কুরআনের অধিক জ্ঞান রাখত তাকে প্রথমে রাখ। (আহ্মাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী)

ব্যাখ্যা ঃ উহুদ যুদ্ধে সওরজন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। তবে তাঁদের সবার জন্য পৃথক পৃথক কবর খনন করাছিল খুবই দুরূহ ব্যাপার । অন্যকথায় বলা যায়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিশেষ পরিস্থিতির জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনের লক্ষ্যে একই কবরে একাধিক লাশ দাফনের নির্দেশ দেন। কিন্তু যথা নিয়মে কবর প্রশস্তভাবে খনন করা হয়। তাতে আরো হিদায়াত দেওয়া হয় যে, এক কবরে যখন একাধিক শহীদের লাশ রাখা হবে, তখন কুরআনের জ্ঞানের আধিক্য অনুসারে পর্যায়ক্রমে রাখবে। এই হাদীসের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে রণাঙ্গনে যেহেতু অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করে, তাই এক এক কবরে একাধিক লাশ দাফন করা জায়িয।

٣٤١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَدْخَلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ -وَفِىْ رِوَايَةٍ عَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ - رواه أحمد والترمذى وابن ماجة وأبوداؤد

৩৪১. হযরত ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কবরে যখন লাশ রাখা হতো তখন নবী করীম ﷺ বলতেনঃبِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ("আল্লাহ্র নামে, আল্লাহ্র সাহায্যে এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর মিল্লাতের উপর রেখে দিলাম।"

অন্য বর্ণনায় আছে, وَعَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর তরীকার উপরে।) (আহ্মাদ, তিরমিযী ইব্ন মাজাহ ও আবূ দাউদ)

٣٤٢- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ مُرْسَلاً عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حَثَى عَلَى الْمَيِّتِ ثَلٰثَ حَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيْعًا وَاَنَّهُ رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ اِبْرَاهِيْمَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ - رواه البغوى لى فى شرح السنة

৩৪২. জাফর ইব্ন মুহাম্মাদ তাঁর পিতার সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে মুরসাল সনদে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তির (কবরের) উপর দুই আঁজলা একত্র করে তিন কোষ মাটি দিয়েছেন এবং তিনি তাঁর পুত্র ইব্রাহীম (রা.)-এর কবরের উপরে পানি ছিটিয়ে দিয়েছেন এবং এর উপর কাঁকর স্থাপন করেছেন। (বাগাবীর শারহুস্ সুন্নাহ্)

٣٤٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَلاَ تَحْسِبُوْهُ وَاَسْرِعُوْا بِهِ اِلَى قَبْرِهِ وَيُقْرَءُ عِنْدَ رَاْسِهِ فَاتِحَةُ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ- رواه البيهقى فى شعب الايمان وقال والصحيحانه موقوف عليه

৩৪৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ মারা গেলে তাকে ঘরে আবদ্ধ রাখবে না বরং তাকে অবিলম্বে কবর দিবে। তার পর মাথার দিকে সূরা বাকারার প্রথম অংশ (মুফলিহূন পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে সূরা বাকারার শেষ অংশ আমানার রাসূলু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। (রায়হাকীর শু'আবুল ঈমান, বিশুদ্ধমতে হাদীসটি মাওকূফ ইব্ন উমর (রা.) এর উক্তি)

ব্যাখ্যাঃ মৃতের লাশ ঘরে আবদ্ধ না রেখে বরং তাড়াতাড়ি কাফন-দাফন করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিভিন্ন হাদীসে বিধৃত রয়েছে। ইব্ন উমর (রা.) বর্ণিত হাদীসে লাশ কবরে রাখার পর সূরা বাকারার প্রথম ও শেষ অংশ পাঠ

বিষয়ে যে স্পষ্ট নির্দেশ বর্ণিত তা ইব্ন উমর (রা.)-এর নিজস্ব বাণী নয়। স্পষ্টতই একথা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেই বলে থাকবেন। এটি যদিও বর্ণনাসূত্র মারফূ' না হয়, কিন্তু হাদীস বিশারদ ও ফিক্হবিদদের মূলনীতির আলোকে এ নির্দেশ মারফূ' পর্যায়ের।

কবর সম্পর্কে (নবী করীম ﷺ এর) পথ নির্দেশ

٣٤٤- عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَاَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ وَاَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ وَاَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ - رواه مسلم

৩৪৪. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কবরে চুনকাম করতে, এর উপর ঘর নির্মাণ করতে এবং বসতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ কবর সম্পর্কে শরী'আতের মৌলিক মাস'আলা হল এই যে, এক দিকে যেমন মৃতের সাথে অসম্মানজনক আচরণ করা যাবে না, ঠিক একইভাবে আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, কেউ কবরের উপর বসবে না। কারণ একাজ কবরবাসীর সাথে অসম্মান প্রদর্শনের শামিল। অন্য দিকে দর্শক কবর দেখে দুনিয়া অস্থায়ী এ অনুভূতি লাভ করবে এবং তার অন্তরে আখিরাতের চিন্তা স্থান পাবে। এজন্য কবরকে ইমারতে পরিণত করে স্মরণীয় করে রাখার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। দ্বিতীয় রহস্য এই যে, কবর যদি সাদাসিদে ও কাঁচা রাখা হয় এবং কোন প্রকার ইমারত তৈরি করা না হয়, তবে শিরকে অভ্যস্ত লোকজন পূজা করতে এগিয়ে আসবে না। বলাবাহুল্য যে সকল সাহাবী, তাবিঈ এবং সর্বোপরি উম্মাতের ওলীদের কবর শরী'আত সম্মতরূপে সাদাসিধে ও কাঁচা সেখানে অন্যায় কাজের মহড়া পরিলক্ষিত হয় না। পক্ষান্তরে যে সকল নেককার লোকের কবর শানদার অট্টালিকায় রূপান্তরিত, সেখানে অনেক শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপ অহরহ সংঘটিত হয়ে থাকে যা ঐ সব নেক্কারদে রূহের পক্ষে কষ্টদায়ক।

٣٤٥- عَنْ اَبِىْ مَرْثَدٍ الْغَنَوِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلَا تُصَلُّوْا اِلَيْهَا - رواه مسلم

৩৪৫. হযরত আবূ মারসাদ গানাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কবরের উপর বসবে না এবং তার দিকে মুখ করে সালাতও আদায় করবে না। (মুসলিম)

ব্যাখাঃ উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, কবরে বসার ফলে কবরকে অসম্মানিত করা হয়। পরবর্তী হাদীস থেকে জানা যায় যে, এতে কবরবাসী কষ্ট অনুভব করে। আর কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায়ে নিষেধাজ্ঞার মূলে রয়েছে উম্মাতকে শিরক থেকে রক্ষা করা।

٣٤٦- عَنْ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ قَالَ رَانِىْ النَّبِىُّ ﷺ مُتَّكِئًا عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ لَا تُؤْذِ صَاحِبَ هٰذَا الْقَبْرَاَوْ لَا تُؤْذِهِ - رواه أحمد

৩৪৬. হযরত আমর ইব্ন হায্ম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাকে একটি কবরের সাথে হেলান দিয়ে বসতে দেখে বললেন ঃ কবরবাসীকে কষ্ট দিওনা অথবা তিনি বলেছেনঃ তাকে কষ্ট দিও না। (আহ্মাদ)

কবর যিয়ারত

٣٤٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُهَا فَاِنَّهَا تُزَهِّدُ فِى الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الاٰخِرَةَ - رواه ابن ماجة

৩৪৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। কেননা তা দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ করে এবং আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। (ইব্ন মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ প্রাক ইসলামী যুগে সাধারণ মুসলমানের মনে একত্ববাদ যতক্ষণে বদ্ধমূল হয়নি এবং কেবলমাত্র তারা শিরকের নিগড় থেকে মাত্র কিছুদিন পূর্বে বেরিয়ে এসেছে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কবরের কাছে যেতেও নিষেধ করেছেন। কারণ সদ্য শিরক বিমুখ লোকদের কবর পূজায় জড়িয়ে পড়ার তীব্র আশংকা ছিল। তার পর যখন উম্মাতের তাওহীদের চেতনা ও বুনিয়াদ মযবূত হয় এবং সর্বাবিধ শিরক সম্পর্কে অন্তরে ঘৃণা জন্মে এবং কবরের কাছে গেলে শিরকের পাপে জড়িয়ে পড়ার আশংকা অবশিষ্ট থাকল না, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কবর যিয়ারত করার অনুমতি দেন। কারণ হিসেবে বলা হয়, এতে দুনিয়ার প্রতি নির্মোহভাব সৃষ্টি হবে এবং আখিরাতের চিন্তা অন্তরে স্থান পাবে। এই হাদীস থেকে শরী'আতের এই মৌলিক বিষয়ও জানা গেল যে, কোন কাজের মধ্যে যদি একদিকে বিশেষ কল্যাণ ও বরকত নিহিত থাকে, কিন্তু অন্যদিকে বিরাট ক্ষতির আশংক থাকে, তবে সে ক্ষতির দিকের প্রতি লক্ষ্য করে তা

সম্পাদন করতে নিষেধ করা হয়। তবে কোন সময় যদি ক্ষতির আশংকা না থাকে, তবে পরে আবার তার অনুমতিও দেওয়াা যেতে পারে।

٣٤٨- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ اِذَا خَرَجُوْا اِلَى الْمَقَابِرِ " اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ - رواه مسلم

৩৪৮. হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন লোকেরা কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হত তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে এই দু'আ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ "হে মু'মিন-মুসলিম কবরবাসী ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমরাও ইনশা আল্লাহ্ তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আমরা আমাদের ও তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি" - পাঠ করেন। (মুসলিম)

٣٤٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقُبُوْرٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ - رواه الترمذى

৩৪৯. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ মদীনার কতিপয় কবরের নিকট দিয়ে পথ চলাকালে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেনঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ "হে কবরবাসী! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ্ আমাদের ও তোমাদের ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের পূর্বগামী এবং আমরা তোমাদের অনুগামী "। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ উল্লিখিত হাদীস দু'টিতে সামান্য ব্যবধান সহ কবরবাসীদের উপর সালাম ও দু'আর যে বর্ণনা রয়েছে তা দ্বারা একদিকে যেমন মৃতকে সালাম ও দু'আ করা যায় এবং অন্যদিকে তেমনি নিজের মৃত্যুর কথাও স্মরণ করা যায়। উল্লেখ্য, কারো কবর যিয়ারতে গেলে এ দু'টি উদ্দেশ্যই থাকা বাঞ্ছনীয়। সাহাবা কিরাম ও তাবিঈদের তরীকা এ রূপই ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাঁদের তরীকার উপর অটল রাখুন এবং এ অবস্থায়ই আমাদের দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন।

মৃতদের জন্য ইসালে সাওয়াব

কারো মৃত্যুর পর তার জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দু'আ করা এবং দয়া ভিক্ষা চাওয়াই মূলত তার সাথে সদাচরণের উত্তম পদ্ধতি জানাযার সালাত আদায় করার উদ্দেশ্য ও তাই। কবর যিয়ারত বিষয়ক হাদীস সমূহের মধ্যে দু'টি হাদীসে কবরবাসীকে সালাম দেওয়ার সাথে সাথে মাগফিরাত চাওয়ার বিষয় ও বর্ণিত হয়েছে। মৃতের কল্যাণে দু'আ করার আরো একটি ফলদায়ক পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিক্ষা দিয়েছেন। আর তা হল, মৃতের পক্ষ থেকে দান-সাদাকা অথবা সাওয়াবের কোন কাজ করা। একেই বলে ইসালে সাওয়াব। এ পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত দু'টি সাহীস পাঠ করে নেয়া যেতে পারে।

٣٥٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ وَاَنَا غَائِبٌ عَنْهَا اَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنِّيْ اُشْهِدُكَ اَنَّ حَائِطِيْ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا - رواه البخارى

৩৫০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইব্ন উবায়দা (রা.)-এর মা যখন ইন্তিকাল করেন তখন তিনি উপস্থিত ছিলেন না। সেমতে তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মায়ের কাছে অনুপস্থিত থাকাকালে তিনি ইন্তিকাল করেছেন। সুতরাং আমি যদি তাঁর নামে দান সাদাকা করি তাতে তিনি উপকৃত হবেন কি ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তখন সা'দ বললেন, আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাঁর নামে আমার (মিখরাফ নামক) একটি বাগান দান করে দিলাম। (বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, ইসালে সাওয়াবের মাস-আলা খুবই পরিষ্কার। প্রায় অনুরূপ অর্থবোধক একটি হাদীস হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে স্থান পেয়েছে। তবে তাতে হযরত সা'দ (রা.)-এর নাম আসেনি। কিন্তু হাদীসবিশারদগণ বলেছেন, এ হাদীস ও উক্ত ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত।

٣٥١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ اَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ اَوْصَى اَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُرَقَبَةٍ فَاَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٍ خَمْسِيْنَ رَقَبَةً فَاَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌ وَاَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِيْنَ الْبَاقِيَةَ فَقَالَ حَتَّى اَسْاَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ اِنَّ اَبِيْ اَوْصَى بِعِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وَاِنَّ هِشَامًا اَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِيْنَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُوْنَ رَقَبَةً

اَفَاُعْتِقَ عَنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَاَعْتَقْتُمْ عَنْهُ اَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ اَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَالِكَ - رواه أبوداؤد

৩৫১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইবনুল আ'স (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আস ইব্ন ওয়াইল (রা) মৃত্যুর সময় এই মর্মে ওয়াসীয়্যাত করে যায় যে, তার পক্ষ থেকে যেন একশ' দাস মুক্ত করা হয়। সেমতে (তার এক পুত্র) হিশাম ইবনুল আস (রা) তার পক্ষ থেকে পঞ্চাশজন দাস মুক্ত করে। দ্বিতীয় পুত্র আম্র ইবনুল আস (রা) অবশিষ্ট পঞ্চাশজন দাস মুক্ত করার সংকল্প ব্যক্ত করেন। কিন্তু তিনি এ বিষয় নবী করীম ﷺ -এর কাছে প্রশ্ন করে বিষয়টি জেনে নিতে চাইলেন। তারপর আম্র তাঁর নিকট গিয়ে বললেন হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমাদের পিতা একশ' দাস মুক্ত করার ওয়াসীয়্যাত করেছিলেন। হিশাম তার পক্ষ থেকে পঞ্চাশজন দাস মুক্ত করে দিয়েছে এবং অবশিষ্ট পঞ্চাশ জনকে আমি কি তার পক্ষ থেকে মুক্ত করে দিব? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ তোমাদের পিতা যদি মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করত এবং তোমরা তার পক্ষ থেকে দাস মুক্ত করতে অথবা অন্য কনো কিছু দান করতে অথবা তার পক্ষে হজ্জ করতে তাহলে সে আমালের সাওয়াব তার আত্মায় পৌঁছত। (আবূ দাউদ)।

ব্যাখ্যা ঃ ইসালে সাওয়াবের মাসআলায় আলোচ্য হাদীসখানা খুবই সুস্পষ্ট। এত দান সাদাকা দ্বারা ইসালে সাওয়াব ব্যতীত হজ্জের বিষয়ও উল্লেখ আছে। মুসনাদে আহ্মাদে আলোচ্য হাদীসে হজ্জের পরিবর্তে সিয়ামের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

আলোচ্য হাদীসে একটি মূলনীতি সম্পর্কেও জানা গেল যে, মৃতদেরকে এসব কাজের সাওয়াব পৌঁছান হয়ে থাকে। তবে মৃতের মুসলমান হওয়া পূর্বশর্ত। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে এ থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দিন। সালাত অধ্যায় এখানেই সমাপ্ত।

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ وعَلَى رَسُوْلِهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (উন্নয়ন) / ২০০৩-২০০৪ / অঃ সঃ / ৪৪০৬-৩২৫০